নগর সংস্করণ

প্রথম আলো

শুক্রবার
১১ অক্টোবর ২০২৪
২৬ আশ্বিন ১৪৩১, ৭ রবিউস সানি ১৪৪৬
চাকরি-বাকরি, প্র অন্যআলো, প্র গোল্লাছুটসহ
মোট ২২ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com
বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩৩০

চার হাজার কোটি টাকার গম কেনায় দুর্নীতি

২০২২ থেকে ২০২৪

রাশিয়া থেকে বেশি দরে কেনা হয় ১১ লাখ টন নিম্নমানের গম। সাবেক মন্ত্রীর পছন্দের ব্যবসায়ীদের বিশেষ সুবিধা।

ইফতেখার মাহমুদ, *ঢাকা*

গত দুই বছরে চার হাজার কোটি টাকার গম রাশিয়া থেকে আমদানি করা হয়েছে, যার সবই নিম্নমানের এবং দামও বাজারমূল্য থেকে বেশি। সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন ব্যবসায়ীকে সুবিধা দিতে ২০২২ সাল থেকে এই ১১ লাখ টন গম আমদানি করা হয়।

সাধন চন্দ্রের আগে খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন কামরুল ইসলাম। ২০১৫ সালে কামরুল ইসলামের সময় ব্রাজিল থেকে পোকা খাওয়া ও নিম্নমানের গম আমদানি হয়েছিল। এ নিয়ে অনেক সমালোচনার পর সরকার ওই বছর গমের প্রোটিনের সর্বনিম্ন মান বা বিনির্দেশ সাড়ে ১১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে সাড়ে ১২ শতাংশ করে। কিন্তু সাধন চন্দ্র মজুমদার খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০২২ সালে আবারও ওই বিনির্দেশ কমিয়ে সাড়ে ১১ শতাংশ করা হয়। অর্থাৎ নিম্নমানের গম আমদানির সুবিধা করে দেওয়া হয়। মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ দুই ব্যবসায়ীর স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে অভিযোগ আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক নাজমা শাহীন *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রোটিনের পরিমাণ সাড়ে ১১ শতাংশ হলে গমে আর্দ্রতা বেড়ে যায়। এতে গমের মধ্যে ব্যাকটেরিয়াসহ অন্যান্য ক্ষতিকর জীবাণু বাড়তে থাকে। এ ধরনের গম গুদামে রাখার পর তা এক বছরের মধ্যে মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। এই গমের আটা খেলে দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, ক্যানসারসহ নানা ধরনের রোগ হয়।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক সংগ্রহ শাখার ২০২২ সালের ২০ মার্চের স্মারকপত্রে বলা হয়, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক উৎস থেকে আমদানি করা গমে প্রোটিনের মাত্রা ১২ দশমিক ৫ থেকে কমিয়ে ১১ দশমিক ৫ শতাংশ করা হয়। তখন এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিলেন দেশের পুষ্টিবিদেরা।

এর আগে ২০১৫ সাল থেকে খাদ্য মন্ত্রণালয় ১২ দশমিক ৫০ শতাংশ প্রোটিনসমৃদ্ধ গম আমদানি করছিল। পরে সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের ঘনিষ্ঠজনদের সুবিধা দিতে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

■ সাধন চন্দ্র মজুমদার খাদ্যমন্ত্রী হওয়ার পর নিম্নমানের গম আমদানির সিদ্ধান্ত হয়।

> সরকারিভাবে নিয়ম সংশোধন করে নিম্নমানের গম কেনা একধরনের দুর্নীতি। বেশি দামে গম কেনার মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে জনগণের অর্থের অপচয় করা হয়েছে।
>
> **ইফতেখারুজ্জামান**, নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি।

দেশে গম আসার পর আলোচনা করতে দুবাই যাচ্ছেন চার কর্মকর্তা

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান থেকে এক লাখ টন গম আমদানি করেছে খাদ্য অধিদপ্তর। ওই গম এরই মধ্যে দেশে পৌঁছে গেছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে তা বণ্টনও শুরু হয়েছে। কিন্তু ওই গম নিয়ে আলোচনা করতে চার খাদ্য

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

ইউনিয়ন ব্যাংক

‘নিখোঁজ’ এমডির বাসায় তালা, পড়ে আছে দুই গাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মোকাম্মেল হক

ইউনিয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরী নিজে নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে পরিবারের সদস্যদের নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। গত সোমবার দুপুরে তাঁর স্ত্রী নাজনীন আকতার দুই ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বিমানবন্দরের উদ্দেশে বাসা ছাড়েন। এরপর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আলোচিত এই ব্যাংকার নীরবে বাসা থেকে একা বের হয়ে যান। ব্যাংকের পরিচালকদের চোখে তিনি এখন নিখোঁজ। বনানীতে তাঁর বাসার নিচে পড়ে রয়েছে দুটি গাড়ি।

মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর মোকাম্মেল হক চৌধুরীকে আর দেখা যায়নি। বুধবার তিনি কাজেও যোগ দেননি। ইউনিয়ন ব্যাংকের পরিচালকেরা কেন্দ্রীয়

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

প্রকাশ্যে এসেই হুমকি ও খুনে শীর্ষ সন্ত্রাসীরা

ঢাকার অপরাধজগৎ

আলোচিত শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইন, পিচ্চি হেলাল, কিলার আব্বাসসহ কয়েকজনের তৎপরতা এখন দৃশ্যমান।

মাহমুদুল হাসান, *ঢাকা*

কারাগার থেকে জামিনে বের হওয়া শীর্ষ সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্য তৎপরতা শুরু করেছেন। একইভাবে আত্মগোপনে থাকা শীর্ষ সন্ত্রাসীদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছেন। অপরাধের পুরোনো সাম্রাজ্য ফিরে পেতে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় মহড়া দেওয়ার পাশাপাশি চাঁদা চেয়ে ব্যবসায়ীদের হুমকি দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। ঢাকায় গত মাসে জোড়া খুনের একটি ঘটনায়ও একজন শীর্ষ সন্ত্রাসীর নাম এসেছে।

সর্বশেষ গত ২৯ সেপ্টেম্বর রাজধানীর মগবাজারের বিশাল সেন্টারে দলবল নিয়ে মহড়া

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

ইমামুল হাসান হেলাল ওরফে পিচ্চি হেলাল

সুব্রত বাইন

আব্বাস আলী ওরফে কিলার আব্বাস

সানজিদুল ইসলাম ওরফে ইমন

বাড়িঘর থেকে এখনো পানি নামেনি। তাই আশ্রয়কেন্দ্রের বারান্দায় রাখা হয়েছে গবাদিপশু। গতকাল দুপুরে নেত্রকোনার দুর্গাপুরের শান্তিপুর এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

তিন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি, পানি নামছে ধীরে

প্রথম আলো ডেস্ক

নদ-নদীর পানি কমতে থাকায় শেরপুর, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলায় গতকাল বৃহস্পতিবার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আরও উন্নতি হয়েছে। তবে পানি ধীরে নামছে। এখনো অনেক মানুষ পানিবন্দী রয়েছেন।

মহারশি ও সোমেশ্বরী নদীর পানি কমায় শেরপুরের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আরও উন্নতি হয়েছে। তবে ঝিনাইগাতী ও নকলা উপজেলার অনেক মানুষ এখনো পানিবন্দী রয়েছে। এক সপ্তাহের বন্যায় জেলায় আটজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

বাল্যবিবাহ জাতির অগ্রগতির জন্য বড় বাধা

১১ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস। বর্তমান পরিস্থিতিতে কন্যাশিশুদের বিয়ের বিরুদ্ধে কেন নতুন অঙ্গীকার ও সাহসী উদ্যোগ প্রয়োজন, তা নিয়ে লিখেছেন **এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ, জাকি ওয়াহহাজ** ও **সারা হোসেন**

বিস্তারিত : পৃষ্ঠা ৫

ভেতরের পাতায়

আশিকুরের গল্পটা বিস্ময়কর

সুখবর

রাহিতুল ইসলাম, *ঢাকা*

আশিকুর রহমান

পড়াশোনাসহ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষ যাতে বিভিন্ন কাজ করতে পারেন প্রযুক্তির সাহায্যে, সে জন্য স্মার্টফোনের অ্যাপ্লিকেশন (অ্যাপ) ও সফটওয়্যার তৈরি করে ইনোভেশন গ্যারেজ লিমিটেড নামের একটি দেশি প্রতিষ্ঠান। প্রতি মাসে এই প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবার গড় বিকিকিনি ৬ লাখ ২৫ হাজার টাকা; লাভ হয় আড়াই লাখ টাকা।

সফটওয়্যার, তথ্যপ্রযুক্তি সেবা ও নানা রকম অ্যাপ এই প্রতিষ্ঠানের পণ্য। এসব পণ্য দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নত করার জন্য।

ইনোভেশন গ্যারেজ যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই আশিকুর রহমান নিজেও একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। অধ্যবসায় ও ইচ্ছাশক্তির জোরে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা জয় করে তিনি আজ সফল।

ছোটবেলায় চার-পাঁচটা স্বাভাবিক মানুষের মতোই ছিলেন আশিকুর রহমান। বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা-হইহুল্লোড়, মা-বাবা-বোনদের সঙ্গে হাসি-আনন্দ আর পড়াশোনায় মেতে থাকতেন তিনি। দেখতে দেখতে উঠলেন অষ্টম শ্রেণিতে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

আজকের আবহাওয়া ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ৩৬ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৫টা ৫৪ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : মোংলায় ৩৫° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : চুয়াডাঙ্গায় ২৩° সেলসিয়াস

নামাজের সূচি

ফজর	৪ :৪০	মাগরিব	৫ :৪০
জুমা	১১ :৪৯	এশা	৬ :৫৩
আসর	৩ :৫৮	কাল ফজর	৪ :৪১

বাণীতে তারেক রহমান

জেহাদের আত্মত্যাগের প্রেরণা ধারণ করে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে হবে

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, শহীদ জেহাদের আত্মত্যাগের প্রেরণাকে বুকে ধারণ করেই দেশি-বিদেশি অপশক্তির চক্রান্ত প্রতিহত করে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার শহীদ জেহাদ দিবসে এক বাণীতে তারেক রহমান বলেন, 'গণতন্ত্রের ধারা বহমান রাখতে হলে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে হবে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের অপরিহার্য শর্ত হলো নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার। গণতন্ত্র মানে শুধু নির্বাচন নয়, গণতন্ত্র মানে মানুষের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা।'

নাজির উদ্দিন জেহাদ ১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর স্বৈরাচারবিরোধী গণ-আন্দোলনে ঢাকার পল্টনে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। তাঁর রক্ত স্রোতের ধারা বেয়েই সে বছর সংঘটিত হয় গণ-অভ্যুত্থান, পতন হয় স্বৈরশাসক এরশাদের।

তারেক রহমান বলেন, শহীদ নাজির উদ্দিন জেহাদ নব্বইয়ের স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলনে একটি অবিস্মরণীয় নাম। রক্তমাখা ওই আন্দোলন ছিল বহুদলীয় গণতন্ত্র, মতপ্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার। তাঁর রক্তস্রোতের ধারা বেয়েই সে বছর সংঘটিত হয় গণ-অভ্যুত্থান, পতন হয় স্বৈরশাসক এরশাদের।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, 'গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিল স্বৈরশাসক এরশাদ। গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই জেহাদ নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আমরা তাঁর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে না পারলে তার আত্মা কষ্ট পাবে।'

গুজব ছড়িয়ে পতিতদের দোসররা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে

বললেন নজরুল ইসলাম খান

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

দেশে গুজব ছড়িয়ে পতিত স্বৈরাচারের দোসররা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, 'ষড়যন্ত্রকারীরা থেমে নেই। শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছে বলে মনে করবেন না যে সব স্বৈরাচার, ফ্যাসিবাদের দোসররা পালিয়ে গেছে। না, তারা আছে। নানা রকম গুজব ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে, নানা রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে।'

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় দেশের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে নজরুল ইসলাম খান এ কথা বলেন।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, 'আমাদের মনে রাখতে হবে, ওদের (পতিত আওয়ামী লীগ) পক্ষে দেশে-বিদেশে শক্তি আছে, ওদের অনেক টাকাপয়সা আছে, তারা নানাভাবে চেষ্টা করতে পারে আমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির।'

বিএনপির এই নেতা বলেন, 'এমনও আছে, যাদের আমরা হয়তো চিনতে ভুল করছি...মনে হচ্ছে আমাদের পক্ষে। ওই লোকগুলো আমাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করার মতো স্লোগান দেয়, কথা বলে—যাতে করে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করেছে, সে শক্তির মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি হয়। আরেকটা উদ্দেশ্য আছে তাদের। তারা জানে যে এ দেশের জনগণের মন-মানসে বিএনপির অস্তিত্ব এতই গ্রথিত হয়ে আছে যে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হলে তাদের সম্ভাবনা খুব কম। অতএব বিএনপিকে কীভাবে হেয় করা যায়, এ রকম ষড়যন্ত্রে কেউ কেউ লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করছে।'

যানজট শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে চার দিন ছুটির প্রথম দিনে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ছিল প্রচণ্ড যানজট। যানজটে আইন অমান্য করে উল্টো সড়কে চলাচল করছে যানবাহন। গতকাল নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ এলাকায়। ছবি : সাজিদ হোসেন

মিয়ানমারের নৌবাহিনীর গুলিতে বাংলাদেশি নিহত

গতকাল দুপুরের দিকে ট্রলারগুলো লক্ষ্য করে হঠাৎ গুলি ছোড়ে মিয়ানমারের নৌবাহিনী। এতে দুটি ট্রলারের অন্তত চার জেলে আহত হন।

প্রতিনিধি, *টেকনাফ, কক্সবাজার*

সাগরে বাংলাদেশি মাছ ধরার কয়েকটি ট্রলার লক্ষ্য করে মিয়ানমারের নৌবাহিনীর ছোড়া গুলিতে এক জেলে নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন তিন জেলে। গত বুধবার বিকেলে কক্সবাজারের টেকনাফের সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের মৌলভীরশীলসংলগ্ন সাগরে এ ঘটনা ঘটে।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) একটি সূত্র *প্রথম আলোকে* এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। সূত্র জানিয়েছে, ৫৮ জন জেলেসহ ছয়টি মাছ ধরার ট্রলার মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ আটক করেছিল। ট্রলারগুলো মিয়ানমারের জলসীমায় ঢুকে পড়েছিল। পরে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ড মিয়ানমারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের ছাড়ানোর ব্যবস্থা করে। আটক ৫৮ জনকে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

নিহত জেলের নাম মো. ওসমান (৫০)। আর আহত হয়েছেন রাজু (৪৫), রফিকসহ (৩০) তিন জেলে। বাকি একজনের পরিচয় জানা যায়নি। নিহত জেলের লাশ ফেরত পাঠানো হয়েছে।

কোস্টগার্ড ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, মোট ছয়টি ট্রলার নিয়ে সাগরের ওই এলাকায় সম্প্রতি মাছ ধরতে গিয়েছিলেন জেলেরা। এগুলোর প্রতিটিতে ১০ থেকে ১২ জন জেলে ছিলেন। বুধবার দুপুরের দিকে ট্রলারগুলো লক্ষ্য করে হঠাৎ গুলি ছোড়ে মিয়ানমারের নৌবাহিনী। এতে দুটি ট্রলারের অন্তত চার জেলে আহত হন। একপর্যায়ে সেখানে ওসমানের মৃত্যু হয়।

শাহপরীর দ্বীপ মিস্ত্রিপাড়া ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ হাসান ও বাজারপাড়া ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি গফুর আলম বলেন, নিহত জেলে ওসমান শাহপরীর দ্বীপ কোনারপাড়ার বাচু মিয়ার ছেলে। তিনি শাহপরীর দ্বীপের বাজারপাড়ার সাইফুল কোম্পানির মালিকানাধীন ট্রলারের জেলে।

ট্রলারের মালিক সাইফুল বলেন, বুধবার বিকেলে সাগরে মাছ ধরার সময় হঠাৎ করে মিয়ানমারের নৌবাহিনীর সদস্যরা জেলেদের ধাওয়া করে গুলি ছোড়েন। এরপর ছয়টি ট্রলারসহ মাঝিমাল্লাদের ধরে মিয়ানমারে নিয়ে যান।

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে টেকনাফ-২ বিজিবির ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. মহিউদ্দীন আহমেদ কোস্টগার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা বলেন।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে বলে জানান টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আদনান চৌধুরী।

লিবিয়া থেকে ফিরলেন ১৫০ জন

বাসস, *ঢাকা*

লিবিয়ায় আটকে পড়া দেড় শতাধিক বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে তাঁরা ঢাকায় পৌঁছান।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ত্রিপোলিতে বাংলাদেশ দূতাবাস ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) যৌথ উদ্যোগে এই প্রত্যাবাসন সম্পন্ন হয়েছে।

ঢাকায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর ফিরে আসা অভিবাসীদের স্বাগত জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আইওএমের কর্মকর্তারা। ফিরে আসা বাংলাদেশিদের বেশির ভাগই মানব পাচারকারীদের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে সমুদ্রপথে ইউরোপে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে লিবিয়ায় প্রবেশ করেছিলেন। তাঁদের অনেকেই লিবিয়ায় অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

'রিসেট বাটন' চাপার ব্যাখ্যা দিল প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সম্প্রতি ভয়েস অব আমেরিকাকে (ভোয়া) অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দেওয়া সাক্ষাৎকার ঘিরে কেউ কেউ ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। 'রিসেট বাটন' চাপার কথা বলে তিনি কখনোই বাংলাদেশের গর্বিত ইতিহাস মুছে ফেলার কথা বলেননি। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের এক বিবৃতিতে এ কথা বলা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, ড. ইউনূস 'রিসেট বাটন' চাপার কথাটি উল্লেখ করে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতি, যা বাংলাদেশের সব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করেছে, অর্থনীতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে এবং কোটি মানুষের ভোটাধিকার ও নাগরিক অধিকার হরণ করেছে, সেটি থেকে বের হয়ে এসে নতুনভাবে শুরু করার কথা বুঝিয়েছেন। তিনি কখনোই বাংলাদেশের গর্বিত ইতিহাস মুছে ফেলার কথা বলেননি।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এখানে উল্লেখ্য, কেউ যখন কোনো ডিভাইসে রিসেট বোতাম চাপেন, তখন তিনি নতুন করে ডিভাইসটি চালু করতে সফটওয়্যার সেট করেন। এতে হার্ডওয়্যার পরিবর্তন হয় না। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের হার্ডওয়্যার।

বিবৃতিতে বলা হয়, ড. ইউনূস গত ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নিতে ঢাকায় আসার পর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের বলেন, 'জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানে জনগণ নেতৃত্ব দিয়েছে। এটি আমাদের দ্বিতীয় স্বাধীনতা। প্রথম স্বাধীনতা ১৯৭১ সালে দেশের গৌরবময় স্বাধীনতাযুদ্ধ।'

বিবৃতিতে বলা হয়, ১৯৭১ সালে অধ্যাপক ইউনূস যুক্তরাষ্ট্রের মিডল টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই তিনি বাংলাদেশ সিটিজেনস কমিটি গঠন করেন। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে মার্কিন সরকারকে রাজি করানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী প্রচার শুরু করেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যা সম্পর্কে বিশ্বকে অবহিত করার জন্য তিনি বাংলাদেশ নিউজলেটার প্রকাশ করেছিলেন।

রাজধানীর কুড়িল

পোশাকশ্রমিকদের দুই ঘণ্টা সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর প্রগতি সরণির কুড়িল এলাকায় সড়ক অবরোধ করে প্রায় দুই ঘণ্টা বিক্ষোভ করেছেন পোশাকশ্রমিকেরা। এ সময় কুড়িল বিশ্বরোড ও আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

বকেয়া বেতনের দাবিতে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা থেকে বেলা পৌনে ২টা পর্যন্ত দুটি পোশাক কারখানার কয়েক শ শ্রমিক সড়কে নেমে আসেন। ইউরো জোন ও ফেরদৌস গার্মেন্টসের পোশাকশ্রমিকেরা এই অবরোধ করেন।

ট্রাফিক গুলশান বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) জিয়াউর রহমান বলেন, পরে তাঁদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

পুলিশ জানায়, সড়ক অবরোধ করায় কুড়িল ফ্লাইওভার, বিমানবন্দর সড়কসহ বেশ কয়েকটি সড়কে গাড়ি আটকে ছিল। এতে ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। তবে পোশাক কারখানার কর্মীরা সড়ক ছেড়ে দেওয়ার পর যানজটের তীব্রতা কমে আসে।

পানি নামছে ধীরে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) সূত্রে জানা গেছে, মহারশি ও সোমেশ্বরী নদীর পানি কমে যাওয়ায় গতকাল শেরপুরের ঝিনাইগাতী, শ্রীবরদী, শেরপুর সদর ও নকলা উপজেলার ২০টি ইউনিয়নের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আরও উন্নতি হয়েছে। বিভিন্ন গ্রাম থেকে বন্যার পানি ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। তবে এসব উপজেলায় এখনো প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ পানিবন্দী রয়েছেন।

পাউবোর শেরপুর কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বেলা তিনটায় শেরপুর জেলার ভোগাই নদের পানি বিপৎসীমার ২১৮ সেন্টিমিটার, চেল্লাখালী নদীর পানি ১১২ সেন্টিমিটার আর ব্রহ্মপুত্র নদের পানি ৫১১ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এ ছাড়া ঝিনাইগাতী ও শ্রীবরদী উপজেলার পাহাড়ি নদ মহারশি ও সোমেশ্বরীর পানি বিপৎসীমার অনেক নিচে রয়েছে।

এদিকে টানা দুই দিন রোদ থাকায় শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার চারটি ইউনিয়নে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। তবে পানি ধীরগতিতে কমায় গতকাল পর্যন্ত তিন ইউনিয়নের ২৩টি গ্রামের প্রায় ছয় হাজার পরিবার পানিবন্দী অবস্থায় দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

প্রশাসন ও স্থানীয় ব্যক্তিরা জানান, গত শনিবার রাত থেকে উপজেলায় উজানের ঢল ও অতিবৃষ্টিতে কলসপাড়, যোগানিয়া, মরিচপুরান ও রাজনগর ইউনিয়নের ৭১টি গ্রাম প্লাবিত হয়। এতে প্রায় ৩১ হাজার পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়ে। গত দুই দিন রোদ থাকায় গতকাল পর্যন্ত নিম্নাঞ্চলের প্লাবিত গ্রামগুলোর পানি কমতে শুরু করেছে। ধীরগতিতে কমার কারণে যোগানিয়ার ১০টি গ্রামে ৪ হাজার, কলসপাড় ইউনিয়নের ৮টি গ্রামে ১ হাজার আর মরিচপুরানের ৫টি গ্রামে ১ হাজার পরিবার পানিবন্দী রয়েছে।

জেলা প্রশাসক তরফদার মাহমুদুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সেনাবাহিনী, বিজিবির পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বন্যাকবলিত এলাকায় ত্রাণ কার্যক্রম চলছে।

'পানিডা দম ধইরা, দম ধইরা নামতাছে'

'শুক্কুরবার থাইকা অল্প অল্প পানি আইতে তাহে। রোববারে সব তলিয়ালছে। অহনও পানি নামতাছে না। আগেও পানি আইছে, আবার নাইমা গেছে। এই রহম বড় বন্যা আর অইছে না।' গতকাল সকালে ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার বনপাড়া সেতুর পাশে দাঁড়িয়ে কৃষক ইয়াজুল হক (৫৯) কথাগুলো বলছিলেন।

টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া ও ফুলপুর উপজেলা গত শুক্রবার প্লাবিত হয়। এসব এলাকা থেকে ধীরে ধীরে পানি নামছে। বন্যার ক্ষত বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। খাদ্য ও সুপেয় পানির সংকট রয়েছে সেখানে।

ফুলপুর উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে। ধীরে ধীরে পানি কমতে শুরু করেছে ছনধরা, সিংহেশ্বর, ফুলপুর সদর, বালিয়া ও রূপসী ইউনিয়ন থেকে। তবে পাঁচটি ইউনিয়নের ৩২টি গ্রামের ৩০ হাজার মানুষ এখনো পানিবন্দী রয়েছেন।

বন্যায় হালুয়াঘাট উপজেলার ১টি পৌরসভা ও ১২টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়। উপজেলার নড়াইল, বিলডোরা ও শাকুয়াই ইউনিয়নে পরিস্থিতি উন্নতির দিকে। উপজেলার অন্য ৯টি ইউনিয়নেও বন্যার পানি নামছে। তবে এখনো উপজেলার ২৫টি গ্রামে ২৪ হাজার মানুষ পানিবন্দী রয়েছেন।

ধোবাউড়া উপজেলার পোড়াকান্দুলিয়া, গোয়াতলা ও ধোবাউড়া সদরে ধীরে ধীরে পানি কমছে। এর আগে অন্যান্য ইউনিয়নেও পানি কমতে শুরু করে। এ উপজেলায় ৪৫ গ্রামে অন্তত ২৩ হাজার মানুষ এখনো পানিবন্দী রয়েছেন।

ধোবাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নিশাত শারমিন বলেন, বন্যা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে। দুর্গত এলাকায় সুপেয় পানির সংকট আছে। যাঁরা ত্রাণ বিতরণ করতে আসছেন, তাঁদের পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

পানি কমলেও সংকট কাটেনি

দুই দিন ধরে নেত্রকোনায় বন্যার পানি কমতে শুরু করছে। তবে যেসব এলাকায় পানি নেমে যাচ্ছে, সেসব এলাকায় মানুষের সংকট এখনো কাটেনি। অধিকাংশ মানুষ বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি সংস্কার করতে পারছেন না।

স্থানীয় বাসিন্দা ও জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে গত রোববার নেত্রকোনার কলমাকান্দা, দুর্গাপুর, পূর্বধলা, বারহাট্টা ও সদর উপজেলায় আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। এতে ২৫টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়।

গত মঙ্গলবার থেকে পানি কমতে শুরু করলেও এখনো বিভিন্ন রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ঘরবাড়ি এবং আমন ও শাকসবজিখেতে পানি আছে। পানির কারণে ২১২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে। প্রায় ২৮৫ কিলোমিটার গ্রামীণ কাঁচা-পাকা সড়ক পানির নিচে থাকায় যোগাযোগব্যবস্থা স্বাভাবিক হয়নি।

গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে পাউবোর নেত্রকোনার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সারওয়ার জাহান *প্রথম আলোকে* বলেন, জেলার সব নদ-নদীর পানিই দ্রুত কমছে। শুধু উব্দাখালী নদীর কলমাকান্দা পয়েন্টে পানি বিপৎসীমার ১ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

জেলা প্রশাসক বনানী বিশ্বাস বলেন, 'সব মিলিয়ে বন্যা পরিস্থিতি এখন উন্নতির দিকে। মানুষের কিছু দুর্ভোগ তো হচ্ছেই। আমরা ত্রাণসহায়তা অব্যাহত রেখেছি। ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাটসহ অন্যান্য বিষয় সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দ্রুত সমাধান করা হবে।'

[প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন **নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ময়মনসিংহ*; **প্রতিনিধি**, *শেরপুর, নালিতাবাড়ী ও নেত্রকোনা*]

'নিখোঁজ' এমডির বাসায় তালা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুরকে বিষয়টি জানানোর পর বুধবার রাতেই উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) শফিউদ্দিন আহমেদকে এমডির চলতি দায়িত্ব দেওয়া হয়। মোকাম্মেল হক চৌধুরীর বাসভবন ও ইউনিয়ন ব্যাংকের খোঁজ নিয়ে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

বনানী থানা থেকে পায়ে হাঁটা দূরত্বে একটি বহুতল ভবনে পরিবার নিয়ে থাকতেন মোকাম্মেল হক চৌধুরী। নিজের কেনা ২ হাজার ৬০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট তাঁর। দুই ছেলে-মেয়েই স্কুলপড়ুয়া। মোকাম্মেল হক নিজে ব্যবহার করতেন টয়োটার প্রাডো মডেলের একটি গাড়ি। পরিবারের সদস্যদের জন্য ছিল একটি মিতসুবিশি আউটল্যান্ডার গাড়ি। ভবনে কর্মরত নিরাপত্তারক্ষীদের কাছ থেকে জানা গেল, তাঁর বাসায় বাইরের লোকজন তেমন একটা আসতেন না। তবে মাঝেমধ্যে মোকাম্মেল হকের শ্যালক ও শাশুড়ি আসতেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ব্যাংক খাত সংস্কারে নানা উদ্যোগ নেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। গত ২৭ আগস্ট বিতর্কিত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এস আলম গ্রুপ নিয়ন্ত্রিত ইউনিয়ন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেওয়া হয়। তবে নতুন পর্ষদের সদস্যদের অভিযোগ, ব্যাংকটিতে এস আলমের প্রভাব এরপরও কমেনি। এমডি মোকাম্মেল হকের অসহযোগিতার কারণে তাঁরা ব্যাংকটির অবস্থার বিষয়ে সঠিক তথ্যও পাননি।

এস আলম গ্রুপের কর্ণধার সাইফুল আলমের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন মোকাম্মেল হক চৌধুরী। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ইউনিয়ন ব্যাংকের একটি রহস্যময় হিসাব থেকে নগদ টাকা উত্তোলন ও মোকাম্মেল হকের নিজের হিসাব থেকে তাঁর গচ্ছিত পুরো অর্থ তুলে নেওয়ার বিষয়ে *প্রথম আলো*সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে এই প্রতিবেদক বনানীতে তাঁর বাসায় খোঁজ নিতে গেলে ভবনের কর্মচারীরা জানান, সোমবার দুপুরে তাঁর স্ত্রী দুই ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বিমানবন্দরের উদ্দেশে বাসা ছাড়েন। বাসার গৃহকর্মীদের এর আগেই ছুটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাসায় ফেরেন মোকাম্মেল হক। এরপর সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে গাড়ি ছাড়াই বাসা থেকে একা বের হয়ে যান। গাড়িচালক বাসার নিচে অপেক্ষা করলেও তাঁকে কিছু জানানো হয়নি। এর পর থেকে দুই গাড়ির চালক মাঝেমধ্যে ওই ভবনের নিচে আসছেন, কিন্তু নিয়োগদাতার সম্পর্কে কিছুই জানতে পারছেন না।

ওই ভবনের ব্যবস্থাপক মাসুম বিল্লাহ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'উনারা (মোকাম্মেল হক ও তাঁর স্ত্রী) কাউকে কিছু জানিয়ে যাননি। সোমবার দুপুরে পরিবারের সদস্যরা ও মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিনি বের হয়ে গেছেন। এরপর আর বাসায় ফেরেননি।'

গত বুধবার সকালে ব্যাংকে না যাওয়ায় মোকাম্মেল হক চৌধুরীর খোঁজ নিতে কয়েকজন কর্মকর্তাকে বাসায় পাঠান ব্যাংকটির চেয়ারম্যান মো. ফরিদউদ্দীন আহমদ। এরপর মোবাইল বন্ধ থাকায় ও তাঁকে বাসায় না পাওয়ায় এমডি 'নিখোঁজ' বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে জানান চেয়ারম্যান।

বাড়ির নিচতলায় পড়ে আছে মিতসুবিশি আউটল্যান্ডার গাড়িটি। গতকাল বনানীতে। ছবি : প্রথম আলো

ইউনিয়ন ব্যাংকের দুজন পদস্থ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, মোকাম্মেল হক পরিবারসহ বিদেশ পাড়ি দিয়েছেন বলে তাঁরা শুনেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁকে সহায়তা করেছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কিছু সদস্য।

আরও কয়েকটি ব্যাংকের মতো ইউনিয়ন ব্যাংকের মালিকানা ছিল এস আলম গ্রুপের হাতে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, ব্যাংকটির মোট ঋণের মধ্যে ১৮ হাজার কোটি টাকা বা ৬৪ শতাংশই নিয়েছে এস আলম গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এসব ঋণ নেওয়া হয়েছে কাল্পনিক লেনদেনের মাধ্যমে, যার বিপরীতে জামানতও নেই। আবার ব্যাংকটির মোট ঋণের ৪২ শতাংশ খেলাপি হয়ে পড়েছে বলে ব্যাংকটির অভ্যন্তরীণ নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাংককে জানানো হয়েছিল, খেলাপি ঋণের হার ৪ শতাংশের কম।

এস আলম গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সংস্থা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংক দখল করে লুট, অর্থ পাচারসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অভিযোগ রয়েছে। সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে বিশেষ সুবিধা পাওয়া অন্যতম বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এস আলম গ্রুপ। অভিযোগ রয়েছে, সাইফুল আলমের হয়ে তাঁর ছেলে আহসানুল আলম, জামাতা বেলাল আহমেদ, তাঁর ব্যক্তিগত সচিব ও ইসলামী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক আকিজ উদ্দিন ও ইউনিয়ন ব্যাংকের এমডি এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরী সরকারি বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক অপরাধ করেছেন।

এর পাশাপাশি মোকাম্মেল হক চৌধুরী পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদ ও ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হারুন অর রশীদের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন। এ কারণে ইউনিয়ন ব্যাংকের ভল্টে গচ্ছিত টাকার হিসাবে গরমিলসহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম হলেও তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

ইউনিয়ন ব্যাংকের এমডির সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জানতে ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. ফরিদউদ্দীন আহমদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি। বুধবার সকাল থেকেই এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরীর মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

আশিকুরের গল্পটা বিস্ময়কর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বয়স তখন ১৩ বছর; কিন্তু এই বয়সে এসে ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি হারান আশিকুর।

ঢাকার ছেলে, ঢাকাতেই বেড়ে ওঠা, অথচ নিজের উপযোগী কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুঁজে পেলেন না। মা-বাবা তাঁকে ভর্তি করলেন কুমিল্লার একটি স্কুলে। তাঁর মতো দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল পাঠ্যবইয়ের। ব্রেইল বই ছিল কম। তিন-চারজন ভাগাভাগি করে পড়তেন একেকটি বই। এভাবেই কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড থেকে এসএসসি পাস করলেন তিনি।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের সংগ্রামের এমন গল্প হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আশিকুর রহমানের গল্পটা বিস্ময়কর। আশিকুর প্রতিষ্ঠা করেছেন ইনোভেশন গ্যারেজ লিমিটেড।

বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে এবং সহায়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ২০১৭ সালে আশিকুর রহমান প্রতিষ্ঠা করেন ইনোভেশন গ্যারেজ লিমিটেড। সাত বছরে এর অর্জন দেখলে অবাক হতে হয়। আদাবরের পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটিতে এই প্রতিষ্ঠানে এখন ১০ জন কর্মী কাজ করেন। প্রতিষ্ঠানটি বিটুবি (বিজনেস টু বিজনেস) ঘরানার। এটি মূলত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য 'প্রবেশগম্য প্রযুক্তি' ও সমাধান নিয়ে কাজ করে। যে প্রযুক্তিগুলো বাংলা ভাষায় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য এখনো সহজলভ্য নয়, সেগুলো নিয়ে গবেষণা করার পাশাপাশি উদ্ভাবন ও বিপণনের কাজ করে তারা।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আশিকুর রহমান কাজ করছেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের সহায়ক প্রযুক্তি নিয়ে। ছবি : সাবিনা ইয়াসমিন

যেভাবে আজকের অবস্থানে

তিন বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে বড় আশিকুরের জন্ম ১৯৮১ সালে ঢাকার আদাবরে। অধ্যবসায়ের জোরে ২০০১ সালে মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজে বাংলায় স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি হন। স্নাতক হন ২০০৫ সালে। ২০০৮ সালে চাকরি নিলেন একটি এনজিওতে। সেখানে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কম্পিউটারের মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়। সে সময় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের পরীক্ষার সময় সঙ্গে একজন সহকারী দেওয়া হতো, যাঁরা পরীক্ষার্থীর কথা শুনে শুনে লিখে দিতেন; কিন্তু কম্পিউটার দক্ষতার পরীক্ষায় দেখা যেত, সঠিক শ্রুতলেখক পাওয়া যাচ্ছে না। বড় একটি সমস্যা দেখা দিল।

তখন আশিকুর রহমান উদ্যোগ নেন কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের যত পরীক্ষা হবে, সেখানে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা নিজেরাই পরীক্ষা দেবেন। ২০১০ সালে বাংলাদেশের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের প্রথম কোনো ব্যাচ শ্রুতলেখক ছাড়াই কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ২০১২ সাল পর্যন্ত আশিকুর যুক্ত ছিলেন এই প্রশিক্ষণে। এরপর তিনি একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেন। ২০১৬ সাল পর্যন্ত চাকরি করেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে।

হলো নিজের প্রতিষ্ঠান

২০১৬ সালের মে মাসে চাকরি ছেড়ে দিলেন আশিকুর। ঝোঁকের বশে নয়, ভেবেচিন্তে। ছয় মাস ধরে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে লাগলেন। ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে ইনোভেশন গ্যারেজ নামে ট্রেড লাইসেন্স নিলেন আশিকুর। এরপর সমাধানগুলো (সলিউশন) নিয়ে গবেষণার কাজ শুরু করতে থাকেন। তখন অবশ্য অফিস বলতে কিছু ছিল না। বছরের শেষ দিকে এসে তিনি টের পান, শুধু পড়াশোনা করেই সব হয় না। ব্যক্তি উদ্যোগে বড় কাজ করা অনেক জটিল। তখন তিনি ইনোভেশন গ্যারেজ লিমিটেড নামের প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুললেন।

২০১৮ সালে আশিকুরের প্রতিষ্ঠান একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে। এই অ্যাপ দিয়ে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা স্মার্টফোনের মাধ্যমে পড়তে পারবেন। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি আশিকুরকে।

ইনোভেশন গ্যারেজ লিমিটেডের ব্যবসা মূলত বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের জন্য, যাঁদের আর্থসামাজিক অবস্থান ভালো নয়, নিজেদের পক্ষে এমন সহায়ক প্রযুক্তি কেনা অসম্ভব। তবে আশিকুরের প্রতিষ্ঠান সরাসরি কোনো ব্যক্তিকে নয়; বরং কোনো এনজিও বা বিশ্ববিদ্যালয়কে সহায়তা দেয়। এই প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কিছু প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়েছে।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের পাশে থাকা

আশিকুর *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমাদের মূল লক্ষ্য দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের পাশে দাঁড়ানো। তাঁদের প্রযুক্তিগত যত সহযোগিতা দরকার, দেওয়ার।' কী ধরনের কাজ করছেন, জানতে চাইলে আশিকুর রহমান নামফলকের কথা বলেন। কারও অফিস বা বাড়ির সামনে লাগানো নামফলক দেখে স্বাভাবিক কোনো মানুষ সহজেই বুঝতে পারেন; কিন্তু একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী সেটি কীভাবে পড়বেন? ফলে তাঁরা একটি নামফলকের নকশা ডিজাইন করেছেন, যেটিতে সাধারণ লেখা ও ব্রেইল-পদ্ধতি থাকবে একসঙ্গে। আবার কারও বিজনেস কার্ড বা ক্যালেন্ডারও তৈরি করে দেন এই পদ্ধতিতে।

বইমেলায় স্পর্শ ফাউন্ডেশনের বই ও অন্যান্য পণ্যের সবই ইনোভেশন গ্যারেজের তৈরি। এনসিটিবির প্রাক্-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক এই প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করে। চার বছর গবেষণা চালিয়ে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের ব্যবহারোপযোগী কম্পিউটার মাউস তারা তৈরি করেছে। এ ছাড়া দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের পঠনপদ্ধতি ব্রেইল প্রিন্টার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ইনডেক্স ব্রেইল, ব্রেইল অনুবাদক সফটওয়্যার নির্মাতা ডাক্সবেরি সিস্টেম এবং ছবিকে টেকটাইলে রূপান্তরকারী সফটওয়্যার টেকটাইলভিউর বাংলাদেশের একমাত্র পরিবেশক ইনোভেশন গ্যারেজ।

আশিকুর রহমান তাঁর উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবে ১ অক্টোবর পেয়েছেন আইডিএলসি-প্রথম আলো এসএমই পুরস্কার ২০২৩। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমি অন্যদের কথা ভেবে কাজ করিনি। আমি কাজ করেছি নিজের জন্য। নিজে যে সমস্যায় পড়েছি বা পড়তাম, তার সমাধানগুলো বের করেছি। পরে দেখা গেছে, সেটিই আসলে সবার কাজে লাগছে। সেটি থেকেই আমার এই উদ্যোগ।'

নিজের অপূর্ণতা ও চাওয়া সম্পর্কে আশিকুর বলেন, 'আমাদের যদি বড় বিনিয়োগ থাকত, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা পেতাম, তাহলে আমরা নিজেরাই অনেক পণ্য বানাতে পারতাম। এখন যে পণ্য আমাদের বিদেশ থেকে ৯০ হাজার বা ১ লাখ টাকা দিয়ে কিনতে হয়, একই মানের পণ্য আমরা দিতে পারতাম ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকায়।'

> শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছে বলে মনে করবেন না যে সব স্বৈরাচার, ফ্যাসিবাদের দোসররা পালিয়ে গেছে।

নজরুল ইসলাম খান,
স্থায়ী কমিটির সদস্য, বিএনপি
গতকাল এক আলোচনা সভায়

সংক্ষেপে

ডেঙ্গুতে মৃত্যু ২০০ ছুঁই ছুঁই

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার ডেঙ্গুতে তিনজনের মৃত্যুর তথ্য জানিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এ নিয়ে চলতি মাসের ১০ দিনে ডেঙ্গুতে ৩৬ জনের মৃত্যু হলো। আর এ বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ১৯৯ জনের। গতকাল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা থেকে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৫৮৩ রোগী। এ সময় ডেঙ্গুতে ঢাকা, বরিশাল ও খুলনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ১৬৩ জন ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ঢাকা উত্তর সিটির হাসপাতালে ১৩০ জন, দক্ষিণ সিটিতে ১১৬, বরিশাল বিভাগে ৬২, ময়মনসিংহ বিভাগে ২৯, খুলনা বিভাগে ২৭, রাজশাহী বিভাগে ২৭, চট্টগ্রাম বিভাগে ২২ ও রংপুর বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে ৭ জন ভর্তি হয়েছেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

হালতি

গাছের ডালে বসে আছে হালতি পাখি। ঘন বনে এ পাখির বাস। গতকাল গাজীপুরের নিন্দুবাড়ি এলাকায়। ছবি : সাদিক মৃধা

ভারতে অনুপ্রবেশ, ফেরার পথে সীমান্তে আটক ৪

ভারতে অনুপ্রবেশের ছয় মাস পর ফেরার পথে সিলেটের গোয়াইনঘাট সীমান্ত এলাকা থেকে এক নারীসহ চারজনকে আটক করেছে বিজিবি। বুধবার সন্ধ্যায় সীমান্তবর্তী রানীরঘাট এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিরা হলেন চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার ভাইয়ারপাড়া গ্রামের মো. জহির উদ্দীন (২৯), তাঁর স্ত্রী আফরোজা সুলতানা (২২), নোয়ারভিলা গ্রামের মো. রাকিবুল ইসলাম (১৮) এবং পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলার বাহেরচর গ্রামের মো. মিরাজ (২৭)। বিজিবি সূত্রে জানা যায়, আটক ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, ছয় মাস আগে কুমিল্লা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে তাঁরা ভারতে গিয়েছিলেন।
প্রতিনিধি, *সিলেট*

দেড় যুগে ক্ষতি ৯ হাজার কোটি টাকার বেশি

ফিরে দেখা : সরকারি প্রতিষ্ঠান ২

সরকারি চিনিকল

বিএসএফআইসির ১৬ কারখানার মধ্যে ১৫টি চিনিকল। এর মধ্যে কেরু অ্যান্ড কোং ছাড়া সব কটিই লোকসান দিচ্ছে।

প্রদীপ সরকার, *ঢাকা*

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি) সর্বশেষ লাভের মুখ দেখেছিল ২০০৫-০৬ অর্থবছরে। সেবার প্রায় ৩৬ কোটি টাকা লাভ করেছিল। এরপর গত ১৮ বছরে মোট ৯ হাজার ১৭৫ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে সরকারের এই প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা থেকে এ তথ্য জানা গেছে। বিএসএফআইসি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রতিষ্ঠানটি যেভাবে চলছে, সেভাবে চললে অদূর ভবিষ্যতে লাভের মুখ দেখার সম্ভাবনা খুবই কম।

আর বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কারও মত, এভাবে লোকসানি প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। ভিন্নভাবে চিন্তা করতে হবে। কেউ আবার মনে করেন, প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া কোনো সমাধান নয়। লোকসান দেওয়ার কারণ চিহ্নিত করে তা সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে।

সরকারি চিনিকলগুলো লোকসান দিলেও অপচয় থেমে নেই। সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের কারণে উৎপাদন বন্ধ হওয়া চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বসানো হয়েছে। 'বন্ধ চিনিকলে ইটিপি বসিয়ে অর্থ অপচয়' শিরোনামে গত বছরের ১৩ আগস্ট প্রতিবেদন প্রকাশ করে *প্রথম আলো*। এতে দেখা যায়, ২০২০ সালে উৎপাদন স্থগিত হওয়া ৩ চিনিকলে ইটিপি বসিয়ে ব্যয় করা হয়েছে ২০ কোটি টাকা।

১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বিএসএফআইসির অধীন বর্তমানে ১৬টি কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি চিনিকল। অন্যটি চিনিকলগুলোর যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামতের প্রতিষ্ঠান রেনউইক যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কেরু অ্যান্ড কোং ছাড়া সব কটিই লোকসান দিচ্ছে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৩৫ কোটি ৯৯ লাখ টাকা লাভ করে বিএসএফআইসি। এরপর টানা লোকসান দিতে থাকে প্রতিষ্ঠানটি। ব্যয় কমাতে তাই ২০২০ সালে ছয়টি চিনিকলের উৎপাদন স্থগিত করে দেয় সরকার। তারপরও গত ১৮ বছরে লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯ হাজার ১৭৫ কোটি টাকা।

বিএসএফআইসির সচিব চৌধুরী রুহুল আমিন কায়সার *প্রথম আলোকে* বলেন, চিনিশিল্পকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার জন্য পাঁচ বছরের (২০২২-২৩ মৌসুম থেকে ২০২৬-২৭ মৌসুম) একটি রূপরেখা (রোডম্যাপ) করা হয়েছে। এই রূপরেখা সফল হলে চিনিকলগুলোকে ব্রেক ইভেনে (আয়-ব্যয় সমান) আনা সম্ভব হবে।

বাস্তবতা কী

রূপরেখা বাস্তবায়ন করে ব্রেক ইভেনে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হলেও বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা। রূপরেখার মধ্যে থাকা পাঁচ বছরের মধ্যে প্রথম অর্থবছরে (২০২২-২৩) প্রায় ৫৩৩ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে বিএসএফআইসি। পরের অর্থবছরে (২০২৩-২৪) সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭১ কোটি টাকায়।

> লোকসানের কারণ অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা নিতে হবে। পুনরাবৃত্তি ঠেকানোর প্রধান পথ হলো দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে দুর্নীতি-অপরাধের শ্বেতপত্র প্রকাশ করা।
>
> **অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ**, অর্থনীতিবিদ

বিএসএফআইসির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রতিষ্ঠানটির আয়ের প্রধান উৎস চিনি বিক্রির অর্থ। সেই চিনিরই উৎপাদন কমে গেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে চিনির উৎপাদন হয়েছিল ৮২ হাজার মেট্রিক টন। গত অর্থবছর চিনি উৎপাদিত হয়েছে ৩০ হাজার মেট্রিক টন। এ ছাড়া ১৫টির মধ্যে ১৩টি চিনিকল স্বাধীনতার আগে প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ চিনিকলের অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে গেছে।

ঋণ-সুদে জেরবার

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে বিএসএফআইসির ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ছিল ৯ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকা। এই বিশাল অঙ্কের ঋণের সুদই প্রতিবছর আসে পাঁচ শ কোটি টাকার মতো। এই ঋণ ও সুদের কারণে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে লাভে আসা কঠিন বলে মনে করেন কর্মকর্তারা। গত অর্থবছরও বিএসএফআইসিকে ২৮০ কোটি টাকা ভর্তুকি দেয় সরকার।

এমন পরিস্থিতিতে বিএসএফআইসির লোকসানি কারখানাগুলো দরপত্রের মাধ্যমে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে বলে মনে করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, লোকসানি কারখানার সম্পত্তির হিসাব করে ও দায়দেনা মিটিয়ে দিয়ে এসব জায়গা ইপিজেড বা বিসিককে দেওয়া যেতে পারে। সেখানে চিনি বা অন্য শিল্প হতে পারে।

চিনিকলগুলো বছরে চার মাসের মতো চালু থাকে। বিএসএফআইসির কর্মকর্তারা বলছেন, চিনিকলের উৎপাদন কার্যক্রম সারা বছর চালু রাখা না গেলে এই প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করা সম্ভব নয়। আখের আবাদ কমে যাওয়া, কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, আখের উন্নত জাত উদ্ভাবন না করতে পারাকেও সামনের দিনে লাভে ফিরতে না পারার চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন তাঁরা।

তবে চ্যালেঞ্জ যা-ই থাকুক, কারখানা বন্ধ করে দেওয়া কোনো সমাধান নয় বলে মনে করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, চিনিকলগুলোর লোকসানের কারণ অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা নিতে হবে। লোকসানের পুনরাবৃত্তি ঠেকানোর প্রধান পথ হলো দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে দুর্নীতি-অপরাধের শ্বেতপত্র প্রকাশ করা। পাশাপাশি জনস্বার্থের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে নীতিকাঠামোর পরিবর্তন আনতে হবে।

আবু সাঈদের বোন সুমি খাতুনের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন উপাচার্য শওকাত আলী। গতকাল বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছবি : প্রথম আলো

চাকরি পেলেন শহীদ আবু সাঈদের বোন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ আবু সাঈদের বোন সুমি খাতুন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেয়েছেন। গত বুধবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শওকাত আলী তাঁর হাতে সেমিনার অ্যাটেনডেন্ট পদের নিয়োগপত্র তুলে দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ আলী জানান, সুমি খাতুনকে সেমিনার অ্যাটেনডেন্ট পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

উপাচার্য শওকাত আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'প্রধান উপদেষ্টা পীরগঞ্জে শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করে তাঁর (সাঈদ) পরিবারের সদস্যদের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন করা হলো।'

কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে গত ১৬ জুলাই পুলিশ ও ছাত্রলীগ-যুবলীগের সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ হয়। এ সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ।

প্রধান বিচারপতির বাসভবন সংরক্ষিত পুরাকীর্তি ঘোষণার কার্যক্রম শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবন রাজধানীর ১৯ হেয়ার রোডে অবস্থিত। প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের উদ্যোগে এই বাসভবন সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর।

সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের এক বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে জানানো হয়, সংরক্ষিত পুরাকীর্তি ঘোষণার কার্যক্রম গ্রহণের অংশ হিসেবে বুধবার প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের আঞ্চলিক পরিচালককে প্রধান বিচারপতির বাসভবন সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দিয়েছে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর।

আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথি ও অংশগ্রহণকারীরা। গতকাল রাজধানীর প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল কার্যালয়ে। ছবি : প্রথম আলো

কন্যাশিশুদের স্বপ্ন দেখাতে হবে

আলোচনা অনুষ্ঠান

আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে 'আনটিল উই হিয়ার ইউ' শীর্ষক এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দ্বাদশ শ্রেণির আয়শা আক্তার চায় মেয়েদের শিক্ষায় প্রতিবন্ধকতা দূর হোক। বাল্যবিবাহ বন্ধ চান তাসনিম আজিজ (রিমি)। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে নারী ও কন্যাশিশুর অসহায়ত্ব ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা জানান ফাহমিদা হক। তাঁদের কথা, কন্যাশিশুর বেড়ে ওঠার পথ যেন বন্ধুর না হয়। তাদের স্বপ্নেই গড়ে উঠুক ভবিষ্যতের বাংলাদেশ।

আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলশানে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ আয়োজিত এক আলোচনা অনুষ্ঠানে এভাবেই নিজেদের স্বপ্নের কথা তুলে ধরেন মেয়েরা। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল 'আনটিল উই হিয়ার ইউ' শীর্ষক এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে প্রচার সহযোগী হিসেবে ছিল *প্রথম আলো*।

আজ ১১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য, 'কন্যাশিশুর স্বপ্নে গড়ি আগামীর বাংলাদেশ'।

এই আলোচনায় অংশ নিয়ে কলেজশিক্ষার্থী আয়শা জানায়, দারিদ্র্য, বাল্যবিবাহ, বৈষম্য ও প্রজননস্বাস্থ্য সুবিধা না পাওয়া মেয়েদের শিক্ষার বড় প্রতিবন্ধকতা। নার্স হতে চাওয়া আয়শা প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করে মেয়েদের স্বপ্নপূরণে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়।

ভোলার মেয়ে তাসনিম আজিজ তাঁর এলাকায় বাল্যবিবাহের করুণ চিত্র দেখেছেন। তাঁর ভাষ্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে বাল্যবিবাহ কমানো যাচ্ছে না। সমাজ মেয়েদের এখনো বোঝা হিসেবে দেখে। তারা যে উপার্জন করে সংসারে অবদান রাখতে পারে, সে বিবেচনা করা হয় না।

নিজের পছন্দের ক্যারিয়ার বেছে নিতেও মেয়েরা বাধার মুখে পড়ে বলে জানান সানজিদা এশা। তিনি ইয়ুথ ফর চেঞ্জের নেটওয়ার্ক অ্যাসোসিয়েট। সানজিদা বলেন, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে মেয়েদের অংশগ্রহণ অনেক কম।

আলোচনায় ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ কুকের কাছে প্রশ্ন ছিল মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে। তিনি জানান, তাঁর মা-বাবা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যেতে পারেননি; কিন্তু তাঁরা দুই বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন। তাঁর মা-বাবা পড়াশোনার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন।

সারাহ কুক আরও বলেন, নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সবকিছুর কেন্দ্রে নারী ও শিশুকে ভাবতে হবে। যুক্তরাজ্য সরকার ২০১৫ সাল থেকে বিশ্বের এক কোটি মেয়েকে সহায়তা করেছে বলেও জানান তিনি।

নরওয়েতে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে দেশটির রাষ্ট্রদূত হ্যাকন আরালড গুলব্র্যান্ডসেন বলেন, তাঁর দেশে লিঙ্গসমতাকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এরপরও নারীরা নানাভাবে বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকতে পারে। সমাজ পরিবর্তনের জন্য কর্মক্ষেত্রে, রাজনীতিতে, সামাজিকভাবে এবং মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমাজে সবাই গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যপ্রযুক্তিতে মেয়েদের অবস্থান প্রসঙ্গে মাইক্রোসফট বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ইউসুফ ফারুক বলেন, প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাইক্রোসফট নারীদের অনেক প্রাধান্য দেয় এবং নারীর অংশগ্রহণ আরও বাড়াতে চায়। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে এটা অনেক চ্যালেঞ্জিং। তিনি বাংলাদেশে মাইক্রোসফটের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন।

নিজের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর কবিতা বোস বলেন, তাঁদের সময়ে তাঁরা সমস্যা বুঝতেই পারতেন না এবং জানতেন না কী করতে হবে। কিন্তু এখনকার কন্যারা জানে, সমস্যা কোথায় এবং এর সমাধানে কী করণীয়।

প্ল্যানের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরে কবিতা বোস বলেন, যে মেয়ের বাল্যবিবাহ হয়ে গেছে এবং অপ্রাপ্ত বয়সে সন্তানও জন্ম দিয়েছে, তাকেও ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিতে হবে। শুধু বাল্যবিবাহ বন্ধ নয়; এই মেয়েদের স্বপ্ন দেখাতে হবে, দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের পলিসি, অ্যাডভোকেসি, ইনফ্লুয়েন্সিং অ্যান্ড ক্যাম্পেইন ডিরেক্টর নিশাত সুলতানা।

করোনা শনাক্ত ২ জনের

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ২ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে খালে পড়ে প্রাইভেট কার। গতকাল সকালে পিরোজপুর সদর উপজেলার কদমতলার নুরানি গেট এলাকায়। ছবি : এ কে এম ফয়সাল

প্রাইভেট কার খালে, দুই পরিবারের ৮ জন নিহত

পিরোজপুর

প্রাইভেট কারটি পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত থেকে নাজিরপুর হয়ে ঢাকায় যাওয়ার কথা ছিল।

প্রতিনিধি, *পিরোজপুর ও শেরপুর*

পিরোজপুর সদর উপজেলায় একটি প্রাইভেট কার খালে পড়ে দুই পরিবারের আটজন নিহত হয়েছেন। গত বুধবার দিবাগত রাত পৌনে দুইটার দিকে পিরোজপুর-নাজিরপুর সড়কের নুরানি গেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুই নারী ও চার শিশু রয়েছে।

নিহতরা হলেন শেরপুর সদরের রঘুনাথপুর গ্রামের আবদুল মোতালেব (৪৫), তাঁর স্ত্রী সাবিনা আক্তার (৩০), মেয়ে মুক্তা (১২) ও ছেলে সোয়াইব (২) এবং পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার হোগলাবুনিয়া গ্রামের শাওন মৃধা (৩২), তাঁর স্ত্রী আমেনা বেগম (২৯), ছেলে শাহাদাৎ (১০) ও আবদুল্লাহ (৩)।

আবদুল মোতালেব ও শাওন মৃধা ঢাকায় পাশাপাশি বাসায় থাকতেন। তাঁরা সপরিবার কুয়াকাটায় বেড়াতে গিয়েছিলেন।

শাওন মৃধার স্বজন মুরাদ বলেন, প্রাইভেট কারটি পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত থেকে নাজিরপুর হয়ে ঢাকায় যাওয়ার কথা ছিল।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা রাত তিনটার দিকে গাড়িটির ভেতর থেকে আটজনের মরদেহ উদ্ধার করেন।

পিরোজপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুকিত হাসান খান বলেন, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে মোতালেব নামের একজনের সঙ্গে থাকা পরিচয়পত্র থেকে প্রাথমিকভাবে তাঁর পরিচয় জানা গেছে। তিনি সেনাবাহিনীর সিভিল স্টাফ হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

দুর্ঘটনায় নিহত আবদুল মোতালেবের শেরপুরের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে দেখা গেছে মর্মস্পর্শী দৃশ্য। গোটা পরিবারসহ ছেলেকে হারিয়ে একেবারে ভেঙে পড়েছেন বাবা নাজিম উদ্দিন। কোনো কথাই বলতে পারছেন না তিনি। ঠিক একই সময়ে অন্য পাশ থেকে ভেসে আসছিল মোতালেবের মা ময়না বেগমের আহাজারি।

বুক চাপড়ে ময়না বেগম বলছিলেন, 'অহন আমগরে দেখব কে? কেমনে আমগরে সংসার চলব? অসুস্থ মাইয়ার চিকিৎসার জন্য ওষুধ কিনা দিব কেরা?'

প্রশ্নগুলোর জবাব জানা নেই মোতালেবের বাবা নাজিম উদ্দিনেরও। নীরবতা ভেঙে তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'জানি না আল্লাহ আমারে এ কেমন শাস্তি দিল। আমার পুরা সংসারটা ভাইঙ্গা গেল।'

এই দম্পতির দুই সন্তানের মধ্যে মোতালেব ছিলেন ছোট। বড় মেয়ে লাভলী শারীরিকভাবে অসুস্থ। মোতালেবের উপার্জনেই পরিবারটি চলত।

এদিকে নীলফামারীর সৈয়দপুর বাইপাস সড়কের সুখীপাড়ায় বুধবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় রেহেনা বেগম (৬০) নামের এক পথচারী নিহত হয়েছেন। রেহেনা স্বামীর সঙ্গে সুখীপাড়ার ভাড়া বাসায় থাকতেন। তাঁদের বাড়ি দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলার রানীরবন্দরে।

এ ছাড়া লালমনিরহাট সদরের মহেন্দ্রনগরে বুধবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে পণ্যবোঝাই একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাড়িভাঙ্গা তালিমুল ইনসান কওমি হাফেজিয়া মাদ্রাসার ভেতর ঢুকে পড়ে। এ সময় মাদ্রাসার আধাপাকা টিনশেড ঘরে ঘুমিয়ে থাকা শিশুশিক্ষার্থীদের ওপর দেয়াল ভেঙে পড়লে ১৪ জন আহত হয়।

আহত শিক্ষার্থীদের মধ্যে খালেক মোহাম্মদ (১৩), সাব্বির হোসেন (১১), আফিক বসুনিয়া (১২), মো. মোরসালিন (১২), আবদুল্লাহ আল নোমান (১৩) ও ওসমান গনিকে (১২) লালমনিরহাট সদর হাসপাতালের সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। আহত অন্য শিক্ষার্থীরা হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছে।

মাহমুদুর রহমানের ওপর হামলা

শেখ হাসিনাসহ ৬৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *কুষ্টিয়া ও বরিশাল*

কুষ্টিয়া আদালত প্রাঙ্গণে *আমার দেশ* পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের ওপর হামলার অভিযোগে ছয় বছর পর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুসহ ৬৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা দেড়টার দিকে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মাহমুদুর রহমান নিজে এজাহার জমা দেন।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুল হক চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, মামলায় ৪৭ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে ১৫ থেকে ২০ জনকে।

মামলার প্রধান আসামি শেখ হাসিনা। এ ছাড়া সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, কুষ্টিয়া-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ, কুষ্টিয়া-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য হাসানুল হক ইনু, সাবেক আইজিপি মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী ও কুষ্টিয়ার তৎকালীন পুলিশ সুপার এস এম মেহেদী হাসানকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৮ সালের ২২ জুলাই কুষ্টিয়ার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি মামলায় জামিন নিতে যান মাহমুদুর রহমান। জামিন মঞ্জুরের পর তিনি আদালত থেকে বের হয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিতে উদ্যোগ নেন। এ সময় তাঁর ওপর হামলা চালান আসামিরা।

দুবাই যাচ্ছেন চার কর্মকর্তা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্মকর্তা সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই যাচ্ছেন।

জানা গেছে দুবাইভিত্তিক এমএস গ্রেইন ফ্লাওয়ার ডিএমসিসি নামের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার ওই গম আমদানি করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি চার কর্মকর্তার দুবাই সফরের যাবতীয় খরচ বহন করছে। প্রতিষ্ঠানটির বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছে আর ডি গ্লোবাল লি. নামের একটি প্রতিষ্ঠান। সরকারি খাতে গম সরবরাহকারী বিতর্কিত প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইলেকট্রিকের মালিক আমিরুজ্জামান ওরফে সোহেল ওই একই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক।

এই চার কর্মকর্তার মধ্যে রয়েছেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. লুৎফর রহমান, খাদ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (সংগ্রহ) মো. মনিরুজ্জামান, অধিদপ্তরের টাঙ্গাইল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মো. তানভীর হোসেন এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. কামাল হোসেন।

এমএস গ্রেইন ফ্লাওয়ার ডিএমসিসির অর্থায়নে এই চার কর্মকর্তার দুবাই সফরের জন্য গত ২৪ জুলাই সরকারি আদেশ (জিও) দেওয়া হয়েছে।

ওই চার কর্মকর্তার নামে দেওয়া সরকারি আদেশে বলা হয়েছে, চার কর্মকর্তা এমএস গ্রেইন ফ্লাওয়ার ডিএমসিসির অর্থায়নে দুবাই যাবেন। তাঁরা সেখানে খাদ্য সরবরাহব্যবস্থা এবং গুণগত মান নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা করবেন। ওই প্রতিষ্ঠান থেকে গম আমদানির অংশ হিসেবে ওই সফরের আয়োজন করা হয়েছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দুবাই সফরের ওই অফিস আদেশ দেওয়ার সময় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্বে ছিলেন মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব)। জানতে চাইলে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, গম বিষয়ে শিক্ষা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ধারণা নিতে সরকারি ওই কর্মকর্তাদের জিও দেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে খাদ্য অধিদপ্তরের পরিচালক মো. মনিরুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এমএস গ্রেইন ফ্লাওয়ার ডিএমসিসি প্রতিযোগিতামূলক দরে দরপত্রের মাধ্যমে আমাদের গম সরবরাহ করছে। এই সফরের ফলে আমরা বাড়তি কোনো সুবিধা নিচ্ছি না। বরং সরকারি কর্মকর্তারা দুবাই গিয়ে গম নিয়ে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাবেন।'

তবে সরকারের গণ খাতে ক্রয় আইন অনুযায়ী দরপত্রের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কোনো সরকারি কেনাকাটা হয়ে থাকলে সেই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এর বাইরে বাড়তি সুবিধা নেওয়া যাবে না। এমন কিছু করা যাবে না, যাতে ওই প্রতিষ্ঠানের প্রতি পক্ষপাত তৈরি হতে পারে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সরকারি খাতে ক্রয়বিষয়ক কেন্দ্রীয় সংস্থা সিপিটিইউর সাবেক মহাপরিচালক ফারুক হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, এভাবে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ সফর খারাপ উদাহরণ তৈরি করছে। আর এটা গণ খাতে ক্রয় আইনেরও লঙ্ঘন। ফলে এ ধরনের সফর এখনো না হয়ে থাকলে তা অবশ্যই বাতিল করা উচিত।

চার হাজার কোটি টাকার গম কেনায় দুর্নীতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এফএওর গমের পুষ্টিগুণবিষয়ক সাধারণ নির্দেশনা অনুযায়ী, গমের প্রোটিনের মান ১২ থেকে ১৮ শতাংশ হতে হবে। এর চেয়ে কম পুষ্টিমানের গম বা আটার তৈরি খাবার খেলে নানা ধরনের অপুষ্টিজনিত সমস্যার ঝুঁকি তৈরি হয়।

বেশি দরে ক্রয়

গম আমদানির ক্ষেত্রে গত এপ্রিলে খাদ্য অধিদপ্তরের সঙ্গে গ্রেইন ফ্লাওয়ার ডিএমসিসির চুক্তি হয়। তাতে প্রতি টন গমের দাম ধরা হয় ২৮০ ডলার। ওই মাসে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এফএওর 'মাসিক খাদ্যপণ্যের দর' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক বাজারে রাশিয়ার প্রতি টন গমের দাম ছিল ২০২ ডলার। জাহাজভাড়া ও অন্যান্য খরচ মিলিয়ে তা সর্বোচ্চ ২২০ ডলার হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য অধিদপ্তর ওই গম প্রতি টনে ৬০ ডলার বেশি দাম দিয়ে কেনে।

দুই ভাইয়ের প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সুবিধা

খাদ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, সাধন চন্দ্র মজুমদার ২০১৯ সালে খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর সরকারি খাতে গম আমদানির একচেটিয়া দায়িত্ব পায় রাশিয়ার প্রতিষ্ঠান প্রডিনটর্গ। সরকার থেকে সরকার (জিটুজি) আমদানির ক্ষেত্রে কোনো মধ্যস্বত্বভোগী থাকার নিয়ম নেই।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে জ্বালানি খাতের পণ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইলেকট্রিক গ্রুপ মধ্যস্বত্বভোগীর দায়িত্ব পায়। এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মিঞা সাত্তার আর তাঁর ভাই আমিরুজ্জামান সোহেল হলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক। এই দুই ভাই সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত।

দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে সরকারি গম ক্রয়ে এই দুই ভাইয়ের প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। জিটুজির মাধ্যমে পণ্য কেনার ক্ষেত্রে এ ধরনের তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা নিয়ে বারবারই প্রশ্ন উঠেছে। এটা গণ খাতে ক্রয় আইনের লঙ্ঘন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে রাশিয়ায় অবস্থানরত মিঞা সাত্তার হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা রাশিয়া থেকে বাংলাদেশ সরকারকে সর্বোচ্চ মানের গম সরবরাহ করেছি, যা রাশিয়া সরকারের ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় মান যাচাই করা হয়েছে।'

ওই সময়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্বে ছিলেন মো. ইসমাইল হোসেন। বর্তমানে তিনি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জেষ্ঠ সচিব। ইসমাইল হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, মন্ত্রণালয়ের নিয়ম ও সরকারের নির্দেশ মেনে গম আমদানি করা হয়েছিল।

সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র এখন কারাগারে থাকায় তাঁর বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

দুই বছরে আনা গমের সর্বশেষ দুটি চালান এখন চট্টগ্রাম বন্দরে খালাস হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় এসব গম বিতরণ করা হচ্ছে।

দরপত্রপ্রক্রিয়ায়ও একই চক্র

শুধু সরকারি খাত নয়। সাধন চন্দ্র মজুমদারের আমলে বেসরকারি খাতে গম আমদানির ক্ষেত্রেও ওই দুই ভাইয়ের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার পায়। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগে খাদ্য অধিদপ্তরের পরপর দুটি আন্তর্জাতিক দরপত্রে প্রায় এক লাখ টন গম আমদানির অনুমতি পায় এই দুই ভাইয়ের আরেকটি প্রতিষ্ঠান আর ডি গ্লোবাল।

আর ডি গ্লোবালের মালিকানা স্বত্বের নথি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, আমিরুজ্জামান সোহেল ওই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম মালিক। দুই ভাইয়ের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইলেকট্রিক গ্রুপের প্রধান কার্যালয় হিসেবে মহাখালী ডিওএইচএসের ২৮ নম্বর সড়কের একটি বাড়ির ঠিকানা দেওয়া হয়েছে। আর ডি গ্লোবালের ক্ষেত্রেও একই ঠিকানা ব্যবহার করা হয়েছে। ওই প্রতিষ্ঠানটি দুবাইভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গ্রেইন ফ্লাওয়ার ডিএমসিসির বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকারিভাবে নিয়ম সংশোধন করে এভাবে নিম্নমানের গম কেনা একধরনের দুর্নীতি। আর বেশি দামে ওই গম কেনার মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে জনগণের অর্থের অপচয় করা হয়েছে। এ ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত।

হত্যাচেষ্টার অভিযোগ

সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুলসহ ৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা

প্রতিনিধি, *নাটোর*

পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা না পেয়ে কুপিয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে নাটোর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুলসহ ৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। গত বুধবার বিকেলে নাটোর আমলি আদালতে মামলাটি করেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের দপ্তর সম্পাদক সরফরাজ ইসলাম ডলার।

আমলি আদালতের বিচারক অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রওশন আলম মামলাটি আমলে নিয়ে সদর থানা-পুলিশকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এ তথ্য নিশ্চিত করেন আদালতের পেশকার মানিক সাহা।

বাবা মন্ত্রী, ছেলে ঠিকাদার'

প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতিবাদ ও প্রতিবেদকের বক্তব্য

'বাবা মন্ত্রী, ছেলে ঠিকাদার' শিরোনামে ৬ অক্টোবর *প্রথম আলোর* শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন সাবেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমানের পক্ষে তাঁর ছোট ভাই জাঁ-নেসার ওসমান। এতে দাবি করা হয়, ইয়াফেস ওসমানের ছেলে ইশরার ওসমানের প্রতিষ্ঠান সাইটেক কনসালটিং সলিউশন লিমিটেড বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দুটি প্রকল্পে পরামর্শক হিসেবে যে কাজ পেয়েছে, সেটা তাঁর বাবার কারণে পায়নি। তারা আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে সরকারি ক্রয়বিধি অনুসারে কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ স্কোর অর্জনের ভিত্তিতে কাজ পেয়েছে।

প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়, সাইটেক কনসালটিং অ্যান্ড সলিউশন লিমিটেড ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নয়, একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান। সাইটেক কনসালটিং ১০ কোটি টাকার কাজ পেয়েছে বলে প্রতিবেদনে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে, যা বাস্তবের সঙ্গে কোনো মিল নেই। বাস্তবে তা ১০ কোটি টাকার অর্ধেকের চেয়ে কম।

প্রতিবেদকের বক্তব্য

ইশরার ওসমানের প্রতিষ্ঠান সাইটেক সরকারি যে দুটি সংস্থায় কাজ পেয়েছে, সেগুলো তাঁর বাবা ইয়াফেস ওসমানের মন্ত্রণালয়ের অধীন। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রীর প্রভাব বড় ভূমিকা রেখেছে বলে সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা গেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের (বিসিএসআইআর) ৫ কোটি টাকার পরামর্শক সেবা দেওয়ার কাজ একাডেমিয়া সলিউশন নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পায় সাইটেক। এর মধ্যে সাইটেকের অংশ ছিল ৩ কোটি ২৩ লাখ টাকা। প্রায় চার কোটি টাকার অপর কাজটি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজির (এনআইবি) অধীন, যা সাইটেক এককভাবে পেয়েছে।

শোক

তাহমিনা আলম

নীলফামারীর সৈয়দপুরের বাসিন্দা তাহমিনা আলম (৭৮) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটার দিকে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাহমিনা আলম দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস ও কিডনিজনিত জটিলতায় ভুগছিলেন। তিনি পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। তাহমিনা আলম নীলফামারী-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও ইকু শিল্প পরিবারের চেয়ারম্যান সিদ্দিকুল আলমের মা। আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর সৈয়দপুর শহরের জামে মসজিদে প্রথম এবং গ্রামের বাড়ি বোতলাগাড়ীতে দ্বিতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে। **প্রতিনিধি**, *সৈয়দপুর, নীলফামারী*

মৃত্যুবার্ষিকী

মো. আব্দুল আজিজ মিয়া

গাইবান্ধা সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুল আজিজ মিয়ার ১৪তম মৃত্যুবার্ষিকী ছিল ৮ অক্টোবর। এ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আজ শুক্রবার বাদ আসর মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। গাইবান্ধা শহরের ভি-এইড রোড, কালীবাড়ি পাড়ার বড়বাড়ি মসজিদে আয়োজিত এ মিলাদ মাহফিলে আত্মীয়স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষীদের অংশ নিতে মরহুমের পরিবারের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। **বিজ্ঞপ্তি**

প্রকাশ্যে এসেই হুমকি ও খুনে শীর্ষ সন্ত্রাসীরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দিয়েছেন শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইন। একটি দোকান দখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে গিয়েছিলেন তিনি। পরে বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীকে ডেকে কথা বলেছেন। এ নিয়ে সেখানকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

শুধু সুব্রত বাইন নয়, মোহাম্মদপুরে শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমামুল হাসান হেলাল ওরফে পিচ্চি হেলালসহ অনেকেরই এ ধরনের তৎপরতা দৃশ্যমান হচ্ছে। প্রায় দুই যুগ পর জামিনে বের হওয়া পিচ্চি হেলালের বিরুদ্ধে দুই যুবককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় গত ২২ সেপ্টেম্বর রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানায় মামলা হয়েছে। এর আগে ২০ সেপ্টেম্বর রায়েরবাজারে সাদেক খান আড়তের সামনে ওই জোড়া খুনের ঘটনা ঘটে। পুলিশ বলছে, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এলাকার 'দখল' নিতে সন্ত্রাসীদের দুই পক্ষের বিরোধ থেকে জোড়া খুনের ওই ঘটনা ঘটেছে।

ঘটনার পর পিচ্চি হেলালকে এখনো গ্রেপ্তার করা যায়নি। এ বিষয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) মো. ইসরাইল হাওলাদার *প্রথম আলোকে* বলেন, মোহাম্মদপুরের খুনের ঘটনায় পিচ্চি হেলাল গ্রেপ্তার না হলেও দু-তিনজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। অন্য শীর্ষ সন্ত্রাসীদের ওপরও পুলিশের নজরদারি রয়েছে। শীর্ষ সন্ত্রাসী হোক বা যে-ই হোক, অপরাধ করে কেউ পার পাবে না।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর আলোচিত শীর্ষ সন্ত্রাসীদের মধ্যে অন্তত ছয়জন জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। তাঁদের বেশির ভাগই এক থেকে দেড় যুগের বেশি সময় ধরে কারাগারে ছিলেন। জামিনে মুক্ত হওয়া শীর্ষ সন্ত্রাসীদের মধ্যে আছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে 'কিলার আব্বাস' হিসেবে পরিচিত মিরপুরের আব্বাস আলী, তেজগাঁওয়ের শেখ মোহাম্মদ আসলাম ওরফে সুইডেন আসলাম, মোহাম্মদপুরের ইমামুল হাসান হেলাল ওরফে পিচ্চি হেলাল, হাজারীবাগ এলাকার সানজিদুল ইসলাম ওরফে ইমন। এ ছাড়া ঢাকার অপরাধজগতের আরও দুই নাম খন্দকার নাঈম আহমেদ ওরফে টিটন ও খোরশেদ আলম ওরফে রাসু ওরফে ফ্রিডম রাসুও কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

তাঁদের বাইরে বিদেশে থাকা কোনো কোনো সন্ত্রাসী আবার দেশে ফেরার চেষ্টা করছেন বলেও আলোচনা আছে। এ ছাড়া আত্মগোপনে থাকা কেউ কেউ প্রকাশ্যে এসেছেন। এমনই একজন শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইন। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগে মনে করা হতো, তিনি ভারতে গ্রেপ্তার হয়ে সেখানেই আছেন। তবে ঢাকার অপরাধজগতের একটি সূত্র জানিয়েছে, সুব্রত বাইন সরকার পতনের আগে থেকেই দেশে একটি 'গোপন' জায়গায় ছিলেন। সরকার পতনের পর সেখান থেকে তিনি ছাড়া পান।

২০০১ সালের ২৫ ডিসেম্বর যে ২৩ শীর্ষ সন্ত্রাসীর নাম তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত সরকার ঘোষণা করেছিল, তাঁদের অন্যতম ছিলেন সুব্রত বাইন। তাঁর নামে এখনো ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারি রয়েছে। সেখানে তাঁর বয়স দেখানো হয়েছে ৫৫ বছর। তাঁকে ধরিয়ে দিতে তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুরস্কার ঘোষণা করেছিল।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, শীর্ষ সন্ত্রাসীদের অনেকেই রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করেছেন। বিশেষ করে মতিঝিল, মগবাজার, মোহাম্মদপুর ও মিরপুর এলাকায় এ প্রবণতা বেশি। ডিস-ইন্টারনেট ব্যবসা, দরপত্র নিয়ন্ত্রণ, পরিবহন, ফুটপাত, বাজার, ঝুট ব্যবসা, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও নির্মাণকাজ থেকে চাঁদাবাজি এবং জমি দখলের মতো বিভিন্ন খাত থেকে চাঁদা তোলা ও আর্থিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করছেন তাঁরা।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক সূত্র বলছে, শীর্ষ সন্ত্রাসীদের অনেকের হাতে অত্যাধুনিক অস্ত্র রয়েছে। আবার ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর বিভিন্ন থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্রও তাঁদের কাছে যেতে পারে।

নিজের গবেষণার জন্য রাজধানীর অপরাধজগৎ ও সন্ত্রাসী তৎপরতার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে আসছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক তৌহিদুল হক। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাসীরা সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছেন, এমন তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। পুরোনো সহযোগীদের সংগঠিত করে অবৈধভাবে অর্থ সংগ্রহের জন্য এলাকাভিত্তিক আধিপত্য বিস্তার ও ভয়ের পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছেন তাঁরা।

তৌহিদুল হক মনে করেন, শীর্ষ সন্ত্রাসীদের অনেকে পরিস্থিতি বুঝে এখন রাজনৈতিকভাবে পরিচিতি পাওয়ার চেষ্টা করেন। এ কারণে রাজনৈতিক দল ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তাঁদের বিষয়ে কঠোর অবস্থানে থাকতে হবে।

সুব্রত বাইনকে যেভাবে দেখা গেল

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক সূত্র বলছে, মূলত নব্বইয়ের দশকে মগবাজারের বিশাল সেন্টার ঘিরেই উত্থান হয় সুব্রত বাইনের। তিনি এই বিপণিবিতানের কাছে চাংপাই নামে একটি রেস্টুরেন্টের কর্মচারী ছিলেন। সেখান থেকে ধীরে ধীরে অপরাধজগতের সঙ্গে জড়িয়ে যান। পরে বিশাল সেন্টারই হয়ে ওঠে তাঁর কর্মকাণ্ড পরিচালনার কেন্দ্র। এ জন্য অনেকে তাঁকে 'বিশালের সুব্রত' নামেও চেনেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, ২৯ সেপ্টেম্বর হঠাৎই বিশাল সেন্টারে আসেন সুব্রত বাইন। তবে সেখানকার পুরোনো ব্যবসায়ীরা তাঁকে প্রথমে চিনতে পারেননি। মুখে দাড়ি রেখেছেন, চেহারায়ও বেশ পরিবর্তন এসেছে। তখন মুরাদ নামের এক ব্যক্তি তাঁকে সুব্রত বাইন বলে পরিচয় করিয়ে দেন। হঠাৎ সুব্রত বাইনের আগমনের খবরে বিশাল সেন্টারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কারণ, এই মার্কেট থেকে সুব্রতকে একসময় প্রতি বর্গফুটে দুই টাকা করে দিতে হতো। তবে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের টানা তিন মেয়াদের মাঝামাঝি সময়ে এসে ওই টাকা দেওয়া ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। সুব্রত বাইনের আগমনের পর নতুন করে আবার চাঁদা দিতে হতে পারে—ব্যবসায়ীদের মধ্যে এমন আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

সুব্রত বাইন হঠাৎ কেন প্রকাশ্যে এলেন, এ বিষয়ে বিশাল সেন্টার ভবন পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের একটি সূত্র জানিয়েছে, বিশাল সেন্টার তাদের বন্ধকি সম্পত্তি। মাসুদ নামের এক ব্যক্তি সেখানকার একটি দোকানে তালা ঝুলিয়ে সেটি বিক্রির চেষ্টা করছিলেন। ব্যাংকের পক্ষ থেকে বাধা দেওয়ায় সুব্রত বাইনকে নিয়ে আসা হয়েছিল।

শীর্ষ সন্ত্রাসীদের তৎপরতার বিষয়ে র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মুনীম ফেরদৌস *প্রথম আলোকে* বলেন, যাঁরা জামিনে বের হয়েছেন, তাঁদের ওপর নজরদারি রয়েছে। আর আত্মগোপনে থেকে যাঁরা প্রকাশ্যে এসেছেন এবং অপরাধে জড়াচ্ছেন অথবা ভীতিকর পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছেন, তাঁদেরও আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

নব্বইয়ের দশকে ঢাকার অপরাধজগতের আলোচিত নাম ছিল সুব্রত বাইন। আধিপত্য বিস্তার করে দরপত্র নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন স্থানে চাঁদাবাজিতে তাঁর নাম আসা ছিল তখনকার নিয়মিত ঘটনা। এসব কাজ করতে গিয়ে অসংখ্য খুন-জখমের ঘটনাও ঘটেছে।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানিয়েছে, সিটি করপোরেশনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনেক ঠিকাদারের কাছে সুব্রত বাইনের প্রকাশ্যে আসার কথা জানানো হয়েছে। ঠিকাদারি কাজ করার আগে যেন তাঁর বিষয়টি 'খেয়াল' রাখা হয়, এমন কথাও বলা হয়েছে। সারোয়ার নামের এক ব্যক্তি সুব্রতর প্রতিনিধি হিসেবে এ ক্ষেত্রে মূল কাজ করছেন। সার্বক্ষণিক সুব্রতর সঙ্গে থাকেন আমিনবাজারের শরীফুল নামের একজন। সুব্রতর একসময়ের গাড়িচালক ওসমানও তাঁর সঙ্গে থাকেন। এ ছাড়া সুব্রতর সহযোগী হিসেবে জিল্লু, শাহ বাদলসহ কয়েকজনের নাম জানা গেছে।

সুব্রতর পাশাপাশি আরেক শীর্ষ সন্ত্রাসী জিসান আহমেদের সহযোগীরাও মগবাজার-মালিবাগ এলাকায় প্রভাব বিস্তার করছেন বলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক সূত্রে জানা গেছে। এখন জিসানের অবস্থান দুবাইয়ে।

কেউ কোণঠাসা, আধিপত্য বাড়ছে কারও

সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) আজিজ আহমেদের ভাই শীর্ষ সন্ত্রাসী তোফায়েল আহমেদ ওরফে জোসেফ। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এই শীর্ষ সন্ত্রাসীর সাজা মওকুফ হয়েছিল। একসময় মোহাম্মদপুর এলাকার অপরাধজগতের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল জোসেফ ও তাঁর সহযোগীদের। সর্বশেষ জোসেফের হয়ে অপরাধজগৎ নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁর ভাই আনিস আহমেদের ছেলে সাবেক কাউন্সিলর আসিফ আহমেদ। সর্বশেষ ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আসিফের নেতৃত্বে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি ছোড়া হয়েছিল।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক সূত্র জানিয়েছে, সরকার পতনের পর জোসেফ-আসিফের তৎপরতা মোহাম্মদপুর এলাকায় এখন নেই বললেই চলে। তাঁরা আত্মগোপনে চলে গেছেন। এখন মোহাম্মদপুর এলাকায় তৎপরতা বেড়েছে সম্প্রতি কারাগার থেকে জামিনে বের হওয়া আরেক শীর্ষ সন্ত্রাসী পিচ্চি হেলালের। এই এলাকার আরেক শীর্ষ সন্ত্রাসী কিলার বাদলও এখন সক্রিয়। যে কারণে পিচ্চি হেলাল ও কিলার বাদলের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি মোহাম্মদপুরের কয়েকটি সংঘাত-সহিংসতার পেছনে দুই পক্ষের দ্বন্দ্বই প্রধান কারণ বলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সূত্রগুলো বলছে।

একইভাবে রাজধানীর মিরপুর, পল্লবী ও কাফরুল এলাকায় অন্তত ছয়জন সন্ত্রাসী বিভিন্নভাবে সক্রিয়। এর মধ্যে শীর্ষ সন্ত্রাসী মফিজুর রহমান ওরফে মামুন সবেচেয়ে বেশি তৎপর বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো। মামুন পল্লবীর 'ধ ব্লকের মামুন' হিসেবে এলাকায় পরিচিত। তাঁর বিরুদ্ধে অন্তত ২৭টি মামলা রয়েছে। ২০০২ সালে পল্লবী থানায় হামলা চালিয়ে আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন মামুন। সর্বশেষ ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পল্লবী থানা বিএনপির ৯১ নম্বর ওয়ার্ড (সাংগঠনিক ওয়ার্ড) কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয় তাঁকে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, কারাগারে থাকা অবস্থাতেই মিরপুরের অপরাধজগতের বড় অংশের নিয়ন্ত্রণ ছিল কিলার আব্বাসের হাতে। কারাগার থেকে বের হওয়ার পর এ তৎপরতা আরও বেড়ে গেছে। আব্বাসের তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় আওয়ামী লীগ সরকারের সময় এই এলাকায় অত্যন্ত প্রভাবশালী হিসেবে পরিচিত বিদেশে পলাতক আরেক শীর্ষ সন্ত্রাসী শাহাদাত হোসেন ওরফে সাধুর তৎপরতা অনেকটাই কমেছে বলে জানা গেছে। শাহাদাত ২০০২ সালে মিরপুর থানা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার নাইম আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, শীর্ষ সন্ত্রাসীদের মধ্যে যাঁরা কারাগারের বাইরে অবস্থান করছেন, তাঁদের ওপর সার্বক্ষণিক গোয়েন্দা নজরদারি রাখা দরকার। এ কাজ ঠিকভাবে করতে না পারলে সামনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাবে।

বাল্যবিবাহ জাতির অগ্রগতির জন্য বড় বাধা

কন্যাশিশু দিবস

১১ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস। প্রতিবছর বাংলাদেশের জন্য দিনটি আত্মবিশ্লেষণের এবং কন্যাশিশুদের কণ্ঠ ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনার আরেকটি সুযোগ। বর্তমান পরিস্থিতিতে কন্যাশিশুদের বিয়ের বিরুদ্ধে কেন নতুন অঙ্গীকার ও সাহসী উদ্যোগ প্রয়োজন, তা নিয়ে লিখেছেন **এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ, জাকি ওয়াহহাজ** ও **সারা হোসেন**

প্রতিবছর ১১ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস পালিত হয়। এই দিবসকে মেয়েদের দিনও বলা হয়। কিশোরী ও কন্যাসন্তানদের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রত্যেকের রাষ্ট্রীয় ও পারিবারিক পর্যায়ে প্রতিশ্রুতির পুনর্বিবেচনা ও মূল্যায়ন বিচারে দিনটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বিগত দশকে কিছু অগ্রগতি সত্ত্বেও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মেয়েশিশুরা এখনো ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে।

জাতিসংঘের বিভিন্ন মানবাধিকার সনদ অনুযায়ী, ধর্ম, ভৌগোলিক অবস্থান বা বয়সনির্বিশেষে প্রতিটি কন্যাশিশুর নিরাপদ, শিক্ষিত এবং সুস্থ জীবনের অধিকার রয়েছে। এই অধিকারগুলো নিশ্চিত করতে বিশ্বজুড়ে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় কন্যাশিশুর শারীরিক ও মানসিক গঠন; উন্নয়ন এবং সামাজিক ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষত শিক্ষাক্ষেত্রে এবং জনপরিসরে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে ২০১৫ সালে 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস' (এমডিজি) এবং পরবর্তী 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস' (এসডিজি) নির্ধারিত টেকসই উন্নয়নর কর্মসূচি বিবেচনায় কন্যাশিশুদের জন্য কিছু নতুন ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও সনাতন রীতিনীতি এখনো বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি কন্যাসন্তানকে তাদের পূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা অর্জন থেকে বঞ্চিত করছে।

এসডিজি ক্যাম্পেইন চালু হওয়ার পর থেকে বাল্যবিবাহের হার কমলেও অতীতের সেই অর্জন নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবের কারণে বহু সংকট মিলিয়ে বাল্যবিবাহের প্রকোপ আবারও বাড়ছে, যা অতীতের অগ্রগতিকে বিপরীত দিকে ধাবিত করতে পারে। ইউএনএফপিএর অনুমান অনুযায়ী, মহামারির প্রভাবে ২০৩০ সালের মধ্যে আরও ১ দশমিক ৩ কোটি কন্যাশিশু বিয়েতে বাধ্য হতে পারে।

ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে জীবিতদের মধ্যে ৬৪ কোটি মেয়ে ও নারীর শৈশবে বিয়ে হয়েছে এবং প্রতিবছর ১ দশমিক ২ কোটি কিশোরীর বিয়ে হয়েছে। গত পাঁচ বছরে শৈশবে বিয়ে হওয়া ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের হার ২১ থেকে ১৯-এ নেমে এসেছে। তবে ২০৩০ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ নির্মূল করার এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হলে বৈশ্বিক হারে ২০ গুণ দ্রুত হ্রাস ঘটাতে হবে।

মহামারি-পূর্বোত্তর সময়ে দক্ষিণ এশিয়ায় বাল্যবিবাহের হার কমে যাওয়ার কারণে বৈশ্বিক হারে কিছু উন্নতি হয়েছে। তবু এ অঞ্চল বিশ্বের প্রায় অর্ধেক (৪৫ শতাংশ) বাল্যবিবাহের শিকার কন্যাশিশুদের আবাসস্থল। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে এখনো এ সমস্যায় জর্জরিত বৈশ্বিক জনগোষ্ঠীর মোটের এক-তৃতীয়াংশের বাস ভারতে।

সে বিবেচনায় বাংলাদেশ আরও একটি জটিল কেস স্টাডি। সমস্যাটি মোকাবিলায় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাল্যবিবাহের সর্বাধিক হার বিচারে বাংলাদেশ এখনো দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে। ইউনিসেফের ২০১৯ সালের একটি জরিপের (বাংলাদেশ মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে-এমআইসিএস) তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ৫১ শতাংশ তরুণীর বিয়ে হয়েছিল তাঁদের শৈশবে।

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বাল্যবিবাহের পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। ২০২০ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে ৩১ দশমিক ৩ শতাংশ নারী ১৮ বছর হওয়ার আগেই বিয়ে করেছিলেন। ২০২২ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪০ দশমিক ৯ শতাংশে, যেখানে গ্রামীণ এলাকায় এর হার আরও বেশি, ৪৪ দশমিক ৪।

এ বছরের আন্তর্জাতিক কন্যা দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'ভবিষ্যতের জন্য মেয়েদের ভাবনা' (গার্লস ভিশন ফর দ্য ফিউচার)। প্রতিবছর বাংলাদেশের জন্য দিনটি আত্মবিশ্লেষণের এবং কন্যাশিশুদের কণ্ঠ ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনার আরেকটি সুযোগ। তাই আমরা প্রশ্ন করতে চাই, আমাদের দেশে কেন এখনো বাল্যবিবাহের এত উচ্চ হার? নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণে কেন ছেলেদের তুলনায় কন্যাশিশুরা এত পিছিয়ে থাকছে?

১৯৯০ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে উপস্থিতিতে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা পিছিয়ে ছিল। ১৯৯৪ সালে নারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহায়তা কর্মসূচির (এফএসএসএপি) সূচনা ছেলে-মেয়ের শিক্ষায় অংশগ্রহণ হারের বৈষম্য ব্যাপক পরিবর্তন করেছে। তিন দশক ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীবান্ধব সংস্কার সত্ত্বেও বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে বিশ্বের বাংলাদেশ অবস্থান অষ্টম।

বিগত তিন দশকে বিভিন্ন উদ্যোগ, যেমন কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন ক্লাব, দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং আর্থিক সুবিধা বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৪৮৯টি উপজেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত 'স্বর্ণ-কিশোরী' ফাউন্ডেশন ক্লাব। সামাজিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি এসেছে আইনি সংস্কার।

আইনে ন্যূনতম বিয়ের বয়স মেয়েদের জন্য ১৮ এবং ছেলেদের জন্য ২১ বছরই অপরিবর্তিত থাকলেও ২০১৭ সালে অপ্রাপ্তবয়স্ক বিয়ের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান নিয়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন সংশোধন করা হয়েছে। তবে জনসচেতনতার অভাব এবং মেয়েদের জন্য যথার্থ বিকল্প শিক্ষা ও কর্মসংস্থান বা উপার্জনের সুযোগ না থাকার কারণে এ আইন এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত প্রভাব ফেলতে পারেনি।

আমাদের সাম্প্রতিক মাঠপর্যায়ের গবেষণা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে শুধু শিক্ষা বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ৪টি জেলার (ঢাকা, দিনাজপুর, খুলনা, পটুয়াখালী) শহুরে পাড়ায় পরিচালিত ২১ হাজার ২৩৬টি পরিবার নিয়ে আদমশুমারি এবং ৩ হাজার ৯৯৭টি পরিবার নিয়ে জরিপের ভিত্তিতে আমরা বাংলাদেশের কিশোরীদের বৈবাহিক এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রোফাইল পুনঃপরীক্ষা করেছি। ১৮-২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে গড় শিক্ষার অর্জন ছিল ৮ দশমিক ৭৫ বছর, যা কিছুটা স্বস্তিদায়ক। তবে শিক্ষার এই অগ্রগতি বাল্যবিবাহ রোধ করতে পর্যাপ্ত নয়। আমাদের গবেষণা জনসংখ্যায় ২ শতাংশ যুবতী নারী ইতিমধ্যে বাগ্দান সম্পন্ন করেছেন এবং বাড়তি ৫৭ শতাংশ ইতিমধ্যে বিবাহিত, যাঁদের মধ্যে ৫৩ দশমিক ৮ শতাংশ অপ্রাপ্তবয়সে (১৮ বছর বয়সের আগে) বিবাহিত।

আমাদের গবেষণার আরেকটি বিশেষ দিক হচ্ছে এটি কেবলই শহুরে পৌর এলাকাগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ ক্ষেত্রে উদ্বেগজনক যে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় জেলা পটুয়াখালীতে ৬৫ শতাংশ বাল্যবিবাহের শিকার; যদিও আমাদের ১৮-২৪ বয়সী উত্তরদাতাদের গড় শিক্ষার অর্জন ৯ দশমিক ৫ বছর। এ তথ্য বিচারে এটাই প্রতীয়মান হয় যে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রয়োজন নতুন উদ্যোগ, যা কেবল মেয়েদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় বিনিয়োগের প্রচলিত আহ্বানের বাইরে অন্যান্য কৌশল নিয়ে বিবেচনা করতে সহায়তা করবে।

এই ফলাফলগুলো 'সেফ প্লাস' প্রোগ্রামের বেজলাইন জরিপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা যুব নেতৃত্বাধীন একটি নতুন সামাজিক উদ্যোগ। এটা আমরা গত বছর চালু করেছি। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অপ্রাপ্তবয়সের বিয়ের ঝুঁকিতে থাকা সমবয়সীদের প্রাথমিক পর্যায়ে সহায়তা প্রদান। গ্লোবাল ইনোভেশন ফান্ড দ্বারা অর্থায়িত এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের (ব্লাস্ট) সহযোগিতায় বাস্তবায়িত সেফ প্লাস প্রোগ্রামের লক্ষ্য হলো স্থানীয় যুবগোষ্ঠীগুলোর একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা, যা তাদের সম্প্রদায়ে বাল্যবিবাহ মোকাবিলা ও নিরোধ করতে সক্ষম হবে। এ প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে একদিকে যেমন তরুণদের নেতৃত্ব ও আলোচনার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, তেমনি এর পাশাপাশি বাল্যবিবাহ আইন এবং সংশ্লিষ্ট বিধান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

- বিগত দশকে কিছু অগ্রগতি সত্ত্বেও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মেয়েশিশুরা এখনো ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে।
- এসডিজি ক্যাম্পেইন চালু হওয়ার পর থেকে বাল্যবিবাহের হার কমলেও অতীতের সেই অর্জন নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে।
- কোভিড মহামারি-পূর্বোত্তর সময়ে দক্ষিণ এশিয়ায় বাল্যবিবাহের হার কমে যাওয়ার কারণে বৈশ্বিক হারে কিছু উন্নতি হয়েছে।

বর্তমানে প্রোগ্রামটি বাংলাদেশের ৫০টি শহর এলাকায় কার্যকর রয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২৫ জন প্যারালিগ্যাল তাঁদের সম্প্রদায়কে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আইনি পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তাঁরা পরবর্তী সময়ে ১৬ থেকে ২৫ বছর বয়সী ১০-১৫ জন যুবক-যুবতীর ৫০টি দলকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, যাঁরা এখন প্রাথমিক বিয়ে প্রতিরোধে এবং ভুক্তভোগীদের সহায়তা করতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। অন্যান্য প্রোগ্রাম কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ২০০টি 'উঠান বৈঠক' মডেল অনুযায়ী 'আইনি সচেতনতা সেশন', আইনি সহায়তা শিবির এবং জেলা স্তরের নেটওয়ার্কিং সভা।

সেফ প্লাসের একটি উদ্ভাবনী দিক হলো মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অংশীদারত্ব এবং তাদের ১০৯ হেল্পলাইন-সংক্রান্ত সুবিধা ও সেবার সমন্বয়। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় তরুণদের আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, যেমন প্রকল্প কর্মকাণ্ডের 'রিয়েল-টাইম রিপোর্ট' ও ট্র্যাকিংয়ের জন্য নতুন একটি মোবাইল অ্যাপের উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই প্রোগ্রামের পুরো ফলাফল পেতে ২০২৬ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আমরা আশাবাদী যে 'সেফ প্লাস' প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট তরুণেরা তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্যে চেঞ্জমেকার বা 'পরিবর্তনকারী' হিসেবে হবেন।

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ বন্ধের কর্মসূচিতে নতুন চিন্তাভাবনা এবং উদ্ভাবনী কৌশলের প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা একটি নীতিগতভাবে স্বীকৃত ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলেও আমাদের সাম্প্রতিক গবেষণা ইঙ্গিত দেয় যে এখন সময় এসেছে নতুন উদ্যোগ গ্রহণের। সেফ প্লাসের মতো আরও লক্ষ্যভিত্তিক ও স্থানীয় সম্প্রদায়বান্ধব প্রকল্প আগামী দিনগুলোতে টেকসই সামাজিক পরিবর্তন আনতে সহায়ক হতে পারে।

বাল্যবিবাহের প্রকোপ নিরসনে এই প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রভাব যা-ই হোক না কেন, সেফ প্লাস ইতিমধ্যে নিবেদিতপ্রাণ তরুণদের নেতারা একটি কার্যকর সামাজিক নেটওয়ার্ক তৈরি করেছেন। এখানে প্রত্যেক সদস্য তাঁদের সম্প্রদায়ের সামাজিক রূপান্তর নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর এবং এ-সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবে।

এ বছরের আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস পালনকালে তাই আমাদের প্রত্যাশা যে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা সবাই সম্মিলিতভাবে কন্যাশিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের অঙ্গীকার পুনরায় নিশ্চিত করি। বাল্যবিবাহপ্রথা শুধু মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়; এটি পুরো জাতির অগ্রগতির জন্য একটি বাধা।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আমরা আগামী প্রজন্মের কাছে দায়বদ্ধ। তরুণদের আত্মত্যাগর মধ্যেই এসেছে 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা'। তাই জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-পরবর্তী বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নপূরণের কর্মসূচির অংশ হোক নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূর করা। এ জন্য প্রয়োজন বাল্যবিবাহ বন্ধে একতা ও অঙ্গীকার।

জীবন ও বাক্স্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিত করতে অনেক নারী শিক্ষার্থী এবার জুলাইয়ের আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। আন্দোলন-পরবর্তী সময়ে আমরা আশা করব, তাঁদের এই ভূমিকা একটি অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। আমাদের তরুণ-তরুণীরা সেই লক্ষ্য অর্জনে আরও দৃঢ়ভাবে কাজ করবেন এবং বাংলাদেশের সব কন্যাশিশু, তরুণী ও কিশোরীর জন্য একটি উজ্জ্বল, আরও ন্যায়সংগত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে এই সরকার নতুন সামাজিক উদ্যোগ উৎসাহিত করবে।

● **এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ** নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রফেসরিয়াল ফেলো এবং *ফেমিনিস্ট ইকোনমিস্ট* জার্নালের সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্য।
জাকি ওয়াহহাজ যুক্তরাজ্যের কিংস কলেজ লন্ডনের অর্থনীতির অধ্যাপক।
সারা হোসেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের (ব্লাস্ট) অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালক।

মাথা ও মুখের পেশিতে হঠাৎ কেন ব্যথা হয়

ভালো থাকুন

ডা. নাজমুল হক মুন্না, *সহকারী অধ্যাপক, নিউরোলজি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স অ্যান্ড হাসপাতাল, ঢাকা।*

আমাদের মুখের অনুভূতিগুলো ট্রাইজেমিনাল নার্ভ নামের একধরনের স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রবাহিত হয়। কোনো কারণে যদি ট্রাইজেমিনাল নার্ভ অকারণ উদ্দীপ্ত হয়, তবে মাথা ও মুখের পেশিতে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। একে ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া বলে। এই রোগে মুখের এক পাশে বিদ্যুৎ চমকের মতো তীব্র ব্যথা হয়। তবে অল্প সময়ের মধ্যেই তা ভালো হয়ে যায়। এভাবে দিনে ৩০/৪০ থেকে ২০০ বার পর্যন্ত ইলেকট্রিক শকের মতো ব্যথা হতে পারে। খাবার খাওয়ার সময়, দাঁত মাজার সময় এমনকি মুখে হাত লাগলেও এই রোগ তীব্র আকার ধারণ করতে পারে।

> আমাদের মুখের অনুভূতিগুলো ট্রাইজেমিনাল নার্ভ নামের একধরনের স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রবাহিত হয়। কোনো কারণে যদি ট্রাইজেমিনাল নার্ভ অকারণ উদ্দীপ্ত হয়, তবে মাথা ও মুখের পেশিতে প্রচণ্ড ব্যথা হয়।

লক্ষণ

- মুখের এক পাশে ক্ষণস্থায়ী তীব্র ব্যথা
- ব্যথা সাধারণত তীব্র ও বিদ্যুৎ চমকের মতো হয়
- মুখে পানি লাগলে, দাঁত মাজলে অথবা খাবার সময় ব্যথার তীব্রতা বাড়ে।

কেন হয়

ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়ার কারণ অজানা। তবে অনেক সময় রক্তনালির জন্মগত ত্রুটি, মস্তিষ্কের টিউমার অথবা মাল্টিপল স্কেলরোসিস নামক রোগের কারণে এ সমস্যা হতে পারে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

- মস্তিষ্কের এমআরআই করে কোনো টিউমার বা রক্তনালির জন্মগত ত্রুটি আছে কি না, তা দেখা যেতে পারে।
- মাল্টিপল স্কেলরোসিস রোগ ধারণা করলে প্রয়োজনীয় রক্ত ও সিএসএফ পরীক্ষা করা হয়।

চিকিৎসা

প্রথাগত মাথাব্যথার ওষুধে ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়ার ব্যথা সাধারণত কমে না। কার্বামাজেপিন ও গাবাপেন্টিন জাতীয় ওষুধে ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মস্তিষ্কের রক্তনালি অনেক সময় ট্রাইজেমিনাল নার্ভকে চাপ দিয়ে রাখে। সে ক্ষেত্রে স্থায়ী সমাধান এনে দিতে পারে শল্য চিকিৎসা। মস্তিষ্কের টিউমার বা মাল্টিপল স্কেলরোসিস রোগ থাকলে তার যথাযথ চিকিৎসা করতে হবে।

ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়ার ব্যথা তীব্র ও অসহ্য। এই ব্যথা মানুষের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। ওষুধ সেবনে অনেক সময় এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। শল্য চিকিৎসা লাগে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিউরোলজি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

» **আগামীকাল পড়ুন :**
পূজাপার্বণের খাবারে সতর্কতা

জন্মদিনের আগের দিন জিতলেন আড়াই কোটি টাকার লটারি

বিচিত্র

ইউপিআই

যুক্তরাষ্ট্রের নেব্রাস্কার বাসিন্দা মাইকেল হেনরিকস। নিজের ৫৭তম জন্মদিনের ঠিক আগের দিন তিনি ২০ মার্কিন ডলার দিয়ে (বাংলাদেশি টাকায় ২ হাজার ৩৯৫ টাকা) একটি লটারির টিকিট কেনেন। তাও অন্য একজনকে কিনতে দেখে উৎসুক হয়ে তিনিও কেনেন। টিকিটটি কেনার সময় তিনি কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন, কত বড় বিস্ময় তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে!

১০, ২০ বা ১০০ নয়, লটারিতে হেনরিকস জিতে যান পুরো দুই লাখ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ২ কোটি ৪০ লাখ টাকা! গত সপ্তাহে নেব্রাস্কার স্প্রিংফিল্ডের লিংকনে সড়কের পাশের একটি দোকান থেকে হেনরিকস 'নেব্রাস্কা পিক ৫'-এর 'টাইটানিয়াম ২০' লটারির টিকিট কেনেন। নেব্রাস্কা লটারির কর্মকর্তাদের পরে তিনি নিজের লটারি জয়ের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন।

হেনরিকস বলেন, রাস্তায় অন্য এক ব্যক্তিকে লটারির টিকিট কিনতে দেখে তাঁরও ইচ্ছা জাগে। তিনি একটি টিকিট কিনে আনেন। 'টাইটানিয়াম ২০' লটারির টিকিট কেনার পর সেটি ঘষে তাতে কোনো পুরস্কার আছে কি না, তা জানা যায়। হেনরিকস তাঁর টিকিট ঘষতে শুরু করেন। প্রথমে তিনি একটি ডলার চিহ্ন দেখতে পান। তারপর দুই এবং তারপর শূন্য।

নিজের মুখেই ওই মুহূর্তের বর্ণনা দেন হেনরিকস। বলেন, 'প্রথমে আমি ভেবেছিলাম আমি ২০ ডলার জিতেছি। আমি টিকিট ঘষতে থাকি। তারপর মনে হলো, ২০০ ডলার জিতেছি। তারপর, আমি কমাটা দেখতে পাই।' ওই কমার পর একে একে আরও তিনটি শূন্য বেরিয়ে আসে। ২০০,০০০ মার্কিন ডলার! এটাই এই লটারির সর্বোচ্চ পুরস্কার, হেনরিকস সেটাই জিতেছেন।

নেব্রাস্কা লটারির ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া ছবি

নিজের জন্মদিনের মাত্র এক দিন আগে এই পুরস্কার জিতে দারুণ খুশি হেনরিকস। তিনি বলেন, এর চেয়ে চমৎকার জন্মদিনের উপহার আর কী হতে পারে!

হেনরিকসের জন্য দিনটি শুভ। ৩০ বছর আগে এই দিনেই তিনি নিজের বাড়ি কিনেছিলেন। এখন সেই বাড়ির সংস্কারে লটারিতে জেতা পুরস্কারের অর্থ ব্যয় করার পরিকল্পনা করছেন তিনি। সঙ্গে ভ্রমণে বের হওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। হেনরিকস একা নন, সম্প্রতি নেব্রাস্কা থেকে আরও একজন নেব্রাস্কা পিক ৫ লটারি জিতেছেন। বেলভিউর বাসিন্দা মার্ক শেরম্যান গত ২৫ সেপ্টেম্ব ৭০ হাজার মার্কিন ডলার (৮৩ লাখ টাকার বেশি) জেতেন। পরপর এমন জয়কে 'হতবাক করা' বলেছেন লটারি কর্মকর্তারা।

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৪৯০

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় বুকব্যথা হয়?

হ্যাঁ, কিছু ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় বুকব্যথা হতে পারে। খাবার গেলার সময় খাদ্যনালির মাংসপেশির সমন্বয়হীনতার কারণেও বুকে তীব্র ব্যথা হতে পারে। হৃদ্‌রোগ ছাড়া অন্য কোনো কারণে বুকে ব্যথা হলে তা বাঁ হাত, কাঁধ ইত্যাদি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে না।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় নয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১	২		৩	৪		৫	৬
	৭	৮		৯	১০		
১১			১২		১৩	১৪	
			১৫	১৬			
১৭						১৮	
			১৯		২০		
২১		২২					২৩
২৪				২৫			

বাঁ থেকে ডানে : ১. শার্দূল। ৩. আঙুলের অগ্রভাগ দিয়ে লঘু আঘাত। ৫. মাছ, পাখি, পতঙ্গ প্রভৃতির দল। ৭. তটিনী। ৯. অগ্রসর হওয়া। ১১. ৭২ সংখ্যা। ১৩. বাটির মতো বড় পাত্র। ১৫. রসযুক্ত। ১৭. পরে ঘটবে এমন। ১৮. পিতামহ। ১৯. যা চলছে। ২২. প্রবল বায়ুপ্রবাহ। ২৪. ক্ষেত্রমাপ। ২৫. পদ্ম।

ওপর থেকে নিচে : ২. ঘনবিন্যস্ত। ৪. বালু ও ক্ষার থেকে প্রস্তুত স্বচ্ছ ও ভঙ্গুর বস্তু। ৬. লেবুজাতীয় অম্লমধুর ফল। ৮. জ্বলছে এমন। ১০. ঘোড়ার বল্গা। ১২. শর। ১৪. মাঠ। ১৬. বারি। ১৯. চপেটাঘাত। ২০. জিওলজাতীয় মাছ। ২১. শক্তি। ২২. হঠাৎ পানিতে পতনের ধ্বনি। ২৩. প্রখরতা।

গত সমস্যার সমাধান

	ছি	ট	কি	নি		ভাঁ	জ
বা	দ্য		ছু		চ		মা
স	মা	ন		আ	ট	ঘা	ট
ম	ন	ন	শী	ল		মা	
তী		দ		প	গু		র
	গা		পা	না		মা	স
মা	ছ	রা	ঙা		ম		র
	ড়া		শ	ব্দ	ত	র	ঙ্গ

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্থ প্রেসিডেন্ট জেমস ম্যাডিসন প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির প্রথম স্নাতক।

অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ অ্যাথলেট গ্রিসের দিমিত্রিওস লুন্দ্রাস। ১৮৯৬ সালের অলিম্পিকে প্যারালাল বার ইভেন্টে (দলীয়ভাবে) তৃতীয় হয়েছিলেন তিনি, সে সময় তাঁর বয়স ছিল ১০ বছর ২১৮ দিন।

ডিজনির ১৯৪২ সালের অ্যানিমেশন সিনেমা *বাম্বির* দৃশ্যপট আঁকা হয়েছিল চীনের সং রাজবংশ আমলের চিত্রকর্ম থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে।

কথা অমৃত

জীবনের ট্র্যাজেডি দুটি। প্রথমটা হলো যা কাঙ্ক্ষিত, তা না পাওয়া, দ্বিতীয়টা হলো পেয়ে যাওয়া।

অস্কার ওয়াইল্ড
আইরিশ কবি ও নাট্যকার (১৮৫৪-১৯০০)

সুডোকু

1								
	7					5	2	9
9	6		4	5		1		
		4		1				7
2			5	7	6			8
6				3		2		
		5		2	8		6	1
3	2	9					5	
								2

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

2	8	5	9	4	7	1	3	6
1	7	6	8	2	3	5	9	4
9	4	3	1	6	5	2	8	7
8	5	9	4	1	2	6	7	3
7	3	2	6	5	8	9	4	1
4	6	1	7	3	9	8	5	2
6	9	7	2	8	4	3	1	5
3	1	4	5	9	6	7	2	8
5	2	8	3	7	1	4	6	9

হাসি

হাবু বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের দোকানে জিনিসপত্রের সর্বশেষ সাপ্লাই কবে এসেছে?' বিক্রেতা বলল, 'গত পরশু।'
হাবু মনে মনে বলল, 'তার মানে, টাটকা নয়!'
বিক্রেতা বলল, 'কিছু নেবেন?'
হাবু বলল, 'না, কিছু কিনব না!'
এই বলে হাবু বেরিয়ে এল আসবাবের দোকান থেকে।

পিনাটস • চার্লস শুলজ

গিস ওথমার তোমাকে আবার ডাস্টার পরিষ্কার করতে বলেছেন, চার্লি ব্রাউন।

মণ্ডপে পূজার সামগ্রী বিতরণ | শারদীয় দুর্গাপূজায় ঢাকার দোহার ও নবাবগঞ্জের ২২২টি মণ্ডপে পূজার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। প্রতিনিধি, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

সংক্ষেপে

দোহার

জনসচেতনতা সভা

মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকার দোহার উপজেলায় সচেতনতামূলক সভা হয়েছে। গতকাল দুপুর ১২টায় দোহারের পদ্মা নদীর পাড় মৈনটঘাট এলাকায় স্থানীয় জেলেদের নিয়ে এ সভা হয়। স্থানীয় জেলে, জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্যদের উপস্থিতিতে এ সভার আয়োজন করে মাহমুদপুর ইউনিয়নের কুতুবপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন নৌ পুলিশ ঢাকা অঞ্চলের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার আবু মো. দিলওয়ার হাসান ইনাম। ফাঁড়ি ইনচার্জ নূরুল আলমের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা রফিকুল আলম। সহকারী পুলিশ সুপার বলেন, ১৩ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত মা ইলিশ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই ২২ দিন নৌ পুলিশের সদস্যদের সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

প্রতিনিধি, *নবাবগঞ্জ, ঢাকা*

কেরানীগঞ্জ

শুভেচ্ছা বিনিময়

দুর্গাপূজা আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। আর আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে শেষ হবে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ফসলের কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সাহসের সঞ্চার হয়েছে। দীর্ঘ ১৬ বছর পূজা উৎসবে ভয়ভীতির সঞ্চার ছিল। কিন্তু এবার সবাই মন খুলে আনন্দ উৎসব করছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ঢাকার কেরানীগঞ্জবাসী ও বিএনপির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের তেঘরিয়া ইউনিয়নের মির্জাপুর এলাকায় নিজ বাসভবনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় প্রথম আলোকে এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি সারা দেশে বিএনপির নেতা-কর্মীরা শান্তিপূর্ণভাবে পূজামণ্ডপে দায়িত্ব পালন করছেন। আমি আশাবাদী, এবার দুর্গাপূজা উৎসবে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। আমার বাড়িতে পূজা উৎসবে আগের মতো বাধা নেই। এবার আমাদের বাড়ির পূজামণ্ডপ জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে।'

প্রতিনিধি, *কেরানীগঞ্জ, ঢাকা*

শাপলা

সবজি হিসেবে এখন বাজারে শাপলার বেশ কদর। বিল থেকে শাপলা তুলে বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছেন উজ্জ্বল শেখ। গতকাল ফরিদপুর সদর উপজেলার কৈজুরী ইউনিয়নের গঙ্গাবড়দীতে। প্রথম আলো

ঢাকা

মনিরুল ৩ দিনের রিমান্ডে

এনএসআইয়ের সাবেক পরিচালক মনিরুল ইসলামকে তিন দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দিয়েছেন আদালত। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে এ আদেশ দেন। মনিরুল ইসলামকে গত বুধবার রাতে রাজধানীর কোতোয়ালি থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় গুলশানে বাহাদুর হোসেন (১৭) নামে এক কিশোরকে গুলি করে হত্যার অভিযোগে গত ৩০ সেপ্টেম্বর মামলা হয়। সেই মামলায় এনএসআইয়ের সাবেক পরিচালক মনিরুলকে আসামি করা হয়। গতকাল আদালতে তাঁকে হাজির করে ১০ দিন রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করে পুলিশ। আদালত মনিরুলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অভিযান সাম্প্রতিক সময়ে রাজধানীর মূল সড়কে আইন অমান্য করে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল বেড়েছে। এর বিরুদ্ধে চলমান অভিযানে ট্রাফিক পুলিশ দুটি রিকশা জব্দ করে সড়কের ওপর উল্টো করে রেখে দেয়। গতকাল মৎস্য ভবনের সামনে। ছবি : সাজিদ হোসেন

সাবেক এমপি মমতাজসহ ৯০ জনের বিরুদ্ধে মামলা

সিঙ্গাইরে ৪ হত্যাকাণ্ড

গত বুধবার সিঙ্গাইরের গোবিন্দল গ্রামের মো. সহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ওই মামলা করেন।

প্রতিনিধি, *মানিকগঞ্জ*

মমতাজ বেগম

মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলায় প্রায় এক যুগ আগে মিছিলে পুলিশের গুলিতে চারজন নিহত হওয়ার ঘটনায় সাবেক সংসদ সদস্য মমতাজ বেগম, ৩৭ পুলিশ সদস্যসহ ৯০ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা ৬০ জনকে আসামি করে আদালতে মামলা হয়েছে। গত বুধবার উপজেলার গোবিন্দল গ্রামের মৃত ইউসুব আলীর ছেলে মো. সহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ওই মামলা করেন।

মামলায় অন্যান্য আসামির মধ্যে রয়েছেন সিঙ্গাইর পৌরসভার সাবেক মেয়র মীর মো. শাহজাহান, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মুশফিকুর রহমান খান, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আবদুল মাজেদ খান, সহসভাপতি রমজান আলী, সাধারণ সম্পাদক শহিদুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক মো. সায়েদুল ইসলাম, সাবেক পৌর মেয়র আবু নঈম মো. বাশার, সাবেক পৌর কমিশনার আবদুস সালাম খান ও সমেজ উদ্দিন, উপজেলা যুবলীগের সম্পাদক রমেজ উদ্দিন প্রমুখ।

পুলিশ সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন তৎকালীন সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. কামরুল ইসলাম, জেলা ডিবি পুলিশের তৎকালীন পরিদর্শক মো. মহিবুল আলম, মদন মোহন বণিক ও মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, সিঙ্গাইর থানার এসআই আদিল মাহমুদ, মোজাম্মেল হোসেন প্রমুখ।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি গোবিন্দল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীসহ কিছু পুলিশ সদস্য টহল দিচ্ছিলেন। এ সময় কিছু মুসল্লি মিছিল নিয়ে উপজেলা সদরের দিকে যেতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে পুলিশের পোশাক পরিধান করে গুলি চালালে ঘটনাস্থলে গোবিন্দল গ্রামের মওলানা নাসির উদ্দিন, আলমগীর হোসেন, নাজিম উদ্দিন মোল্লা ও শাহ আলম নিহত হন।

চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা বাড়তে পারে

প্রতিবেদন জমা

বর্তমানে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সাধারণ বয়স ৩০ বছর। তবে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটায় আবেদনের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ বছর।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা বাড়তে পারে। এ-সংক্রান্ত পর্যালোচনা কমিটি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বাড়ানোর সুপারিশ করে সরকারের কাছে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

তবে চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা কত বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে এবং সেটি কত বাড়তে পারে, তা সুনির্দিষ্ট করে কেউ বলছেন না। শুধু বলেছেন, প্রবেশের বয়সটি বাড়তে পারে, যা সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে সিদ্ধান্ত আসতে পারে।

বর্তমানে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সাধারণ বয়স ৩০ বছর। তবে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটায় আবেদনের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ বছর।

চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩৫ বছর করার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন একদল চাকরিপ্রত্যাশী। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর কয়েক দফায় কর্মসূচি পালন করেছেন তাঁরা।

সম্প্রতি কয়েক শ চাকরিপ্রত্যাশী শাহবাগে সমবেত হন। একপর্যায়ে তাঁরা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে এসে অবস্থান নেন। সেদিন তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে পুলিশ। এরপরও চাকরিপ্রত্যাশীরা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে নিজেদের দাবি জানান।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩০ সেপ্টেম্বর দাবির বিষয়টি পর্যালোচনায় একটি কমিটি গঠন করে সরকার। এ কমিটির প্রধান করা হয়েছিল সাবেক সচিব আবদুল মুয়ীদ চৌধুরীকে, যিনি জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান। কমিটির সদস্যসচিব ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব। কমিটিতে আরও তিনজন সদস্য ছিলেন।

এই কমিটির দায়িত্ব ছিল চাকরিপ্রার্থীদের সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বৃদ্ধির দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রণয়ন করে জমা দেওয়া। এ কমিটিকে সাত দিনের মধ্যে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এই কমিটির সাচিবিক সহায়তায় ছিল। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, কমিটি ইতিমধ্যে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

বয়স বৃদ্ধির দাবিতে যাঁরা আন্দোলন করছেন, তাঁদের সঙ্গেও সম্প্রতি বসেছিল কমিটি। সেদিন কমিটির প্রধান আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেছিলেন, সার্বিক পরিস্থিতির আলোকে, সরকারের বর্তমান নীতিমালা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এবং সবকিছু চিন্তা করে এ বিষয়ে তাঁরা সিদ্ধান্ত দেবেন। তবে তাঁদের (আন্দোলনকারী) যে বক্তব্য, বয়স বৃদ্ধির যৌক্তিকতা আছে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সেশনজট, করোনাসহ বিভিন্ন কারণে চাকরিতে প্রবেশের বিদ্যমান বয়স বাড়ানো উচিত বলেও মনে করেন আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী। বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, এটা (চাকরিতে প্রবেশের বয়স) বাড়ানো দরকার।

এ বিষয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার আবদুল মুয়ীদ চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলার জন্য চেষ্টা করেও সম্ভব হয়নি। ফোন দিলেও তিনি সাড়া দেননি।

মণ্ডপ পরিদর্শনে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

দুর্গাপূজায় রোববার পর্যন্ত থাকছে বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শারদীয় দুর্গাপূজার দশমীর দিন অর্থাৎ আগামী রোববার পর্যন্ত সারা দেশে বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা থাকবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। সেখানে মহানগর সর্বজনীন পূজা কমিটি আয়োজিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এ কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, উপদেষ্টা বলেন, চলমান দুর্গাপূজায় দেশের কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এ বিষয়ে বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ শর্মাসহ অন্য নেতারা তাঁর সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে পুলিশ, র‍্যাব ও আনসারের পর্যাপ্ত সদস্যদের পাশাপাশি সীমান্তে বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। এ ছাড়া সশস্ত্র বাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দিয়ে মোতায়েন করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার এবার পূজার জন্য সবচেয়ে বেশি—চার কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। এর আগে প্রতিবছর দুর্গাপূজায় দুই থেকে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হতো।

উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, 'বাংলাদেশের সাড়ে ১৭ কোটি মানুষ ৩৬৫ দিনই নিরাপদে থাকবে। দেশের সব নাগরিকের ৩৬৫ দিনের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের।'

অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ শর্মা ও মহানগর সর্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি জয়ন্ত কুমার দেব।

মণ্ডপে সংগীত পরিবেশন নিয়ে বিতর্ক

চট্টগ্রাম নগর

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

চট্টগ্রাম নগরে একটি পূজামণ্ডপের অনুষ্ঠান মঞ্চে গতকাল বৃহস্পতিবার ইসলামি সংগীত পরিবেশন করেছেন একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের শিল্পীরা। এ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ফরিদা খানম রাতেই ওই পূজামণ্ডপে গিয়ে এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিয়েছেন।

ঘটনাটি ঘটেছে নগরের রহমতগঞ্জের জে এম সেন হলে গতকাল সন্ধ্যা সাতটার দিকে। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, চট্টগ্রাম কালচারাল একাডেমি নামের একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের ছয় সদস্য দুটি গান পরিবেশন করেন। তার মধ্যে একটি গান ছিল 'শুধু মুসলমানের লাগি আসেনিকো ইসলাম'। সংগঠনটি জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া প্রায় ৩ মিনিটের ভিডিওটিতে দেখা যায়, ছয়জন তরুণ মঞ্চে গান পরিবেশন করছেন। আশপাশে উপস্থিত কয়েকজনকে সেটি মুঠোফোনে ধারণ করতে দেখা যায়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে চট্টগ্রাম কালচারাল একাডেমির সভাপতি সেলিম জামান *প্রথম আলো*কে বলেন, পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক সজল দত্তের আমন্ত্রণেই সেখানে সংগীত পরিবেশন করতে গেছেন তাঁরা। সেখানে দুটি গান পরিবেশন করা হয়েছে, দুটিই সম্প্রীতির সংগীত। কেউ কেউ ভিডিও এডিট করে অপপ্রচার চালাচ্ছে।

তবে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ওই অনুষ্ঠানের ভিডিও যাচাই করে ফ্যাক্ট চেকিং প্রতিষ্ঠান রিউমার স্ক্যানার তাদের ফেসবুক পেজে জানিয়েছে, গানের ভিডিওটি আসল, এডিটেড নয়।

চট্টগ্রাম কালচারাল একাডেমির বিষয়ে জানতে চাইলে চট্টগ্রাম নগর (উত্তর) ছাত্রশিবিরের সভাপতি ফখরুল ইসলাম বলেন, এটি ছাত্রশিবিরের কোনো সংগঠন নয়। তবে জামায়াতে ইসলামীর একজন নেতা *প্রথম আলো*কে নিশ্চিত করেছেন, চট্টগ্রাম কালচারাল একাডেমি জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন।

পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ সূত্র বলছে, সন্ধ্যায় মঞ্চে নাচের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। এ সময় কয়েকজন তরুণ এসে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করবেন বলে মঞ্চে ওঠেন। তাঁরা দুটি গান পরিবেশন করেন। পরে তাঁরা 'ধন্যবাদ' দিয়ে নেমে চলে যান। তাঁরা গান গাওয়ার সময় কেউ তাঁদের নামায়নি বা প্রতিবাদ করেনি।

জানতে চাইলে চট্টগ্রাম মহানগর পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের অর্থ সম্পাদক সুকান্ত মহাজন বলেন, পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক সজল দত্তকে ওই তরুণেরা এসে বলেছেন, তাঁরা মঞ্চে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করবেন। পরে তাঁরা উঠে গান শুরু করেন। গান করা শেষে তাঁরা চলে যান। এ বিষয়ে জানতে সজল দত্তের সঙ্গে একাধিকবার মুঠোফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁর ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

আবাসন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিরোধে খুন হলেন জমির মালিকের ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তানজিল জাহান

রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকায় একটি আবাসন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিরোধের জেরে জমির মালিকের ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম তানজিল জাহান ইসলাম ওরফে তামিম (৩৪)। তিনি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল দীপ্ত টিভির সম্প্রচার কর্মকর্তা এবং জমির মালিক সুলতান আহমেদের ছেলে।

পুলিশ ও নিহত তানজিলের পরিবার জানায়, গতকাল সকালে একটি ফ্ল্যাটের সংস্কারকাজ করার সময় আবাসন প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা তানজিল এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে তর্কে জড়ান। একপর্যায়ে আবাসন প্রতিষ্ঠানের কর্মী, তাঁদের সঙ্গে আসা ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা তানজিল ও তাঁর বাবা সুলতান আহমেদের ওপর হামলা করেন। এতে তানজিলের মৃত্যু হয়।

হাতিরঝিল থানা-পুলিশ জানিয়েছে, হত্যার অভিযোগে আবাসন প্রতিষ্ঠানের একজন প্রকৌশলীসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

হাতিরঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, প্লিজেন্ট প্রপার্টি নামের একটি আবাসন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একজন জমির মালিকের সমস্যা ছিল। এর জেরে গতকাল সকালে আবাসন প্রতিষ্ঠানটি বহিরাগত ব্যক্তিদের নিয়ে এলে উভয় পক্ষের মধ্যে মারামারি হয়।

তানজিলের মামা মাসুদ করিম প্রথম আলোকে বলেন, প্লিজেন্ট প্রপার্টির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শেখ রবিউল আলম এই হত্যার নির্দেশদাতা।

এ বিষয়ে কথা বলতে রবিউল আলমকে ফোন দেওয়া হয়। তবে তাঁর মুঠোফোন নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়। পরে হোয়াটসঅ্যাপে কল করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্র তানজিলের পরিবারের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, মহানগর প্রজেক্টে তানজিলের বাবা সুলতান আহমেদসহ তিনজন বাড়ি করার জন্য আবাসন প্রতিষ্ঠান প্লিজেন্ট প্রপার্টিকে জমি দিয়েছিলেন। সেই জমিতে ৯ তলা ভবন তৈরি করা হয়। পাঁচটি ফ্ল্যাট পাওয়ার কথা ছিল সুলতান আহমেদের। ২০২৩ সালে আবাসন প্রতিষ্ঠান তাঁদের দুটি ফ্ল্যাট হস্তান্তর করে। কিন্তু বাকি তিনটি ফ্ল্যাট দিতে গড়িমসি শুরু করে।

পূজা নিয়ে কোনো অপতৎপরতা সহ্য করা হবে না : আইজিপি

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

শারদীয় দুর্গাপূজা নিয়ে কোনো ধরনের অপতৎপরতা ও বিশৃঙ্খলা সহ্য করা হবে না। যাঁরাই অপতৎপরতা চালানোর চেষ্টা করবেন, তাঁদের আইনের আওতায় আনা হবে। সাইবার ওয়ার্ল্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন গুজব ছড়িয়ে অপতৎপরতাসহ বিভিন্ন ধরনের ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করার বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে নারায়ণগঞ্জ শহরের মিশনপাড়া এলাকায় অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শারদীয় দুর্গাপূজা পরিদর্শনের সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পুলিশের মহাপরিদর্শক মো. ময়নুল ইসলাম এ কথাগুলো বলেন।

নারায়ণগঞ্জের আলোচিত ত্বকী হত্যা মামলার প্রসঙ্গ টেনে আইজিপি বলেন, 'এই হত্যা মামলাটি দীর্ঘদিন বন্ধ করে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তদন্ত এগোতে দেওয়া হয়নি। আমরা কিন্তু আবার সেই তদন্ত শুরু করেছি, সেটির তদন্ত চলছে।' সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যার তদন্ত কার্যক্রম আবার শুরু হয়েছে বলে জানান তিনি। আইজিপি আরও বলেন, 'আমরা চাই, যদি কোনো ঘটনা ঘটে, সেটিকে প্রতিহত করা।

যশোরেশ্বরী কালীমন্দিরে মোদির দেওয়া স্বর্ণের মুকুট চুরি

সাতক্ষীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাতক্ষীরা*

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার যশোরেশ্বরী কালীমন্দিরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপহার হিসেবে দেওয়া প্রতিমার মাথার স্বর্ণের মুকুটটি চুরি হয়ে গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার ঈশ্বরীপুর ইউনিয়নে অবস্থিত মন্দিরে এ ঘটনা ঘটে।

মন্দিরের পুরোহিত দিলীপ কুমার মুখার্জি প্রথম আলোকে বলেন, বেলা দুইটার দিকে মন্দিরে পূজা শেষ করে তিনি বাড়িতে যান। তিনি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর মন্দিরের পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা পরিচ্ছন্নতার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করেন। কিছুক্ষণ পর তাঁরা জানান, মন্দিরের ঠাকুরের মাথায় মুকুটটি নেই।

দিলীপ কুমার মুখার্জি জানান, ২০২১ সালের ২৭ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শ্যামনগরের যশোরেশ্বরী কালীমন্দির পরিদর্শনে যান। যশোরেশ্বরী মন্দিরটি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের একটি পবিত্র স্থান। এটি সনাতন ধর্মের ৫২ পিটের এক পিট। ওই দিন নরেন্দ্র মোদি নিজ হাতে কালীপ্রতিমার মাথায় স্বর্ণের ওই মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন।

সাতক্ষীরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আমিনুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনাটি জানার পর পুলিশ সুপার মনিরুল ইসলাম ও শ্যামনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাইজুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

শ্যামনগর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) তাইজুল ইসলাম বলেন, মন্দিরের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে জড়িত ব্যক্তিকে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

অঙ্গীভূত হওয়া ঠেকাতে অনড়

চীনের সঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়া ঠেকিয়ে স্বশাসনের মর্যাদা ধরে রাখার অঙ্গীকার তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট লাই চিং-তের। বিবিসি

সংক্ষেপে

শ্রীলঙ্কা

অর্থনীতির গতি ফিরছে প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুত

আর্থিক দুর্দশা দ্রুত কাটিয়ে উঠছে শ্রীলঙ্কা। দুই বছর আগে শুরু হওয়া নজিরবিহীন অচলাবস্থা কাটিয়ে দেশটির অর্থনীতিতে গতি ফিরেছে প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুত। গতকাল বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক। একই সঙ্গে ২০২৪ সালে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির যে পূর্বাভাস দিয়েছিল বিশ্বব্যাংক, সংশোধিত পূর্বাভাসে তা-ও বাড়ানো হয়েছে। বৈশ্বিক এই ঋণদাতা সংস্থাটির নতুন পূর্বাভাস অনুযায়ী, চলতি বছর শ্রীলঙ্কার প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ। এর আগে গত এপ্রিলে বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাসে বলা হয়েছিল, ২০২৪ সালে শ্রীলঙ্কার প্রবৃদ্ধি হতে পারে ২ দশমিক ২ শতাংশ। প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস বাড়ানোর পেছনে দেশটির পর্যটন ও আর্থিক খাতে গতি ফেরা এবং একই সঙ্গে অবকাঠামো খাতে অগ্রগতির কথা বলেছে বিশ্বব্যাংক। তবে সংস্থাটি এ-ও বলেছে, এ বছরের পর টানা দুই বছর শ্রীলঙ্কার প্রবৃদ্ধি কমতে পারে।
এএফপি, *কলম্বো*

জাপান

আগাম নির্বাচনের ডাক

জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইশিবা শিগেরু চলতি মাসের শুরুতে দায়িত্ব নেওয়ার ঠিক আট দিন পর পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ ভেঙে দিয়ে নির্ধারিত সময়ের আগে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুযোগ করে দিয়েছেন। নির্বাচনী বিধান অনুযায়ী অক্টোবর মাসের ২৭ তারিখে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জাপানের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের মেয়াদ চার বছর। তবে নির্ধারিত সময়ের আগে নিম্নকক্ষ ভেঙে দেওয়ার অধিকার সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে। তবে ইশিবার চটজলদি এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কারণ নিয়ে আলোচনা চলছে। ৪৬৫ সদস্যবিশিষ্ট পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে প্রধান ক্ষমতাসীন উদার গণতন্ত্রী দল এলডিপির ২৫০টি আসনের ভালো সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় আছে। তবে ইশিদা আশঙ্কা করছেন, পুরো মেয়াদে নিম্নকক্ষ দায়িত্ব পালন করলে পরবর্তী নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখা কঠিন হবে।
প্রতিনিধি, *টোকিও*

মিয়ানমার

জনপ্রিয় ছাত্রনেতা গ্রেপ্তার

মিয়ানমারে জান্তাবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় একজন জনপ্রিয় ছাত্রনেতাকে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী। তাঁর নাম পাইং ফিও মিন। গত বুধবার দিবাগত রাতে মিয়ানমারের বাণিজ্যিক নগরী ইয়াঙ্গুনে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইয়াঙ্গুনের জান্তাবিরোধী জোট নামে একটি ছাত্র জোটের নেতা তিনি। নান লিন নামে ওই জোটের আরেক নেতা এএফপিকে জানান, 'দীর্ঘদিন ধরে পাইং মিনকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছিল জান্তা বাহিনী। কারণ, তিনি ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক একজন সদস্য এবং ইয়াঙ্গুনে জান্তাবিরোধী বিক্ষোভের একজন অন্যতম নেতা।' তবে ইয়াঙ্গুনের জান্তা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত কিছু জানায়নি। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকেই জান্তাবিরোধী বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন পাইং।
এএফপি, *ব্যাংকক*

হারিকেন মিল্টনের আঘাতে উপড়ে পড়েছে বৈদ্যুতিক খুঁটি। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার ৩০ লাখ মানুষ অন্ধকারে। গত বুধবার ফ্লোরিডার ফোর্ট মায়ার্সে। ছবি : রয়টার্স

পরমাণুশক্তি-চালিত সাবমেরিন তৈরি করছে ভারত

প্রতিরক্ষা

ভারতীয় নৌবাহিনী সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর জোর দিচ্ছে। পাশাপাশি নিজেদের অস্ত্র তৈরির সক্ষমতাও বাড়াচ্ছে।

রয়টার্স, *নয়াদিল্লি*

ভারত পরমাণুশক্তি-চালিত দুটি সাবমেরিন তৈরি করছে। গত বুধবার এ প্রকল্পের অনুমোদন দেয় দেশটির সরকার। এর ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৫০ বিলিয়ন রুপি (৫৪০ কোটি ডলার)। দেশটির প্রতিরক্ষা বাহিনীর দুজন কর্মকর্তা এ তথ্য জানিয়েছেন।

ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির মুখে ভারত তাদের সামরিক বাহিনীকে আধুনিকায়ন করছে। এর অংশ হিসেবে ভারতীয় নৌবাহিনী সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর জোর দিচ্ছে। পাশাপাশি নিজেদের অস্ত্র তৈরির সক্ষমতাও বাড়াচ্ছে।

ভারতীয় নৌবাহিনী ছয়টি আধুনিক পরমাণুশক্তি-চালিত সাবমেরিন তৈরির পরিকল্পনা করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রিসভা প্রথম দফায় দুটি সাবমেরিন তৈরির অনুমোদন দিয়েছে। কবে নাগাদ এ সাবমেরিন প্রস্তুত হবে, সে বিষয়ে কোনো তারিখ ঘোষিত হয়নি বলে জানিয়েছে নৌবাহিনীর সূত্রগুলো।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ নৌবাহিনী চীনের। দেশটির কাছে ৩৭০টির বেশি যুদ্ধজাহাজ রয়েছে। ২০২০ সালে চীনের সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষে ভারতের ২৪ সেনা নিহত হন। ওই ঘটনার পর থেকে দেশটি ভারতের নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরমাণুশক্তি-চালিত সাবমেরিন ডিজেলচালিত সাবমেরিনের তুলনায় অনেক দ্রুতগতিসম্পন্ন। এটি দীর্ঘ সময় ধরে পানির নিচে থাকতে পারে। এ ধরনের সাবমেরিন শনাক্ত করাও বেশ দুরূহ বিষয়। পরমাণুশক্তিচালিত সাবমেরিন বিশ্বের সবেচেয়ে শক্তিশালী নৌ অস্ত্র। অল্প কয়েকটি দেশের কাছে এ ধরনের সাবমেরিন আছে। দেশগুলো হলো চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র।

ভারত অতীতে রাশিয়ার কাছ থেকে দুটি পরমাণুশক্তি-চালিত অ্যাটাক সাবমেরিন ইজারা নিয়েছিল। কিন্তু পরে সেগুলো ফিরিয়ে দিয়েছে। নতুন করে আরও সাবমেরিন ইজারা নেওয়া নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। নতুন সাবমেরিন দুটি ভারতের বিশাখাপত্তম বন্দরে সরকারি জাহাজনির্মাণ কেন্দ্রে তৈরি করা হবে।

ইরানে 'মারাত্মক' হামলা চালাতে চায় ইসরায়েল

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত

বাইডেন ও নেতানিয়াহুর ফোনালাপ শেষে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের হুঁশিয়ারি।

রয়টার্স, *ওয়াশিংটন*

জো বাইডেন

বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু

ইরানের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ফোনে কথা বলেছেন। একই সময় ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট ইরানে 'মারাত্মক, সুনির্দিষ্ট ও চমকে দেওয়ার মতো' হামলার অঙ্গীকার করেছেন।

গত বুধবার বাইডেন ও নেতানিয়াহুর মধ্যে ৩০ মিনিট কথা হয়। গত আগস্টের পর সংবাদমাধ্যমের জানাশোনার মধ্যে এই প্রথম দুই নেতার মধ্যে কথা হলো।

এমন সময় দুই নেতার মধ্যে এই ফোনালাপ হলো যখন, ইরান ও ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহ গোষ্ঠীর সঙ্গে ইসরায়েলের সংঘাত তখন মারাত্মক রূপ নিয়েছে। ফিলিস্তিনের গাজার প্রতিরোধ সংগঠন হামাসের সঙ্গেও যুদ্ধবিরতির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

বাইডেন ও নেতানিয়াহুর মধ্যে আলাপ 'অকপট ও খুবই ফলপ্রসূ' ছিল বলে সাংবাদিকদের জানান হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জঁ্য-পিয়েরে। তবে তিনি স্বীকার করেছেন, দুই নেতার মধ্যে দ্বিমতের বিষয়ও ছিল আর তাঁরা নিজের মতো করে তাঁদের মতামত তুলে ধরেন।

গত সপ্তাহে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। ওই হামলার জবাবে ইসরায়েলের সম্ভাব্য হামলা ঘিরে মধ্যপ্রাচ্যে উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। লেবাননে ইসরায়েলের সামরিক উসকানির জবাবে দেশটিতে হামলা চালিয়েছিল ইরান। যদিও শেষ পর্যন্ত ইরানের ওই হামলায় ইসরায়েলে কেউ নিহত হয়নি।

বাইডেন ও নেতানিয়াহুর ফোনালাপ শেষে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের দপ্তর একটি ভিডিও বক্তব্য প্রচার করে। এতে ইরানের ১ অক্টোবরের হামলা ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

ওই ভিডিওতেই গ্যালান্ট বলেন, 'যে কেউ আমাদের ওপর আক্রমণ করবে, সে পাল্টা আঘাত পাবে এবং পরিণতি ভোগ করতে হবে। আমাদের হামলা হবে মারাত্মক, সুনির্দিষ্ট এবং সর্বোপরি চমকে দেওয়ার মতো। তাঁরা বুঝতেও পারবে না কী ঘটল আর কীভাবে ঘটল। তারা ফলাফলটাই দেখতে পাবে।'

ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জন্য চিরশত্রু ইরানকে পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে অঙ্গীকার করেছেন নেতানিয়াহুও। অন্যদিকে তেহরান বলেছে, যেকোনো ধরনের পাল্টা হামলা প্রতিপক্ষের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ডেকে আনবে। এতে তেল উৎপাদনকারী অঞ্চলটিতে বৃহৎ পরিসরে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, যা এই সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রকেও টেনে আনতে পারে।

গাজায় যুদ্ধবিরতির চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন বাইডেন। গাজা যুদ্ধ এবং হিজবুল্লাহর সঙ্গে সংঘাত নিয়ে নেতানিয়াহুর সঙ্গে বাইডেনের সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ইসরায়েল নিরাপদ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সামরিক অভিযান চালিয়ে যাওয়ার কথা বলছেন নেতানিয়াহু।

গাজায় আশ্রয়কেন্দ্রে হামলায় নিহত ২৮

আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতকাল গাজার দেইর আল-বালাহ এলাকায় একটি বিদ্যালয়ে ইসরায়েলের হামলায় ২৮ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৫৪ জন। বিদ্যালয়টি আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। ইসরায়েলি হামলায় ঘরবাড়ি হারানো লোকজন সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হামলার প্রচণ্ডতায় শিশু ও নারীদের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এতে অনেকের পরিচয় শনাক্ত করাও কঠিন হয়ে পড়ে। পোশাক বা অন্য কোনো চিহ্ন দেখে স্বজনেরা নিহত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে পারলে, হয়তো তাদের পরিচয় জানা সম্ভব হতে পারে।

এদিকে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গতকাল জানিয়েছে, গাজায় ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি হামলায় আরও ৫৫ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১৬৬ জন। এ নিয়ে গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ৪২ হাজার ৬৫ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৯৭ হাজার ৮৮৬ জন।

এ ছাড়া দক্ষিণ লেবাননে গতকাল বিমান হামলায় হিজবুল্লাহর দুই কমান্ডার নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। অন্যদিকে আগের দিন রাতে লেবাননের বিভিন্ন এলাকায় ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ১৪ জন নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচ স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা

হারিকেন মিল্টনে নিহত ৪, বিদ্যুৎহীন ৩০ লাখ মানুষ

বিবিসি

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় আঘাত হেনেছে হারিকেন মিল্টন। এতে সৃষ্ট টর্নেডোর কবলে পড়ে নিহত হয়েছেন চারজন। অনেক ঘরবাড়িও বিধ্বস্ত হয়েছে। বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছেন ৩০ লাখের বেশি গ্রাহক। বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের তথ্য পর্যবেক্ষক পাওয়ারআউটেজ ডট ইউএস এ তথ্য জানিয়েছে। সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়েছেন হারডি কাউন্টির বাসিন্দারা। এ ছাড়া পার্শ্ববর্তী সারাসোটা, মানাটি ও লুচি কাউন্টিতে এ সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। ফ্লোরিডার লোকজনকে এখনই ওই এলাকায় ফেরার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বিবিসি জানায়, যে চার ব্যক্তি নিহত হয়েছেন, তাঁরা সেন্ট লুচি কাউন্টির। এ ছাড়া ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে সেন্ট পিটার্সবার্গের পশ্চিম উপকূলে পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানকার একটি সংবাদপত্র ভবনের ওপর একটি ক্রেন পড়ে গেছে এবং একটি বেসবল স্টেডিয়ামের ছাদ উড়ে গেছে।

ফ্লোরিডা জরুরি পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচালক কেভিন গুথরি বলেছেন, হারিকেনটি স্থলভাগে আঘাত হানার আগেই প্রায় ১২৫টি বাড়ি লন্ডভন্ড করে দেয়। এর মধ্যে অনেকগুলো বাড়ি প্রবীণ নাগরিকদের জন্য তৈরি করা।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার জানায়, বুধবার রাতে স্থলভাগে আঘাত হানে হারিকেনটি।

হিযবুত তাহ্‌রীরকে নিষিদ্ধ করল ভারত

পিটিআই

হিযবুত তাহ্‌রীরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ভারত। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গতকাল বৃহস্পতিবার এক প্রজ্ঞাপনে এই ঘোষণা দিয়েছে। এতে বলা হয়, জিহাদ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ভারতসহ বিশ্বব্যাপী ইসলামি রাষ্ট্র ও খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায় হিযবুত তাহ্‌রীর।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, হিযবুত তাহ্‌রীর চরমপন্থা বিস্তারে যুক্ত রয়েছে। তারা সহজ-সরল তরুণদের আইএসের মতো সন্ত্রাসী সংগঠনে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করায় নিয়োজিত রয়েছে। এ ছাড়া তারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য তহবিল সংগ্রহ করছে।

পরে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দপ্তর এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে বলেছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সন্ত্রাসবাদের প্রতি শূন্য সহনশীলতা নীতি অনুসরণ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আজ হিযবুত তাহ্‌রীরকে সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণা করেছে।

'সাইবারক্যাব' উদ্বোধন করছেন ইলন মাস্ক

প্রযুক্তি

বিবিসি

অবশেষে নিজেদের তৈরি প্রথম রোবোট্যাক্সি (রোবট ট্যাক্সি) উন্মোচন করছে মার্কিন বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলা। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়ার্নার ব্রাদার্স স্টুডিওতে গতকাল বৃহস্পতিবার 'সাইবারক্যাব' নামের রোবোট্যাক্সি উন্মোচন করেন টেসলার প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ক।

২০২৩ সালের মধ্যে রোবোট্যাক্সি বাজারে আনার পরিকল্পনা থাকলেও নানা কারণে তা আনতে পারেনি টেসলা। এরপর গত এপ্রিলে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইলন মাস্ক জানিয়েছিলেন, টেসলার তৈরি রোবোট্যাক্সি বাজারে আসবে আগামী ৮ আগস্ট। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে নিজেদের তৈরি রোবোট্যাক্সি উন্মোচন করতে পারেনি টেসলা। অবশেষে গতকাল রোবোট্যাক্সি উন্মোচন করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

এর আগে সাইবারক্যাব বিষয়ে খুব বেশি তথ্য জানায়নি টেসলা কর্তৃপক্ষ। তাদের তথ্যমতে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে সক্ষম রোবটচালিত রোবোট্যাক্সি গাড়িটি ট্যাক্সি হিসেবে ভাড়া করা যাবে। যাত্রীরা স্মার্টফোনের অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে গাড়িটি ভাড়া করতে পারবেন। বৈদ্যুতিক গাড়িশিল্পের জন্য টেসলার রোবোট্যাক্সিকে বলা হচ্ছে বড় একটি পদক্ষেপ।

টেসলার গিগা টেক্সাস কারখানায় তৈরি হচ্ছে গাড়ি। ছবি : এএফপি

গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, টেসলার রোবোট্যাক্সিতে দুটি আসন ও প্রজাপতির মতো পাখা থাকবে। এটি ক্যামেরা ও কম্পিউটার শক্তি কাজে লাগিয়ে রাস্তায় চলাচল করবে। প্রচলিত স্বয়ংক্রিয় গাড়িগুলোর সঙ্গে পার্থক্য এখানে। অন্য গাড়িতে যেখানে লিডার নামের লেজারভিত্তিক সেন্সর ব্যবহৃত হয়, সেখানে এটি চলবে ক্যামেরা প্রযুক্তিতে।

টেসলার তৈরি 'ফুল সেলফ-ড্রাইভিং' সফটওয়্যার ছাড়াও এতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবোটিকসের নানা সুবিধা যুক্ত হতে পারে। তবে স্টিয়ারিং হুইল ও পেডালের মতো ফিচারগুলো না-ও থাকতে পারে।

কমলার সঙ্গে আবার বিতর্কের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

এএফপি, *ওয়াশিংটন*

ডোনাল্ড ট্রাম্প

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিতর্কের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী ৫ নভেম্বরের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে আরেকবার বিতর্কের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল ফক্স নিউজ। এ মাসের শেষ দিকে এ বিতর্ক অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা বলেছিল মার্কিন এ গণমাধ্যম।

ট্রাম্পের পক্ষ থেকে ফক্স নিউজের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলা হয়েছে, এ প্রক্রিয়ায় অনেক দেরি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ভোট দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। তাই আরেকবার বিতর্ক হবে না।

ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে বলেছেন, কমলার সঙ্গে আর কোনো ধরনের বিতর্কে অংশগ্রহণ করবেন না তিনি।

এর আগে গত মাসে ফিলাডেলফিয়ায় মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম এবিসি নিউজের আয়োজনে প্রথমবার বিতর্কে মুখোমুখি হন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা ও রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিতর্কের সঞ্চালক ছিলেন ডেভিড মুইর ও লিনসে ডেভিস। ওই বিতর্কে কমলা জিতেছেন বলে উল্লেখ করা হয় বিভিন্ন জরিপে। এর পর থেকে কমলার সঙ্গে সম্ভাব্য দ্বিতীয় বিতর্ক নিয়ে অনাগ্রহ প্রকাশ করে আসছেন ট্রাম্প। ওই সময় তিনি বলেন, আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে কমলা হ্যারিসের সঙ্গে আর কোনো টেলিভিশন বিতর্কে অংশ নেবেন না।

শুক্রবার, ১১ অক্টোবর ২০২৪, ২৬ আশ্বিন ১৪৩১
ই-মেইল : chakribakri@prothom-alo.info
ফেসবুক : facebook.com/ChakriBakriZone

চাকরি বাকরি

পুলিশ কনস্টেবল হতে চাইলে

মো. নাহিদুল ইসলাম

‘সেবার ব্রতে চাকরি’—এই স্লোগানে বাংলাদেশ পুলিশের কনস্টেবল পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। কনস্টেবল পদে নিয়োগ পেতে চাইলে প্রথমে নিয়োগের প্রক্রিয়া ও পরীক্ষার ধাপগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। এই নিয়োগে শারীরিক ও লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, প্রমাণপত্র ও মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ধাপও রয়েছে। তাই ভালো প্রস্তুতি ও অনুশীলনের মাধ্যমে আপনি নিজেকে এই নিয়োগ পরীক্ষার জন্য যোগ্য প্রমাণ করতে পারবেন। প্রতিটি ধাপই নক আউট পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ, কোনো একটি ধাপে ব্যর্থ হলে, আপনি পুরো প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়বেন। অনলাইন স্ক্রিনিং থেকে শুরু করে শারীরিক যোগ্যতা যাচাই, লিখিত পরীক্ষা, ভাইভা, পুলিশ ভেরিফিকেশন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মৌলিক প্রশিক্ষণসহ প্রতিটি ধাপই সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদন

প্রার্থীদের শারীরিক মাপ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের তথ্য দিয়ে শারীরিক সক্ষমতা যাচাই পরীক্ষার (পিইটি) জন্য অনলাইনে আবেদন করতে হবে। এই ওয়েব ভিত্তিক স্ক্রিনিংয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও উচ্চতা যাচাই করে প্রার্থীদের নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত প্রার্থীদের শারীরিক পরীক্ষা ও কাগজপত্র যাচাইয়ের জন্য প্রবেশপত্র দেওয়া হয়। ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

পরামর্শ

আবেদনের সময় কোনো ভুল তথ্য দেওয়া যাবে না। উচ্চতার ক্ষেত্রে সাধারণ পুরুষ প্রার্থীদের প্রকৃত উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং সাধারণ নারী প্রার্থীদের প্রকৃত উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি বা তার বেশি উচ্চতার প্রার্থীরাই আবেদন করুন। উচ্চতার ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জন্য কিছুটা শিথিলতা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকলেই কোটায় আবেদন করুন। আবেদনে পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়দের তথ্যও দিতে হয়, যা লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ভেরিফিকেশনের সময় যাচাই করা হয়। তাই সব সময় সত্য তথ্য দিন।

শারীরিক সক্ষমতা যাচাই পরীক্ষা

পরীক্ষার সময় প্রার্থীদের নির্ধারিত কেন্দ্রের মাঠে উপস্থিত থাকতে হয়। উচ্চতা মেপে মাঠে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়, এরপর ওজন ও উচ্চতার ভারসাম্য ঠিক থাকলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই করা হয়। দৌড়, হাই জাম্প ও লং জাম্প, পুশআপ, ড্রাগিং ও রোপ ক্লাইম্বিং অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি পর্বে সফল প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষার জন্য মনোনীত হন।

পরামর্শ

কনস্টেবল পদে চাকরির জন্য শারীরিক ফিটনেস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব ধাপে ভালো করতে নিয়মিত অনুশীলন করুন। মাঠের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং অংশটি হলো দৌড়, যেখানে অনেক প্রার্থী বাদ পড়েন। প্রতিদিন দুই থেকে তিন কিলোমিটার দৌড়ানোর অভ্যাস করুন। নিয়মিত উচ্চ লাফ ও পুশআপ অনুশীলন করুন। ফিটনেস রুটিনে জোর দিন যেন আপনার শরীর ও মাংসপেশির সঠিক কার্যক্ষমতা বজায় থাকে। সুষম খাদ্য গ্রহণ ও পর্যাপ্ত পানি পান শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে।

লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি

লিখিত পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ে প্রশ্ন থাকবে। মোট নম্বর ৪৫। ৪৫ নম্বরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রতিটি বিষয়ে গভীর মনোযোগ ও সঠিক প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি।

বাংলার জন্য বাগ্‌ধারা, এক কথায় প্রকাশ, সমার্থক ও বিপরীত শব্দ, বাক্য পরিবর্তন ইত্যাদি ভালোভাবে চর্চা করুন। সন্ধি, কারক, সমাস প্রভৃতি বিষয় গভীরভাবে বুঝতে হবে। নিয়মিত চর্চা করলে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া সহজ হবে। রচনার জন্য কয়েকটি সাধারণ ও সমসাময়িক বিষয় প্রস্তুত রাখুন। আবেদনপত্র বা চিঠি লেখার ফরম্যাট ভালোভাবে অনুশীলন করুন। ইংরেজির জন্য আর্টিকেল, প্রিপোজিশন, টেনস, ভয়েস, ন্যারেশন ইত্যাদি নিয়মগুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে। নিয়মিত চর্চা করলে সহজেই ব্যাকরণের ভুলগুলো এড়ানো সম্ভব। বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদের জন্য সহজ বাক্যগুলোর অনুশীলন করুন। প্যারাগ্রাফ ও ছোট আকারের রচনা লেখার অনুশীলন করুন। ইংরেজি শব্দভান্ডার বাড়ানোর চেষ্টা করুন। গণিতে লাভ-ক্ষতি, সুদ, অনুপাত, গড়, শতকরা হার, সময় ও কাজ ইত্যাদি অধ্যায় থেকে প্রশ্ন বেশি আসে। নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে এসবের সূত্রগুলো আত্মস্থ করতে হবে। বীজগণিতের মান নির্ণয়, সূত্র প্রয়োগ, লগারিদম, সূচক ও ঘনমূলের প্রশ্নের জন্য মূল বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝে নিন। পরীক্ষায় সময় বাঁচানোর জন্য দ্রুত সমাধান দেওয়ার অনুশীলন করুন।

পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও পরিবেশবিদ্যার মৌলিক ধারণাগুলো বুঝতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি, ইন্টারনেট, কম্পিউটার, মহাকাশবিজ্ঞানসম্পর্কিত সাধারণ ধারণা রাখুন। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ, মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিভিন্ন অপারেশন ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। দেশের ও বিশ্বব্যাপী সাম্প্রতিক ঘটনাবলি, উন্নয়নমূলক প্রকল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি, নোবেল পুরস্কার, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত আপডেট থাকুন।

একটি নির্দিষ্ট রুটিন বানান, যেখানে প্রতিদিন বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ে পর্যাপ্ত সময় দিন। প্রতিদিনের পড়াশোনা শেষে টেস্টের মাধ্যমে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করুন। এটি সময় ব্যবস্থাপনা এবং চাপের মধ্যে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়াবে। প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী সময় ভাগ করে নিন, যাতে প্রতিটি অংশে সঠিকভাবে উত্তর দেওয়া যায়। পূর্ববর্তী প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে চর্চা করলে প্রশ্নের ধরন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ব্যাপারে ধারণা পাবেন। এসব বিষয় মাথায় রেখে নিয়মিত পড়াশোনা করলে এই ৪৫ নম্বরের পরীক্ষায় ভালো করা যাবে।

> **আবেদনের সময় কোনো ভুল তথ্য দেওয়া যাবে না। উচ্চতার ক্ষেত্রে সাধারণ পুরুষ প্রার্থীদের প্রকৃত উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং সাধারণ নারী প্রার্থীদের প্রকৃত উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি বা তার বেশি উচ্চতার প্রার্থীরাই আবেদন করুন।**

মনস্তাত্ত্বিক ও মৌখিক পরীক্ষা

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১৫ নম্বরের মনস্তাত্ত্বিক ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। মৌখিকে লিখিত পরীক্ষার এক-তৃতীয়াংশ নম্বর রয়েছে। এখানে ভালো করতে হলে সঠিক প্রস্তুতি নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাইভায় যাওয়ার আগে পুলিশ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিন। পুলিশের ইতিহাস, মিশন-ভিশন, সংস্কৃতি ও সাম্প্রতিক অর্জন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরি। কনস্টেবল পদের কাজের দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখুন। আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও নিজ জেলা সম্পর্কে জেনে নিন। সম্ভাব্য সাধারণ কিছু প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত রাখুন। যেমন, আপনার সম্পর্কে বলুন। কেন এই চাকরি করতে চান? আপনার শক্তি ও দুর্বলতা কী? আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী? এসব প্রশ্ন অনুশীলন করে আত্মবিশ্বাস অর্জন করুন এবং উত্তরগুলো সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট রাখুন। ভাইভার জন্য পরিষ্কার, উপযুক্ত ও পেশাদার পোশাক পরিধান করুন। পোশাক আপনার ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি, তাই এটিকে গুরুত্বসহকারে নিন। মৌখিক পরীক্ষার স্থানে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রবেশ করুন। মনোযোগসহকারে প্রশ্ন শুনুন এবং উত্তর দেওয়ার সময় ভদ্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে কথা বলুন। ভাইভা বোর্ডে আত্মবিশ্বাসী হয়ে কথা বলুন। নিজেকে চিন্তাশীল ও স্বাভাবিক রাখুন। প্রশ্নের উত্তর দিতে সময় নিন, তাড়াহুড়ো করবেন না। দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকুন। পুলিশ বাহিনীর সমসাময়িক বিষয় ও ট্রেন্ড সম্পর্কে ধারণা রাখুন। ভাইভার সময় কোনো প্রশ্ন বুঝতে সমস্যা হলে সেটা আবার জিজ্ঞেস করুন, এতে কোনো সমস্যা নেই। যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর না জানেন, তাহলে সরাসরি বলুন, অজুহাত দেওয়ার চেয়ে সৎ হওয়া ভালো। স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্তভাবে কথা বলার অনুশীলন করুন। আপনার বক্তব্য বোর্ডের সদস্যরা বুঝতে পারছেন কি না, সেটা নিশ্চিত করুন। ভাইভা শেষে বোর্ডকে তাদের সময়ের জন্য ধন্যবাদ জানানো এবং আপনার আগ্রহ প্রকাশ করা একটি সুন্দর অভ্যাস। এটা আপনাকে বিনয়ী ও পেশাদার হিসেবে উপস্থাপন করবে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পুলিশ ভেরিফিকেশন

প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজারবাগ থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং পুলিশ ভেরিফিকেশন সন্তোষজনক হলে ছয় মাসের মৌলিক প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়োগপ্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। তাই আগেই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিত হওয়া জরুরি যে আপনি শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। শারীরিক কোনো সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ভেরিফিকেশনের জন্য থানায় যোগাযোগ রাখুন এবং ঝামেলা এড়িয়ে চলুন।

প্রশিক্ষণ

চূড়ান্ত বাছাইয়ে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীদের নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) হিসেবে ছয় মাস মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হবে। সাফল্যের সঙ্গে যাঁরা প্রশিক্ষণ শেষ করবেন, শুধু তাঁদেরই কনস্টেল পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। তাই শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা, শারীরিক ও মানসিক ফিটনেস, সততা ও দায়িত্বশীলতা ইত্যাদি বিষয় মাথায় রাখুন।

ডিএনসিসিতে ১৫৮ পদে চাকরির সুযোগ

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে (ডিএনসিসি) ৩ ক্যাটাগরির পদে ১৫৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এর মধ্যে ব্যক্তিগত সহকারী পদে ৮ জন নেওয়া হবে। আবেদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। এ পদে বেতন স্কেল ১১,০০০ থেকে ২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)।

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে নিয়োগ পাবেন ১০০ জন। এইচএসসি বা সমমান পাস হলে আবেদন করা যাবে। এ পদে বেতন স্কেল ৯,৩০০ থেকে ২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।

হিসাব সহকারীর শূন্য পদ ৫০টি। বাণিজ্য বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএতে এইচএসসি বা সমমান পাস হলে আবেদন করা যাবে। এ পদে বেতন স্কেল ৯,৩০০ থেকে ২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।

আবেদন যেভাবে

আগ্রহী প্রার্থীদের এই ওয়েবসাইটে (http://dncc.teletalk.com.bd) ফরম পূরণের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। নিয়োগসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ডিএনসিসির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

আবেদনের শেষ সময়

৩১ অক্টোবর ২০২৪, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস — সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে পাঁচজন নেওয়া হবে। আবেদনের শেষ সময় ২৯ অক্টোবর।

চট্টগ্রাম বন্দরে ১৫৩ পদে নিয়োগ

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ রাজস্ব খাতভুক্ত একাধিক পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানে ৩ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৫৩ জনকে স্থায়ী পদে নিয়োগ দেওয়া হবে।

সহকারী ফায়ার ব্রিগেড ইন্সপেক্টর পদে নেওয়া হবে তিনজন। বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি থাকলে আবেদন করা যাবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের সনদসহ ফায়ার সার্ভিস/সিভিল ডিফেন্স এবং সেফটি মেজারস কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এ পদে বেতন স্কেল ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।

ফায়ার ফাইটারের শূন্য পদ ৫০টি। আবেদনের যোগ্যতা এসএসসি পাস। পুরুষ প্রার্থীদের জন্য উচ্চতা কমপক্ষে ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি; বুকের মাপ স্বাভাবিক কমপক্ষে ৩০ ইঞ্চি, প্রসারণ কমপক্ষে ৩২ ইঞ্চি, ৪০০ মিটার দৌড় ৮০ সেকেন্ড। নারী প্রার্থীদের জন্য উচ্চতা কমপক্ষে ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি; বুকের মাপ স্বাভাবিক কমপক্ষে ২৮ ইঞ্চি, প্রসারণ কমপক্ষে ৩০ ইঞ্চি; ৪০০ মিটার দৌড় ১০০ সেকেন্ড। এ পদে বেতন স্কেল ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)।

নিরাপত্তারক্ষী নেওয়া হবে ১০০ জন। এসএসসি পাস হলে আবেদন করা যাবে। সামরিক বাহিনীর সাবেক সদস্যদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। এ পদে বেতন স্কেল ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)।

আবেদন যেভাবে

আগ্রহী প্রার্থীদের চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে ফরম পূরণের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। অবশ্যই ইউনিকোড বাংলায় ফরমটি পূরণ করতে হবে।

আবেদন ফি

অনলাইনে আবেদন ফরম সাবমিট করার পর পে নাউ অপশনে ক্লিক করে প্রার্থীকে অনলাইনে ফি জমা দিতে হবে। আগামী ১৭ নভেম্বরের মধ্যে সহকারী ফায়ার ব্রিগেড ইন্সপেক্টর পদের জন্য ২০০ টাকা এবং ফায়ার ফাইটার ও নিরাপত্তারক্ষী পদের জন্য ১০০ টাকা জমা দিতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

১৫ অক্টোবর থেকে ১৪ নভেম্বর ২০২৪, রাত ১২টা পর্যন্ত।

রাষ্ট্রের দিক থেকে বহুমুখী প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও আমাদের জন-অবকাঠামোগুলো প্রতিবন্ধীবান্ধব নয়

নেপালের জনপরিসর সব মানুষের উপযোগী করে তোলার বিষয়ে কাঠমান্ডু পোস্ট-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

বেহাল সড়ক, বেপরোয়া যান

আর কত দুর্ঘটনা, আর কত প্রাণহানি

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে এত আইন হলো, এত পরিকল্পনা নেওয়া হলো, কিন্তু কোনো কিছুই কাজে লাগছে না। এটা যেমন আমাদের সম্মিলিত ব্যর্থতা, তেমনি সড়ক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবহেলাও বটে।

২০১৮ সালের আগস্ট মাসে রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কে দুই বাসের প্রতিযোগিতার শিকার হয়ে মারা গিয়েছিল দুই কলেজশিক্ষার্থী। সেই ঘটনা দেশবাসীকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল। নিরাপদ সড়কের দাবিতে গড়ে ওঠা শিক্ষার্থীদের সর্বাত্মক আন্দোলনের মুখে তৎকালীন সরকার সড়ক পরিবহন আইন করতে বাধ্য হয়েছিল।

আমাদের প্রত্যাশা ছিল এই আইন পাসের পর সড়কে দুর্ঘটনা কমবে, যাত্রী ও পথচারীরা নিরাপদ থাকবেন। কিন্তু বিগত সরকার নানা মহলের চাপে সেই আইনটিকে কাটছাঁট করে একটি অকেজো আইনে পরিণত করে। ফলে সড়কে দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি আরও বেড়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর দুই মাস পেরিয়ে গেলেও সড়ক ব্যবস্থাপনা নিরাপদ করতে দৃশ্যমান কোনো পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ এখনো অনুপস্থিত।

রাজধানীর বাড্ডায় দুই বাসচালকের মধ্যে প্রতিযোগিতায় সড়কে আবারও হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। *প্রথম আলোর* খবর অনুযায়ী, বুধবার সকাল সোয়া নয়টার দিকে যখন দুই বোন মধ্যবাড্ডায় প্রগতি সরণি পার হচ্ছিলেন, তখনই আকাশ পরিবহনের দুটি বাস একটির সঙ্গে আরেকটি পাল্লা দিচ্ছিল। একটি বাসের ধাক্কায় ছোট বোন তাসনিম জাহান নিহত হন এবং বড় বোন নুসরাত জাহান আহত হন। তাসনিম সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষে বাড্ডা এলাকায় তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছিলেন। বাস দুটি জব্দ ও চালককে আটক করা হয়েছে।

এদিকে বুধবার রাতে পিরোজপুর সদর উপজেলায় একটি প্রাইভেট কার খালে পড়ে দুই পরিবারের মোট আট সদস্য নিহত হন, যাদের দুজন পুরুষ, দুজন নারী ও চারটি শিশু রয়েছে। নিহতদের স্বজন জানান, প্রাইভেট কারটির পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত থেকে পিরোজপুরের নাজিরপুর হয়ে ঢাকা যাওয়ার কথা ছিল।

এসব ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা নয়। আমাদের সড়ক ব্যবস্থাপনা বরারই ভঙ্গুর ছিল। সাম্প্রতিক কালে ট্রাফিক পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ও সড়ক মেরামত না হওয়ায় পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়েছে। প্রতিদিনই মানুষ মারা যাচ্ছে, কখনো চালকের বেপরোয়া চালনায়, কখনো সড়কে খানাখন্দ থাকায়।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর মাসে সারা দেশে ৩৯২টি সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে, মারা গেছেন ৪২৬ জন। এর মধ্যে ১৬৪টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা, যা মোট দুর্ঘটনায় ৪১.৮৩ শতাংশ। আর নিহতদের মধ্যে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৭৯ জন, যা মোট মৃত্যুর ৪২ শতাংশ। এর অর্থ মোটরসাইকেলচালকেরা কোনো নিয়মরীতিই মানছেন না।

সম্প্রতি দেশের কয়েকটি অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা হওয়ায় অনেক সড়কে খানাখন্দ বেড়েছে। কোনো কোনো সড়কে যান চলাচল করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। খোদ ঢাকা শহরের বেশির ভাগ সড়ক বেহাল। এ অবস্থায় দ্রুত সড়ক মেরামত করার প্রয়োজন থাকলেও সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।

২০১৮ সালে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন জারি হওয়ার পর চালকদের মধ্যে কিছুটা হলেও ভয় ছিল, দুর্ঘটনা হলে শাস্তি পেতে হবে। পরবর্তী সময়ে আইনটি সংশোধনের নামে এমন অবস্থায় আনা হয়েছে যে তাদের মধ্যে সেই ভয়ভীতি আর নেই।

পিরোজপুরের দুর্ঘটনার বিষয়টি তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন চালক কী অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন। গাড়ি চালানোর আগে তিনি প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নিয়েছিলেন কি না। আর ঢাকার দুর্ঘটনায় যে দুই চালক প্রতিযোগিতা করে একজন নারীকে হত্যা এবং আরেকজনকে আহত করেছেন, তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হতে হবে।

সড়ক পরিবহন আইনটি নতুন করে সংস্কার করে কার্যকর করা হোক।

ঝরনায় পর্যটকের মৃত্যু

সচেতনতা বাড়ানোর বিকল্প নেই

বৃষ্টি মৌসুমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঝরনাগুলোকে নিয়ে স্থানীয় পর্যটকদের উচ্ছ্বাস দেখা যায়। এ সময় অসতর্কতা, অবহেলাসহ নানা কারণে দুর্ঘটনা ঘটে যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড ও মিরসরাই উপজেলায় অবস্থিত ঝরনাগুলোতে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে। গত দেড় মাসে অন্তত ছয়জন মারা গেছেন, যা খুবই দুঃখজনক।

দেশের পর্যটন খাতে সিলেট ও চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকার ঝরনাগুলো বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে কাজ করে। একেকটি ঝরনাকে ঘিরে গড়ে ওঠে একেকটি পর্যটনকেন্দ্র। এর ফলে বিপুল লোকের কর্মসংস্থান হয়। কিন্তু সেসব ঝরনাকে ঘিরে নিরাপত্তাসহ পর্যটকদের সচেতনতার বৃদ্ধির বিষয়টি কতটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে বরাবরই প্রশ্ন থেকে যায়।

চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের বারৈয়ারঢালা জাতীয় উদ্যানের পাহাড়ি এলাকাগুলো খৈয়াছড়া, নাপিত্তাছড়া ও রূপসী ঝরনায় বেশি যান পর্যটকেরা। শুধু চট্টগ্রামের আশপাশ থেকে নয়, ঢাকাসহ দেশের দূরদূরান্ত থেকেও পর্যটকেরা সেসব ঝরনায় ছুটে যান। ঝরনাকে ঘিরে এসব পর্যটনকেন্দ্র তদারকির জন্য দেওয়া হয়েছে ইজারা। ইজারাদারের দাবি, পর্যটকদের অসাবধানতা ও গাফিলতির কারণে দুর্ঘটনা ঘটছে বেশি। তাঁরা গাইড নিতে উৎসাহিত করেন, কিন্তু অনেক পর্যটক তা নিতে আগ্রহী হন না। ঝুঁকি নিয়ে পাহাড়ে উঠতে নিষেধ করা হয় মাইক দিয়ে, তা-ও অনেকে মানতে চান না। দুর্ঘটনায় পড়াদের উদ্ধারে ফায়ার সার্ভিসও ছুটে আসে, তাদের দিক থেকেও কোনো অবহেলা নেই।

প্রতিবছর ঝরনাগুলোতে একাধিক মৃত্যুর জন্য কি শুধু পর্যটকদের গাফিলতি ও অসাবধানতা দায়ী, তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। এ ক্ষেত্রে শুধু সচেতনতা বৃদ্ধি করা ছাড়া বন বিভাগ, উপজেলা প্রশাসন, ইজারাদার কর্তৃপক্ষের আর কী করণীয় আছে, তা-ও অনুসন্ধান করা দরকার। দেখা গেছে যে অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটে বৃষ্টির মৌসুমে। স্থানীয় প্রশাসন থেকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী অতি বৃষ্টিপাতের সময় ঝরনাগুলোতে পর্যটকদের পদচারণে বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে। সে তথ্য পর্যটকদের কাছে পৌঁছাতে সংবাদমাধ্যমেও প্রচার করতে হবে।

কোথাও ঘুরতে গেলে সুরক্ষার বিষয়টি অগ্রাধিকারে রাখা নিয়ে এ দেশের মানুষের মধ্যে সচেতনতার যথেষ্ট ঘাটতি আছে। সেটি একেবারে তরুণ থেকে শুরু করে নানা বয়সী মানুষের ক্ষেত্রে সত্য। দুর্ঘটনা ঘটে মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে চান না অনেকে। ফলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যত উদ্যোগই নিক না কেন, পর্যটকের ভাবনায় নিজের সুরক্ষার বিষয়টি অগ্রাধিকার পেতে হবে। আর দুর্ঘটনা রোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলো আরও সচেষ্ট হবে, সেটিই কাম্য।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

এই রাজনীতির 'বিরাজনীতিকরণে' সমস্যা কী

মহিউদ্দিন আহমদ

অন্তর্বর্তী সরকারের বয়স দুই মাস পেরিয়েছে। এর মধ্যে শব্দযুদ্ধ চলছে বেশ। লক্ষ্য, প্রধান উপদেষ্টা ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মী। তাঁরা কে কখন কী বললেন, তা নিয়ে হামলে পড়েন অনেকেই। আবার তাঁরাও প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কথা বলছেন বেশি। এত কথার কী দরকার? মানুষ কথার কারবারিদের অনেক দেখেছেন। এখন দেখতে চান কাজ।

এই সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আসলে কারা? একদিক থেকে বলে যায়, ক্ষমতাপ্রত্যাশী সব রাজনৈতিক দলই এই সরকারের প্রতিপক্ষ। কারণ, যত দিন এই সরকার আছে, তত দিন কোনো 'রাজনৈতিক সরকার' হবে না। থাকতে হবে অপেক্ষায়। সবার সেই ধৈর্য নেই।

আরেক দিক থেকে বলা যায়, এই সরকারের প্রধান প্রতিপক্ষ হলো আওয়ামী লীগ, যে দলের সরকার দুই মাস আগে ক্ষমতা হারিয়েছে। ক্ষমতাচ্যুত দলের ও সরকারের প্রধান দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। এটা কি প্রাণভয়ে চম্পট দেওয়া, নাকি সমঝোতার মাধ্যমে 'সেফ এক্সিট', বিষয়টি এখনো পুরোপুরি খোলাসা নয়। তবে দুটি উপাদানেরই মিশেল আছে। এটা বুঝতে ও জানতে আরও সময় লাগবে।

ক্ষমতা হারিয়ে দলের নেতা-কর্মীরা দিশাহারা। তাঁরা প্রকাশ্য হচ্ছেন না। অনেকেই ফেসবুকে আশ্রয় নিয়েছেন, ইচ্ছেমতো বয়ান দিচ্ছেন। তাঁদের পোস্ট পড়লে মনে হয়, এই বুঝি মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার পড়ে গেল। চায়ের আড্ডায় কিংবা খোশগল্পে যখন-তখন সরকার ফেলে দেওয়া যায়। বছরের পর এমনটা চলে আসছে এ দেশে। এটি অনেকের ধ্যানজ্ঞান, অনেকের কাছে বিনোদন।

ফেসবুকে 'পরাজিত শক্তি' খুবই তৎপর। আমি ভাবছি একটা কথা, আওয়ামী লীগ তো অনেক পুরোনো ও পোড় খাওয়া দল। দলের নেতারা সব সময় দাবি করতেন, এটি দেশের সবচেয়ে বড় ও জনপ্রিয় দল। প্রতিটি গ্রামেই এই দলের সমর্থক আছেন। আগস্টের ৫ তারিখ যখন হাজারো মানুষ মিছিল করে আসছিলেন, তখন আওয়ামী লীগের লাখো নেতা-কর্মী কী করছিলেন? তাঁরা কেন গণভবনের আশপাশে গিয়ে তাঁদের প্রিয় নেত্রীকে সাহস ও শক্তি জোগাতে ছুটে গেলেন না? এখন সব হারিয়ে শুধু ফেসবুকে ভর করলে কি হবে?

ঠিক এমনটাই হয়েছিল ১৯৭৫ সালের আগস্টে। তখন স্লোগান ছিল—এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ। নেতা নেই, তাঁর লোকেরা মুহূর্তে কোটরে ঢুকে গিয়েছিলেন। ২০২৪ সালে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হলো। অনুগত অনুসারীরা বুলন্দ আওয়াজ তুললেন—নেত্রী তোমার ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই। নেত্রী দলের সবাইকে এতিম করে গোপনে দেশ ছাড়লেন। তাঁর দলকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগের মুখপাত্র হলেন পলাতক সভাপতির প্রবাসী পুত্র। ঘুরেফিরে সেই 'পরিবার'। শুনেছি তিনি আরেকটি দেশের নাগরিক। দেশের মধ্যে দলটির প্রতিনিধিত্ব করার একজনও কি নেই? এ কেমন দল যে নেতা পরিবারের বাইরে অন্য কাউকে বিশ্বাস করেন না, আস্থায় নেন না?

শেখ হাসিনার দল অনেক দিন ধরেই নেই। দল বলতে আওয়ামী লীগ। তিনি নির্ভর করতেন আমলা, পুলিশ আর গোয়েন্দা সংস্থার ওপর। পুষতেন হেলমেটধারী লাঠিয়াল বাহিনী। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন সুবিধাভোগী আত্মীয়স্বজন আর মোসাহেব। তাঁরা রোবটের মতো শিখিয়ে দেওয়া কথা বলতেন। দলটাকে তিনি মেরে ফেলেছিলেন অনেক আগেই। তবে তাঁর একটা বড় সমর্থক গোষ্ঠী আছে। নানান পদ, পদক, ভাতা, ব্যবসা দিয়ে তিনি একটা অনুগত গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। এরা এখন দেশের ভেতরে ও বাইরে থেকে ফেসবুকে নড়াচড়া করছে।

মানুষের ওপর হাসিনার আস্থা ছিল না। তাই নির্বাচনের নামে তামাশা করে তিনি একের পর এক মেয়াদ পার করেছেন। ভেবেছিলেন, এভাবেই যায় যদি দিন যাক না। কিন্তু সবকিছুরই একটা শেষ আছে। যখন ঘটনা একটা ঘটেই গেল, তখন অনুগত গোষ্ঠীর চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। তারা ফেসবুকে সরব হলো। বলল, এটা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ছিল না, তলেতলে অনেক দিন ধরেই পরিকল্পনা ছিল। আবিষ্কার হলো ষড়যন্ত্রতত্ত্বের, পেছনে আমেরিকা কলকাঠি নেড়েছে।

তো পরিকল্পনা ছাড়া কি আন্দোলন হয়? বিজয়ী ব্যক্তিরা বলেন পরিকল্পনা, পরাজিত ব্যক্তিরা বলেন ষড়যন্ত্র। পরাজিতদেরও একটা পরিকল্পনা ছিল। সেটা হলো পুলিশ, গোয়েন্দা আর ভাঁড় দিয়ে আজীবন রাজত্ব করে যাওয়া। সেই পরিকল্পনা মার খেয়েছে তরুণদের পরিকল্পনার কাছে। তরুণদের পরিকল্পনার মূলে ছিল একটি বিষয়—যতই গুলি করো, মারো, পিছু হটব না। অর্থ, বিত্ত, পদ, পদক পাওয়া অনুগত গোষ্ঠীর ওই মনোবল ছিল না। কারণ, তারা তো নানান ধান্দায় জুটেছিল।

এ দেশে সব স্তরের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে শামিল হয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমি দেখেছি, জেনেছি, প্রধান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তার শতভাগ নিশ্চয়তা পেয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন। আওয়ামী লীগের নেতারা কলকাতায় কামড়াকামড়ি করেছেন ওই সময়টিতে। এমপি সাহেবদের মুজিবনগর সরকার মাসিক ভাতা দিত। তাঁদের নীতিনৈতিকতাহীন জীবনযাপনের নানান খবর চাউর হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে তাঁরা একঘরে করে রেখেছিলেন। যুদ্ধের ঝাপটা গেছে অবরুদ্ধ দেশের কোটি কোটি মানুষের ওপর দিয়ে। সশস্ত্র প্রতিরোধে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানত পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্য এবং গ্রামের তরুণেরা। যদিও মুক্তিযুদ্ধের ফসল ছিনতাই করে নিয়েছিল একটি দল, একটি পরিবার।

মুক্তিযুদ্ধের চাপিয়ে দেওয়া বয়ান বেশি দিন আর টেকানো যাবে না।

আমরা অতীতে ফিরে যেতে চাই না। তার মানে অতীত মুছে ফেলা নয়। এটা মুছে ফেলা যায় না। কোনো দলের বয়ান শুরু '৭১ থেকে, কারও বয়ান শুরু '৭৫ থেকে। অথচ বাঙালির জীবনযাপন ও লড়াইয়ের ইতিহাস তো অনেক পুরোনো। অতীতের জাবর কেটে তো জীবন চলবে না। আমাদের তাকাতে হবে সামনের দিকে। এ প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের 'চিরঞ্জীব জগলুল' কবিতার দুটি লাইন উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না :

> কবে আমাদের কোন সে পুরুষে ঘৃত খেয়েছিল কেহ/
> আমাদের হাতে তারি বাস পাই, আজো করি অবলেহ!

আমরা শব্দ নিয়ে মারামারি করি বেশি। মাস্টারমাইন্ড, রিসেট বাটন, দ্বিতীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি। ইংরেজিতে বলে 'ফ্রেইজ-মংগারিং'। আমাদের শব্দযুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসা দরকার। আমরা দেখতে চাই কাজ। আসলে আমরা কী চাই? যে গণতন্ত্রের জন্য, বৈষম্যের অবসানের জন্য আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম, তা থেকে গেছে অধরা। পরপর তিনটি প্রজন্ম ভোটবঞ্চিত ছিল। এ দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোকের বয়স ৫০-এর নিচে, তাঁরা '৭১ দেখেননি। তাঁরা বড় হয়েছেন, বেড়ে উঠেছেন কর্তৃত্ববাদী একটা অনুদার, নৃশংস রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে। এটি পাল্টাতে হবে। এখন সময় জেগে ওঠার, ঘুরে দাঁড়ানোর।

এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই, এ দেশে পরস্পরবিরোধী দুটি স্রোতোধারা আছে। এটার শিকড় অনেক গভীরে। '৭১-এও এমনটা ছিল। তখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণে আমরা ছিলাম দিশাহারা। অনেক দ্বন্দ্বই তখন চাপা পড়েছিল, দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়নি। '৭২-এর সংবিধানেই একনায়ক তৈরির সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই সংবিধান আমরা মলম দিয়ে দিয়ে এখনো টেনে বেড়াচ্ছি।

আরেকটা কথা মাঝেমধ্যেই চাউর হয়, দেশে নাকি বিরাজনীতিকরণের প্রক্রিয়া চলছে। রাজনৈতিক দলগুলো মনে করে, তারাই দেশের মালিক। তারাই কেবল ক্ষমতার চর্চা করবে। তাদের মতে, রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় নেই মানে রাজনীতি নেই। অথচ রাজনৈতিক সচেতনতা আর দলবাজি তো এক জিনিস নয়। দেশটা তো ১৭ কোটি মানুষের। সবাই স্বপ্ন দেখে। সবাই দল করে না।

আমার বুঝে আসে না, একজন লেখাপড়া জানা মানুষ কী করে একটি পরিবারের পূজা করতে পারেন। অথচ রাজনীতির নামে আমরা এত দিন কী দেখেছি? এ দেশে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর চলেছে ব্যক্তিপূজা, পরিবারপূজা, নেতার কবরপূজা। এটাকে যদি রাজনীতি বলি, তাহলে 'বিরাজনীতিকরণে' তো কোনো সমস্যা দেখি না। আমি চাই বিরাজমান রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিবর্তন আসুক। আমার চাওয়াটা আমি প্রকাশ করলাম। আমরা সবাই যদি পরিবর্তন চাই, তাহলেই রাজনীতিটা বদলাবে, দেশ বদলে যাবে।

● **মহিউদ্দিন আহমদ** লেখক ও গবেষক

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত

নেতানিয়াহু যেভাবে পরাজয় বেছে নিলেন

ডেভিড এইচ হার্স্ট

ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন ত্যাগ করাতে আরব সরকারগুলোকে কয়েক দশক ধরে রাজি করানোর চেষ্টা করছে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র। ৭ অক্টোবর নেতানিয়াহুর নৃশংস প্রতিক্রিয়া সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে।

দুই কৌশল

একেবারে শুরু থেকেই নেতানিয়াহু ও হামাসের নতুন নির্বাচিত নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ারের দুটি অত্যন্ত স্পষ্ট কৌশল আছে। দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর নেতানিয়াহুর চারটি ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল—জিম্মিদের ফিরিয়ে আনা; ফিলিস্তিন ও লেবাননের সব প্রতিরোধ গোষ্ঠীকে ধ্বংস করা; ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি শেষ করা এবং তার প্রতিরোধের অক্ষকে দুর্বল করা; এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ইসরায়েলসহ অঞ্চলটিকে নিজেদের মতো করে ঢেলে সাজানো। খুব অল্প সময়েই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে নেতানিয়াহুর জিম্মিদের দেশে ফিরিয়ে আনার কোনো ইচ্ছা ছিল না। তিনি ইসরায়েলের নাগরিকদের বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করেছিলেন যে হামাসকে চাপ দিলে জিম্মিদের দ্রুত মুক্তি নিশ্চিত হবে। এটা ছিল নিতান্ত বাজে কথা। কারণ, অধিকাংশ জিম্মি ইসরায়েলের ফেলে দেওয়া বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্রের কারণে মারা গেছে। গাজায় এখনো আছে মাত্র ১০১ জন। আর জীবিত জিম্মিরা যদি ফিরে আসে, তাহলে জিম্মিদের জীবন নিয়ে একটা ডানপন্থী সরকারের ফায়দা লোটার অপরাধে নেতানিয়াহুকে লম্বা মেয়াদে কারাবাস করতে হতে পারে। হামাসকে ধ্বংস করতে নেতানিয়াহু ব্যর্থ হয়েছেন। তাই তিনি নতুন গতিতে লেবানন ও হিজবুল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেছেন। হামাস এখনো গাজার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বারবার চেষ্টা করেছে ইসরায়েল, কিন্তু সেখানে হামাসের বিকল্প হিসেবে অন্য কোনো বিশ্বাসযোগ্য শক্তি আবির্ভূত হয়নি।

নিষ্ঠুর একনায়কতন্ত্র

নেতানিয়াহুর চতুর্থ লক্ষ্য হলো ইসরায়েলকে মাথায় রেখে এই অঞ্চলকে পুনরায় সাজানো। ইসরায়েলি কর্মকর্তারা কেবল মার্কিন সাংবাদিকদের জানাতে খুব পছন্দ করেন যে 'মধ্যপন্থী সুন্নি' আরব নেতারা ইসরায়েলের আঞ্চলিক আধিপত্যের এজেন্ডাকে কেমন করে সমর্থন করছেন। মধ্যপন্থী বলতে তাঁরা পশ্চিমাপন্থী বোঝান। তাঁদের সবই চরম রকমের একনায়ক।

কিন্তু এখানে আবার ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র একই ভুল করে। সেই দেশগুলোর ধনী শাসকদের মৌখিক সমর্থন আর সেই দেশগুলোর জনগণ এক কথা নয়। সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানকে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে উদ্ধৃত করে তাদের দাবির সমর্থনে। কিন্তু পুরো উদ্ধৃতিটি এ রকম, 'আমার জনগণের ৭০ শতাংশ আমার চেয়ে কম বয়সী। তাদের বেশির ভাগ ফিলিস্তিন ইস্যু সম্পর্কে বেশি কিছু জানত না। নতুন সংঘাতের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো তারা এই সমস্যা নিয়ে পরিচিত হলো। এটা একটা বড় সমস্যা। আমি কি ফিলিস্তিনি ইস্যু নিয়ে চিন্তা করি? না। কিন্তু আমার জনগণ করে।'

আঞ্চলিক সংকটের সময়ে স্বৈরাচারী এই শাসকদের ফিলিস্তিন ইস্যুতে প্রতি জনগণের ক্ষোভের দিকে বেশি মনোযোগ দিতে হচ্ছে। এই তাঁদের দুর্বলতম জায়গা। সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহান আল-সৌদ ঘোষণা করেছেন যে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরেই তাঁরা ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করবেন। আর অদূর ভবিষ্যতে সেই সম্ভাবনা বাস্তব হবে বলে মনে হয় না।

ইয়াহিয়া সিনওয়ারের লক্ষ্য

এবার হামাস নেতা সিনওয়ারের দুটি কৌশলগত লক্ষ্যে আসা যাক। সিনওয়ারের মূল লক্ষ্য এক কথায় দখলদারত্বকে ইসরায়েলের জন্য আরও ব্যয়বহুল করতে হবে। তিনি বলেন, 'আমাদের প্রতিরোধকে সব রকমে বাড়াতে হবে। দখলদারি কর্তৃপক্ষের দখলদারির ব্যয় বাড়িয়ে দিতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের জনগণের মুক্তি এবং প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্য অর্জনের একমাত্র উপায়।'

বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু

আরেক বক্তৃতায় ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগ করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা মেনে নিতে বাধ্য করার কথা বলে বলেছেন, 'হয় আমরা বিশ্বের সঙ্গে মিলে তাদের এই জিনিসগুলো করতে তাদের বাধ্য করব... অথবা আমরা এই দখলদারত্বকে পুরো আন্তর্জাতিক ইচ্ছার সঙ্গে প্রবলভাবে বিরোধপূর্ণ করে একে বিচ্ছিন্ন করব। আর তা এমনভাবে করব, যেন তারা এই অঞ্চলে এবং সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে এক হতে না পারে।'

প্রথম বিচারে, হামাস নিশ্চিত রূপেই ইসরায়েলের দখলদারিকে আরও ব্যয়বহুল করে তুলতে পেরেছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ১ হাজার ৬৬৪ ইসরায়েলি নিহত হয়েছে। এর মধ্যে ৭০৬ জন সৈন্য। ১৭ হাজার ৮০৯ জন আহত হয়েছে। প্রায় ১ লাখ ৪৩ হাজার ইসরায়েলি নাগরিককে তাদের বাড়িঘর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

ইসরায়েল থেকে টাকা বাইরে পাঠানো শুরু হয়ে গেছে। *ইকোনমিস্ট*-এর প্রতিবেদন মতে, 'মে এবং জুলাইয়ের মধ্যে দেশের ব্যাংক থেকে বিদেশি প্রতিষ্ঠানে টাকা পাঠানো গত বছরের একই সময়ের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে। ইসরায়েলের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারকেরা সংঘাত শুরু হওয়ার সময় এতটা উদ্বিগ্ন ছিলেন না। এখন তাঁরা বেশি চিন্তিত।

সময়ের ব্যাপার

সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে যে সিনওয়ারের কৌশল বেশি কাজ করছে বলে মনে হয়। সিনওয়ার বেঁচে থাকুন বা ইসরায়েলের হামলায় মারা যান, তাঁদের উদ্দেশ্যের নিজস্ব একটা অপ্রতিরোধ্য গতি আছে।

বাইডেনের দুর্বলতা বা ডোনাল্ড ট্রাম্পের সম্ভাব্য আগমনে উৎসাহিত হয়ে নেতানিয়াহু সম্ভবত বোকার মতো ভাবছেন যে তিনি উত্তর গাজা এবং দক্ষিণ লেবানন দখল করতে পারবেন। এই সম্ভাব্য নতুন দখলের মধ্যে পশ্চিম তীরের বেশির ভাগ অংশ যে থাকবে, তা প্রায় নিশ্চিত।

কিন্তু নেতানিয়াহু গাজা, লেবানন বা পশ্চিম তীরে যা করতে পারবেন না, তা হলো তিনি যা শুরু করেছেন, তা শেষ করা। যা অ্যারিয়েল শ্যারনকে গাজা থেকে সরে যেতে বাধ্য করেছে বা লেবানন থেকে এহুদ বারাককে; তা গাজা ও লেবাননে নেতানিয়াহুর জন্যও প্রযোজ্য হবে। এটা সময়ের ব্যাপারমাত্র। নেতানিয়াহুর যুদ্ধ স্বল্পমেয়াদি ও কৌশলগত। সিনওয়ারের যুদ্ধ দীর্ঘমেয়াদি। ইসরায়েলকে বুঝতে হবে শান্তি চাইলে দখলকৃত ভূমি তাকে ছাড়তে হবে।

নেতানিয়াহুর যুদ্ধ এক বছরের পুরোনো। গাজা, দক্ষিণ লেবাননের মতো ধ্বংসযজ্ঞ তিনি চালিয়ে যেতে পারেন। তাঁর কোনো রিভার্স গিয়ার নেই। আর সিনওয়ারের যুদ্ধ মাত্র শুরু হয়েছে। কে জিতবে এই যুদ্ধে? তা নির্ভর করে নির্যাতিতদের সহনশীলতার মাত্রার ওপর। যুদ্ধের এক বছর পরে ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধের মনোবল আরও বেড়েছে। এই লড়াই কেবল শুরু। মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষমতার সমীকরণ আসলেই বদলে গেছে, কিন্তু তা ইসরায়েল বা আমেরিকার অনুকূলে নয়।

ডেভিড হার্স্ট, মিডল ইস্ট আই-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান সম্পাদক

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত
অনুবাদ **জাভেদ হুসেন**

চিঠিপত্র

অধিভুক্ত কলেজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজ এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। পড়াশোনার মান বাড়ানোর জন্য ২০১৭ সালে সরকারি এসব কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়।

কিন্তু শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার মান ভালো করার চেয়ে খারাপ হয়েছে বেশি। বিভিন্ন সময় নানা প্রতিকূল অবস্থা পার করে আসতে হয়েছে অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজশিক্ষার্থীদের। বিভিন্ন কারণে যথাসময়ে পাস করতে না পারা শিক্ষার্থীদের আগে এক বছর জরিমানা ফি ছিল পাঁচ হাজার টাকা। এখন সেটা বৃদ্ধি করে ১০ হাজার করা হয়েছে। দুই বছর জরিমানা ফি দিতে হবে ২০ হাজার এবং তিন বছর জরিমানা ফি ধরা হয়েছে ৩০ হাজার টাকা। এভাবে প্রতিটি জায়গায় টাকা বাড়ানো হয়েছে।

অভিযোগ আছে, চূড়ান্ত পরীক্ষায় গণহারে ফেল করিয়ে আয়ের উৎস বানানো হয়েছে সাত কলেজকে। সরকারি সাত কলেজের পড়াশোনার মান আগের চেয়ে ভালো হওয়ার কথা, কিন্তু ভালো তো হচ্ছেই না; বরং প্রশাসনের লালফিতার দৌরাত্ম্য থামানোর কেউ নেই। শিক্ষার্থীদের থেকে বেশি টাকা আদায় এবং গণহারে ফেল করানো—এই সব করে শিক্ষার মানোন্নয়ন করা যায় না। এতে আরও বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে।

সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা রেজিস্ট্রার ভবনে গেলে হয়রানি হতে হয় তাঁদের। সাত কলেজের শিক্ষার মানোন্নয়ন করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনো মনিটরিং করা হচ্ছে না। আমরা সাত কলেজ শিক্ষার্থীরা এসব সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে চাই। শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা কোনোভাবেই মানা যায় না।

জাহাঙ্গীর হাওলাদার
ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা কলেজ

ধর্ম

ইসলামে কন্যাসন্তানের গুরুত্ব ও মর্যাদা

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

কন্যাসন্তান মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ামত। কন্যাসন্তান সৌভাগ্যের নিদর্শন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যার ঘরে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করল, অতঃপর সে তাকে কষ্টও দেয়নি, তার ওপর অসন্তুষ্টও হয়নি এবং পুত্রসন্তানকে অগ্রাধিকার বা প্রাধান্য দেয়নি, তাহলে ওই কন্যার কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।' (মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২২৩)

আল্লাহ তাআলা কাউকে কন্যাসন্তান দান করেন আবার কাউকে পুত্রসন্তান, কাউকে আবার কোনো সন্তানই দান করেন না।

এ বণ্টনও আল্লাহ তাআলার হিকমত ও কল্যাণ-জ্ঞানের ভিত্তিতেই। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন, অথবা তাদের দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা করে দেন বন্ধ্যা। তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান।' (সুরা-৪২ শুরা, আয়াত : ৪৯-৫০)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'ওই নারী বরকতময়ী ও সৌভাগ্যবতী, যার প্রথম সন্তান মেয়ে হয়। কেননা কোরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা মেয়েকে আগে উল্লেখ করে বলেছেন, তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন।' (কানজুল উম্মাল, ১৬: ৬১১)

অনেকে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণে অসন্তুষ্ট হন। নাউজুবিল্লাহ! এটি জাহিলি যুগের কাফিরদের মনোভাব। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তাদের কাউকে যখন কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সুসংবাদ দেওয়া হয় তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে; সে চিন্তা করে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে নাকি মাটিতে পুঁতে দেবে? সাবধান! তারা যে সিদ্ধান্ত নেয়, তা কত নিকৃষ্ট!' (সুরা-১৬ নাহাল, আয়াত : ৫৮-৫৯)

প্রিয় নবীজি (সা.) কন্যাসন্তানের সম্মান, স্নেহ ও মহব্বতের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তির তিনটি কন্যাসন্তান বা তিনজন বোন আছে। আর সে তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করেছে, তাদের নিজের জন্য অসম্মানের কারণ মনে করেনি, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (তিরমিজি : ১৯১২) 'কারও যদি তিনটি মেয়ে কিংবা বোন থাকে অথবা দুটি মেয়ে বা বোন থাকে, আর সে তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাদের সঙ্গে সদাচার করে, তবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (মুসনাদে আহমদ : ১১৪০৪, আদাবুল মুফরাদ-বুখারি : ৭৯)

> 'যে ব্যক্তি দুজন কন্যাসন্তানকে লালনপালন করল এবং বিয়ের সময় হলে সুপাত্রস্থ করল, সে এবং আমি জান্নাতে এমনভাবে একসঙ্গে থাকব, যেভাবে দুটো আঙুল থাকে।' (তিরমিজি : ১৯১৪, মুসলিম : ২৬৩১, মুসনাদে আহমদ : ১২০৮৯)

'যে ব্যক্তি দুজন কন্যাসন্তানকে লালনপালন করল এবং বিয়ের সময় হলে সুপাত্রস্থ করল, সে এবং আমি জান্নাতে এমনভাবে একসঙ্গে থাকব, যেভাবে দুটো আঙুল থাকে।' (তিরমিজি : ১৯১৪, মুসলিম : ২৬৩১, মুসনাদে আহমদ : ১২০৮৯)

'যার তিনটি কন্যাসন্তান থাকবে এবং সে তাদের কষ্ট-যাতনায় ধৈর্য ধরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, 'হে আল্লাহর রাসুল! যদি দুজন হয়?' উত্তরে তিনি বললেন, 'দুজন হলেও।' লোকটি আবার প্রশ্ন করল, 'হে আল্লাহর রাসুল! যদি একজন হয়?' তিনি বললেন, 'একজন হলেও।' (বায়হাকি, শুআবুল ইমান : ৮৩১১)।

কন্যাসন্তান জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তিকে কন্যাসন্তান লালনপালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সে ধৈর্যের সঙ্গে তা সম্পাদন করেছে, সেই কন্যাসন্তান তার জন্য জাহান্নাম থেকে আড়াল হবে।' (তিরমিজি : ১৯১৩)

● **মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী**
যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি; সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম
smusmangonee@gmail.com

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

নিয়ত বায়ু বায়ুপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভূপৃষ্ঠের উচ্চচাপ বলয় থেকে নিম্নচাপ বলয়ের দিকে যে বায়ু সারা বছর প্রবাহিত হয়, তাকে 'নিয়ত বায়ু' বলে।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

বাংলা | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

১ম অধ্যায়

 # এক কথায় প্রকাশ

প্রশ্ন : আমরা আমাদের শিক্ষককে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে কী বলে সম্বোধন করি?
উত্তর : আপনি।
প্রশ্ন : কী ভেদে যোগাযোগের ভাষা পরিবর্তন করতে হয়?
উত্তর : মর্যাদাভেদে।
প্রশ্ন : ঘনিষ্ঠ বা সমবয়সী বা ছোট কাউকে কী বলে সম্বোধন করি?
উত্তর : তুই।
প্রশ্ন : বিশেষ্য বা নাম শব্দের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে কী বলে?
উত্তর : সর্বনাম।
প্রশ্ন : মর্যাদাভেদে সর্বনাম কয় প্রকার ও কী কী?
উত্তর : তিন প্রকার— সাধারণ সর্বনাম, মানী সর্বনাম ও ঘনিষ্ঠ সর্বনাম।
প্রশ্ন : 'তুই কাজটি করলি।'— কোন রূপের সর্বনাম?
উত্তর : ঘনিষ্ঠ সর্বনাম।
প্রশ্ন : 'আপনি কাজটি করলেন।'— কোন রূপের ক্রিয়া?
উত্তর : মানী সর্বনাম।
প্রশ্ন : পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝে যোগাযোগ করতে পারাকে কী বলে?
উত্তর : যোগাযোগের প্রাসঙ্গিকতা।
প্রশ্ন : মানুষের বোধ বা কোনো কিছু বুঝতে পারার ক্ষমতাকে কী বলে?
উত্তর : যোগাযোগের প্রাসঙ্গিকতা।
প্রশ্ন : কোন প্রক্রিয়ায় প্রধানত দুটি কাজ— নিজের চিন্তা-অনুভূতি-চাহিদা প্রকাশ করা হয় এবং অন্যের চিন্তা-অনুভূতি-চাহিদা বোঝার চেষ্টা করা হয়?
উত্তর : যোগাযোগ।
প্রশ্ন : যে উপায় বা পদ্ধতি অবলম্বন করে মানুষ যোগাযোগ করে, তাকে কী বলে?
উত্তর : যোগাযোগের মাধ্যম।
প্রশ্ন : বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করতে যা ব্যবহার করা হয়, তাকে কী বলা হয়?
উত্তর : যোগাযোগের উপকরণ।
প্রশ্ন : কোন যোগাযোগের ক্ষেত্রে লেখা ও পড়ার কাজটিই মুখ্য?
উত্তর : লিখিত মাধ্যমে।
প্রশ্ন : বাক্‌প্রত্যঙ্গ, কান, হাত, আঙুল, চোখ, ইশারা ইত্যাদি কোন ধরনের উপকরণ?
উত্তর : প্রত্যক্ষ উপকরণ।
প্রশ্ন : ভাষণ বা বক্তৃতা কোন মাধ্যমের যোগাযোগের নমুনা?
উত্তর : প্রত্যক্ষ মাধ্যম।

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মেজবাহউদ্দিন আহমেদ, *প্রভাষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৪

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কত মানুষ প্রাণ হারান?
   ক. প্রায় ১ কোটি খ. প্রায় ২ কোটি
   গ. প্রায় ৩ কোটি ঘ. প্রায় ৬ কোটি
২. যুবরাজ ফারডিনাণ্ড কোন সাম্রাজ্যের যুবরাজ ছিলেন?
   ক. অস্ট্রো সাম্রাজ্যের
   খ. হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের
   গ. অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের
   ঘ. সোভিয়েত সাম্রাজ্যের
৩. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কোন শক্তির পরাজয় ঘটে?
   ক. অক্ষ শক্তির খ. মিত্র শক্তির
   গ. উত্তর শক্তির ঘ. দক্ষিণ শক্তির
৪. কোন চুক্তির মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল?
   ক. ভার্সাই চুক্তির মধ্যে
   খ. মার্কিন চুক্তির মধ্যে
   গ. জাপান চুক্তির মধ্যে
   ঘ. কাশ্মীর চুক্তির মধ্যে
৫. 'যুদ্ধকে জয় করা গেছে, শান্তিকে নয়'— উক্তিটি কার?
   ক. বিজ্ঞানী নিউটনের
   খ. বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের
   গ. বিজ্ঞানী মাদাম কুরির
   ঘ. বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর
৬. কত সালে আটলান্টিক সনদ স্বাক্ষরিত হয়?
   ক. ১৯৪০ সালে খ. ১৯৪১ সালে
   গ. ১৯৪৩ সালে ঘ. ১৯৪৪ সালে
৭. জাতিসংঘ সনদের ধারা কয়টি?
   ক. ৫১টি খ. ৭১টি
   গ. ১০১টি ঘ. ১১১টি
৮. প্রতিবছর কত তারিখে জাতিসংঘ দিবস পালিত হয়?
   ক. ১ মে খ. ১২ জুন
   গ. ২৪ জুলাই ঘ. ২৪ অক্টোবর
৯. জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক দেশ কয়টি?
   ক. ২টি খ. ৩টি
   গ. ৪টি ঘ. ৫টি
১০. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্যরাষ্ট্র?
   ক. ১১৬তম খ. ১২৬তম
   গ. ১৩১তম ঘ. ১৩৬তম

সঠিক উত্তর
১. ঘ ২. গ ৩. ক ৪. ক ৫. খ ৬. খ ৭. ঘ ৮. ঘ ৯. ক ১০. ঘ

এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি-২০২৫

বাংলা ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. সুজাউদ দৌলা, *সহকারী অধ্যাপক*
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

কবিতা : বিদ্রোহী

১. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি কার বুকের ক্রন্দনশ্বাস?
   ক. বঞ্চিতের খ. বিধবার
   গ. পরশুরামের
   ঘ. ইস্রাফিলের
২. 'এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য'—এখানে কবি কাজী নজরুল ইসলামের কোন সত্তা প্রকাশ পেয়েছে?
   ক. প্রেম ও দ্রোহ
   খ. বিদ্রোহী ও বংশীবাদক
   গ. বিদ্রোহী ও অত্যাচারিত
   ঘ. বিদ্রোহী ও বীর যোদ্ধা
৩. 'বিদ্রোহী' কবিতায় ক্ষ্যাপা কে?
   ক. দুর্বাসা খ. অর্ফিয়াস
   গ. শিব
   ঘ. ইস্রাফিল
৪. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কার দণ্ডের কথা আছে?

কবি কাজী নজরুল ইসলাম

   ক. পিণাক-পাণির
   খ. ইস্রাফিলের
   গ. ধর্মরাজের
   ঘ. অর্ফিয়াসের
৫. বাংলাদেশের জাতীয় কবি কে?
   ক. জসীমউদ্‌দীন
   খ. কাজী নজরুল ইসলাম
   গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
   ঘ. শামসুর রাহমান
৬. কত বছর বয়সে কাজী নজরুল ইসলাম লেটোর দলে যোগদান করেন?
   ক. ৮ বছর খ. ১০ বছর
   গ. ১২ বছর ঘ. ১৫ বছর
৭. গ্রামের মক্তবে কাজী নজরুল ইসলাম কত বছর শিক্ষকতা করেন?
   ক. ১ বছর খ. ২ বছর
   গ. ৩ বছর ঘ. ৫ বছর
৮. লেটোর দলের জন্য কাজী নজরুল ইসলাম কোনটি রচনা করেন?
   ক. কবিতা খ. নাটক
   গ. সংলাপ ঘ. পালাগান
৯. কবির শির দেখে কী নতশির হয়ে যায়?
   ক. হিমালয় শিখর
   খ. পৃথিবীর বৃক্ষরাজি
   গ. পৃথিবীর মানুষ
   ঘ. অত্যাচারী শাসককুল
১০. 'শির নেহারি' আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!'— এখানে মূলত কী প্রকাশ পেয়েছে?
   ক. তীব্র আত্মবিশ্বাস
   খ. চরম দুঃসাহস
   গ. প্রবল অহংকার
   ঘ. বিপুল প্রত্যাশা

সঠিক উত্তর
বিদ্রোহী : ১. খ ২. ক ৩. ক ৪. গ ৫. খ ৬. গ ৭. ক ৮. ঘ ৯. ক ১০. ক

অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বাংলা | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

খন্দকার আতিক, *শিক্ষক*
উইল্‌স লিট্‌ল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৩

১. 'রবীন্দ্রনাথ' রচনার লেখক কে?
   ক. হায়াৎ মামুদ খ. হায়াত মাহমুদ
   গ. হায়াত মামুদ ঘ. হায়াৎ মাহমুদ
২. যেন এক গোলকধাঁধা সারাটা বাড়ি—কার বাড়ি?
   ক. হায়াৎ মামুদ খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
   গ. রাবেয়া খাতুন ঘ. সেলিনা হোসেন
৩. কয় নম্বর বাড়িটি ছিল বৈঠকখানা?
   ক. ২ নম্বর খ. ৩ নম্বর
   গ. ৪ নম্বর ঘ. ৫ নম্বর
৪. জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িটির গোড়াপত্তন করেছিলেন?
   ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
   খ. প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর
   গ. নীলমণি ঠাকুর
   ঘ. নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. বেহারারা বাঁকে করে কলসি ভরে মাঘ-ফাল্গুনে কোত্থেকে পানি আনত?
   ক. পদ্মা থেকে খ. মেঘনা থেকে
   গ. যমুনা থেকে ঘ. গঙ্গা থেকে

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬. সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে তেলের আলো জ্বালিয়ে দিত কে?
   ক. ফরাস খ. চাকর
   গ. চাকরানি ঘ. গৃহকর্মী
৭. রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে কয়টি উঠান ছিল?
   ক. এক-দুইটে খ. দুই-তিনটে
   গ. তিন-চারটে ঘ. চার-পাঁচটে
৮. 'আমি ছিলুম সংসার-পদ্মার বালুচরের দিকে, অনাদরের কূলে—কে বলেছেন?
   ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
   খ. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
   গ. নীলমণি ঠাকুর
   ঘ. দ্বারকানাথ ঠাকুর
৯. ছেলেবেলায় বাবা-মা, ভাই-বোনদের আদর-যত্ন পাননি কে?
   ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
   খ. নজরুল ইসলাম
   গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
   ঘ. হায়াৎ মামুদ
১০. রাতে ঘুমানোর সময় রবীন্দ্রনাথকে কে গল্প শোনায়?
   ক. প্যারী খ. শঙ্করী
   গ. ফরাস ঘ. তিনকড়ি দাসী
১১. পাঁচ-ছয় বছর থেকে রবীন্দ্রনাথ কাদের তত্ত্বাবধানে মানুষ হন?
   ক. বাবা-মায়ের খ. চাকর-বাকরদের
   গ. ভাই-বোনদের ঘ. দাদা-দাদির
১২. রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল কেটেছে কীভাবে?
   ক. বিলাসিতায় খ. আরাম-আয়েশে
   গ. গরিবি হালে ঘ. শান-শওকতে
১৩. সাজগোজের আসবাব আছে কোথায়?
   ক. টিনের বাক্সে খ. টিনের ওপরে
   গ. কলসের ভেতরে
   ঘ. ব্যাগের ভেতরে

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৩ : ১. ক ২. খ ৩. ঘ ৪. গ ৫. ঘ ৬. ক ৭. গ ৮. ক ৯. ক ১০. ঘ ১১. খ ১২. গ ১৩. ক

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

পৌরনীতি ও নাগরিকতা
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৩

১. আইনের মূল কথা কোনটি?
   ক. আইনের চোখে সবাই সমান
   খ. বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে
   গ. ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক
   ঘ. রীতিনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত
২. রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে কেন?
   ক. নাগরিকের সুখ-শান্তির জন্য
   খ. বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য
   গ. শত্রুর মোকাবিলা করতে
   ঘ. প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে
৩. আইনের শাসনের তাৎপর্যগত দিক কোনটি?
   ক. আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান
   খ. বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে
   গ. ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক
   ঘ. রীতিনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত
৪. আইন ছাড়া সমাজে কোনটি প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব?
   ক. সাম্য খ. মানবিকতা
   গ. কর্তৃত্ব ঘ. নৈতিকতা
৫. আইনের মূল উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলে কী পাওয়া যায়?
   ক. স্বাধীনতা অর্জন
   খ. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন
   গ. অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া
   ঘ. সাম্য প্রতিষ্ঠা
৬. রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমাদের কোনটি জানা আবশ্যক বলে তোমার মনে হয়?
   ক. স্রষ্টার ক্ষমতা
   খ. নাগরিক জীবনে আইনের শাসনের গুরুত্ব
   গ. সামাজিক প্রথা ঘ. ধর্মীয় বিধিবিধান
৭. 'সমাজের যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তিই হচ্ছে আইন'—কে বলেছেন?
   ক. অ্যারিস্টটল খ. অধ্যাপক হল্যান্ড
   গ. গার্নার ঘ. স্যামন্ড

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৩ : ১. ক ২. ক ৩. ক ৪. ক ৫. ঘ ৬. খ ৭. ক

আগামীকাল থাকবে

- **নবম শ্রেণি** : বাংলা, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- **এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বাংলা ১ম পত্র
- **অষ্টম শ্রেণি** : বাংলা
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : ভূগোল ও পরিবেশ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
- **পরীক্ষার সময়সূচি** : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩ সালের বিএড (অনার্স) ২য় বর্ষ ৩য় সেমিস্টার পরীক্ষার সময়সূচি, যশোর শিক্ষাবোর্ডের ২০২৪ সালের ১০ম শ্রেণির নির্বাচনি পরীক্ষার সময়সূচি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৩

৯. ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত লিখিত তথ্য, ছবি, শব্দ বা ভিডিও কোন ধরনের কনটেন্ট?
   ক. ই-সেবা খ. কুয়েরি
   গ. ডিজিটাল কনটেন্ট ঘ. শ্বেতপত্র
১০. ব্লগপোস্ট ডিজিটাল মাধ্যমে কী ধরনের কনটেন্ট?
   ক. লিখিত কনটেন্ট খ. শব্দ
   গ. অ্যানিমেশন ঘ. চিত্র
১১. ব্লগপোস্ট করার জন্য কোনটি প্রয়োজন?
   ক. শব্দ খ. ইন্টারনেট
   গ. সংবাদপত্র ঘ. শ্বেতপত্র
১২. ই-বুক, সংবাদপত্র ডিজিটাল মাধ্যমে কী ধরনের কনটেন্ট?
   ক. শব্দ খ. বই
   গ. টেক্সট ঘ. ভিডিও
১৩. নিবন্ধ ও শ্বেতপত্র কোন ধরনের কনটেন্ট?
   ক. শব্দ খ. টেক্সট
   গ. গ্রাফিকস ঘ. ভিডিও
১৪. ক্যামেরায় তোলা ছবি, ইনফো গ্রাফিকস, হাতে আঁকা ছবি, অ্যানিমেটেড ছবি ও কার্টুন ছবি কী ধরনের কনটেন্ট?
   ক. শব্দ খ. ছবি
   গ. শ্বেতপত্র ঘ. ভিডিও
১৫. শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠী কোন শিল্প কাজে লাগিয়ে স্বাবলম্বী হতে পারে?
   ক. ইন্টারনেট খ. ফ্রিল্যান্সিং
   গ. মোবাইল ঘ. কম্পিউটার
১৬. কম্পিউটারে সৃষ্ট সব ধরনের ছবি কোন ধরনের কনটেন্ট?
   ক. শব্দ খ. ভিডিও
   গ. ছবি ঘ. টেক্সট
১৭. শব্দ বা অডিও আকারের সব কনটেন্ট কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত?
   ক. ভিডিও খ. অডিও
   গ. টেক্সট ঘ. পিকচার
১৮. কোনটি অডিও কনটেন্ট?
   ক. ইন্টারনেট খ. কার্টুন
   গ. ইনফো গ্রাফিকস
   ঘ. ইন্টারনেটে প্রচারিত ব্রডকাস্ট
১৯. ইনফো গ্রাফিকস কিসের উদাহরণ?
   ক. ছবি খ. টেক্সট
   গ. ভিডিও স্ট্রিমিং ঘ. অ্যানিমেশন
২০. ইন্টারনেটে প্রচারিত ব্রডকাস্ট কোন ধরনের ডিজিটাল কনটেন্ট?
   ক. শ্বেতপত্র খ. অডিও কনটেন্ট
   গ. ছবি ঘ. ভিডিও
২১. নিচের কোনটি অডিও কনটেন্টের আওতাভুক্ত?
   ক. ভিডিও ফাইল খ. অডিও ফাইল
   গ. লিখিত ফাইল ঘ. কম্পিউটারের ফাইল
২২. ইন্টারনেটে প্রচারিত ব্রডকাস্ট কিসের অন্তর্ভুক্ত?
   ক. অডিও খ. শব্দ
   গ. লিখিত কনটেন্ট ঘ. চিত্র
২৩. অ্যানিমেশন কী ধরনের কনটেন্ট?
   ক. অ্যানালগ খ. ভিডিও কনটেন্ট
   গ. ই-বুক ঘ. পিডিএফ
২৪. ভিডিও শেয়ারিং সাইটে শেয়ার করা ভিডিও কোন ধরনের ডিজিটাল কনটেন্ট?
   ক. ছবি খ. ভিডিও
   গ. অ্যানিমেশন ঘ. শব্দ
২৫. ইন্টারনেটে কোনো ঘটনার ভিডিও সরাসরি প্রচারিত হওয়াকে কী বলে?
   ক. অ্যানিমেশন খ. শেয়ারিং
   গ. ওয়েবিনার ঘ. ভিডিও স্ট্রিমিং
২৬. ভিডিও ও অ্যানিমেশন কনটেন্টের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে—
   i. ভিডিও স্ট্রিমিং ii. অ্যানিমেটেড ছবি
   iii. ইউটিউব ভিডিও
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii খ. i ও iii
   গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৭ ও ২৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
টিভিতে দুপুর আড়াইটায় করোনা নিয়ে বুলেটিন প্রচারিত হচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেলে স্বপন সঙ্গে সঙ্গে তার ল্যাপটপে ইন্টারনেট সংযোগ দিয়ে উক্ত খবর লাইভ দেখতে লাগল।

২৭. স্বপন ইন্টারনেট সংযোগে যে কাজটি করল, তাকে কী বলে?
   ক. ইন্টারনেট ব্রাউজিং
   খ. ভিডিও স্ট্রিমিং
   গ. অ্যানিমেশন ঘ. ব্লগপোস্ট
২৮. স্বপন যে ধরনের ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার করেছে, তার বৈশিষ্ট্য—
   i. এটি মোবাইল ফোনে ব্যবহারযোগ্য
   ii. এতে লিখিত তথ্যের পরিমাণ বেশি
   iii. এতে অ্যানিমেশন যোগ করা যায়
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii খ. i ও iii
   গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ১ : ৯. গ ১০. ক ১১. খ ১২. গ ১৩. খ ১৪. খ ১৫. খ ১৬. গ ১৭. খ ১৮. ঘ ১৯. ক ২০. খ ২১. খ ২২. ক ২৩. খ ২৪. খ ২৫. ঘ ২৬. খ ২৭. খ ২৮. খ

ভূগোল ও পরিবেশ
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. শাকিরুল ইসলাম, *প্রভাষক*
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৪

৫০. হেনরি পর্বত কোথায় অবস্থিত?
   ক. জাপানে খ. যুক্তরাষ্ট্রে
   গ. ফিলিপাইনে ঘ. জার্মানিতে
৫১. 'ব্ল্যাক ফরেস্ট' কী?
   ক. কালো বন খ. পাহাড়ি বন
   গ. পর্বত ঘ. নদী
৫২. পিনাটুবো পর্বত কোথায় অবস্থিত?
   ক. ভারতে খ. বাংলাদেশে
   গ. জাপানে ঘ. ফিলিপাইনে
৫৩. সাতপুরা আগ্নেয় পর্বত কোন দেশে অবস্থিত?
   ক. ভারতে খ. আফ্রিকায়
   গ. জার্মানিতে ঘ. রাশিয়ায়
৫৪. বিন্ধ্যা পর্বত কোন দেশের অন্তর্গত?
   ক. জার্মানি খ. বাংলাদেশ
   গ. ভারত ঘ. শ্রীলঙ্কা
৫৫. ভিসুভিয়াস পর্বত কোন দেশে অবস্থিত?
   ক. জার্মানি খ. ইতালি
   গ. জাপান ঘ. যুক্তরাষ্ট্র
৫৬. অবস্থানের ভিত্তিতে মালভূমি কত ধরনের হয়?
   ক. ২ ধরনের খ. ৩ ধরনের
   গ. ৪ ধরনের ঘ. ৫ ধরনের
৫৭. ভূত্বকের নিচের স্তর কোনটি?
   ক. সিয়াল খ. সিমা
   গ. সিম ঘ. সিলিকা
৫৮. ভূত্বক কী দ্বারা গঠিত?
   ক. পারদ খ. গন্ধক
   গ. তামা ঘ. শিলা
৫৯. গ্রানাইট কিসে রূপান্তরিত হয়?
   ক. স্লেটে খ. নিসে
   গ. গ্রাফাইটে ঘ. মার্বেলে
৬০. শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় কেন?
   ক. প্রাকৃতিক কারণে
   খ. শিলা অপসারণের কারণে
   গ. নগ্নীভবনের কারণে
   ঘ. বৃষ্টির কারণে
৬১. নদীর জীবনচক্রের কোন ধরনের পর্যায়ে নিম্নগতি দেখা যায়?
   ক. প্রথম পর্যায়ে খ. মাঝামাঝি পর্যায়ে
   গ. শেষ পর্যায়ে ঘ. সব পর্যায়ে

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ৫০. খ ৫১. গ ৫২. ঘ ৫৩. ক ৫৪. গ ৫৫. খ ৫৬. খ ৫৭. খ ৫৮. ঘ ৫৯. খ ৬০. ক ৬১. গ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

নোটিশ বোর্ড

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামে ভর্তি

■ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত মাস্টার অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা) তৃতীয় ব্যাচ, জানুয়ারি ২০২৫ ব্যাচে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
ক্লাস অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি শুক্র ও শনিবার টিউটোরিয়াল ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্ত পূরণকারী যেকোনো শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবেন।
দুই বছর মেয়াদি চার সেমিস্টারে (প্রতি সেমিস্টার ছয় মাস) মোট ১৬টি কোর্স (৬৪ ক্রেডিট) সম্পন্ন করত হবে।
এমডিএম প্রোগ্রামের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ পাঁচ বছর পর্যন্ত বহাল থাকবে। এ সময়কালে শিক্ষার্থী প্রোগ্রামটি সম্পন্ন করার সুযোগ পাবেন।

আবেদনের যোগ্যতা
মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষাসহ যেকোনো বিষয়ে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ থেকে তিন/চার বছর মেয়াদি স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীরা এমডিএম প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

ভর্তিসংক্রান্ত তথ্য
শুধু অনলাইনে আবেদন করা যাবে : https://osapsnew.bou.ac.bd
অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ : ৩০ নভেম্বর ২০২৪।
প্রাথমিক মনোনীত তালিকা প্রকাশ : ৪ ডিসেম্বর ২০২৪।
মৌখিক পরীক্ষা : ১২-১৩ ডিসেম্বর ২০২৪।
চূড়ান্ত নির্বাচিত তালিকা প্রকাশ : ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট : www.bou.ac.bd

যশোর শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি নির্বাচনি পরীক্ষার ফরম পূরণের তথ্য

■ যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২৫ সালের এসএসসির নির্বাচনি পরীক্ষার ফলাফল ২৭ নভেম্বরের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে। ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষা ফরম পূরণ ১ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে শুরু হবে।

রাশিয়ায় ব্যবসা বিক্রি করেছে ইউনিলিভার | রাশিয়া ও বেলারুশে থাকা নিজেদের সব ধরনের ব্যবসা বিক্রি করে দিয়েছে ব্রিটিশ বহুজাতিক কোম্পানি ইউনিলিভার। সিএনএন

সংক্ষেপে

দুই ব্যাংক ও এক সংস্থার চেয়ারম্যান অপসারিত

বেসিক ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও আনোয়ার খান মডার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক আবুল হাসেম এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের (বিকেবি) চেয়ারম্যান সাবেক সচিব মো. নাসিরুজ্জামানকে অপসারণ করেছে সরকার। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ গত বুধবার আলাদা দুটি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে তাঁদের অপসারণ করে। আবুল হাসেম বেসিক ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদে প্রথমে ২০২০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তিন বছরের জন্য ও পরে ২০২৩ সালের ১৫ নভেম্বর পুনর্নিয়োগ পান। বিকেবির চেয়ারম্যান হিসেবে সাবেক সচিব মো. নাসিরুজ্জামান তিন বছরের জন্য প্রথম নিয়োগ পেয়েছিলেন ২০২০ সালের ১৫ ডিসেম্বর। চলতি বছরের ৪ জানুয়ারি তিনি পুনর্নিয়োগ পান। এদিকে জীবন বীমা করপোরেশনে নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ দিয়েছে সরকার। গত বুধবার সাবেক সচিব মো. আসাদুল ইসলামকে প্রত্যাহার করে এ সংস্থার চেয়ারম্যান পদে তিন বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয় জনপ্রশাসনসচিব মো. মোখলেস উর রহমানকে। আসাদুল ইসলাম একই পদে দুবার নিয়োগ পাওয়া।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবসার সুযোগে পরিণত হয়েছে

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা সমস্যা নয়, বরং এটি ব্যবসার সুযোগে পরিণত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এখন বাস্তবতা। এই ঝুঁকিকে শুধু কমপ্লায়েন্স ইস্যু না ভেবে ব্যবসায়িক কৌশলগত সমস্যা হিসেবে দেখা দরকার। এর ফলে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যবসাকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব। ঢাকায় দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট অ্যাকশন ফোরাম' শীর্ষক এক সম্মেলনে বক্তারা এ কথা বলেন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় তৈরি পোশাকশিল্পে পরিবেশসম্মত টেকসই উন্নয়নের পথ ত্বরান্বিত করতে সম্মেলনটির আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ অ্যাপারেল এক্সচেঞ্জের (বিএই) উদ্যোগে গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকার রেডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেনে দিনব্যাপী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি সরকারের প্রতিনিধি, জলবায়ুবিশেষজ্ঞ, বিদেশি ফ্যাশন ব্র্যান্ড ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর সাড়ে চার শতাধিক প্রতিনিধি অংশ নেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জুলাইয়ে দেশীয় ঋণে বড় লাফ

আ.লীগ সরকারের শেষ মাস

জুলাইয়ে দেশীয় উৎস থেকে ২৩ হাজার কোটি টাকার বেশি ঋণ করেছে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার। গত বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৬২২ কোটি টাকা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কোন খাত থেকে কত ঋণ

ঋণের উৎস	জুলাই '২৩	জুলাই '২৪	বেড়েছে
ব্যাংক খাত	৬৯০	১৮,৯০৮	১৮,২১৮
ব্যাংক-বহির্ভূত খাত	৯৩৩	৪,২৯৪	৩.৩৬১
মোট	১,৬২৩	২৩,২০২	২১,৫৭৯

পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণ	জুলাই '২৩	জুলাই '২৪	বেড়েছে
ব্যাংক খাত	৩,৮৭,০০৩	৪,৮৭,৮৩১	১,০০,৮২৮
ব্যাংক-বহির্ভূত খাত	৪,২২,২৪৩	৪,৩৭,৭৩৬	১৫,৪৯৩
মোট	৮,০৯,২৪৬	৯,২৫,৫৬৭	১,১৬,৩২১

হিসাব : কোটি টাকায় ■ সূত্র : বাংলাদেশ ব্যাংক

চলতি অর্থবছরের শুরুতেই ব্যাংক ও ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে বড় অঙ্কের ঋণ করে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার। অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছিল ২৩ হাজার ২০০ কোটি টাকার বেশি। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সরকারের ঋণবিষয়ক বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা থেকে সরকারি ঋণের দুটি প্রধান উৎস রয়েছে। এগুলো হলো ব্যাংকিং-ব্যবস্থা ও ব্যাংক-বহির্ভূতব্যবস্থা। এর মধ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম মাসে সবচেয়ে বেশি ঋণ নেওয়া হয়েছে ব্যাংকিং-ব্যবস্থা থেকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, জুলাই মাসে ব্যাংকিং-ব্যবস্থা থেকে সরকারের প্রকৃত বা নেট ঋণের পরিমাণ ছিল ১৮ হাজার ৯০৮ কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ে ব্যাংক থেকে সরকারের প্রকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ৬৯০ কোটি টাকা। সেই হিসাবে গত বছরের জুলাইয়ের তুলনায় চলতি বছরের জুলাইয়ে ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণের পরিমাণ বাড়ে ১৮ হাজার ২১৮ কোটি টাকা।

কোটা সংস্কারকে কেন্দ্র করে যখন দেশজুড়ে ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলন চলছিল, তখন ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে যায়। আন্দোলন সহিংস রূপ ধারণ করলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয়। এ অবস্থার মধ্যে সরকার ব্যাংকিং-ব্যবস্থা থেকে বিপুল ঋণ নেয়।

জুলাই ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকেও সরকারের ঋণ একলাফে বেশ অনেকটা বেড়ে যায়। ওই মাসে ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে সরকারের প্রকৃত ঋণ বেড়ে দাঁড়ায় ৪ হাজার ২৯৪ কোটি টাকা। গত বছরের জুলাইয়ে যার পরিমাণ ছিল ৯৩৩ কোটি টাকা। সেই হিসাবে ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে সরকারের ঋণ এক বছরের ব্যবধানে ৩ হাজার ৩৬১ কোটি টাকা বেড়ে যায়।

অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, মূলত আন্দোলনের কারণে জুলাই মাসে দেশীয় উৎস থেকে সরকারের ঋণ হঠাৎ এতটা বেড়ে যায়। সরকারি চাকরির কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হলেও তা একপর্যায়ে গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। জুলাইয়ের মাঝামাঝি তা তীব্র হয় এবং সহিংস রূপ ধারণ করে। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি দেশজুড়ে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ যুক্ত হন আন্দোলনে। যার জেরে আগস্টে সরকারের পতন ঘটে। আন্দোলন দমাতে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণা থেকে শুরু করে কারফিউও জারি করে। তাতে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। ফলে রাজস্ব আদায়ও কমে যায়। এ কারণে জুলাই মাসে সরকারকে ঋণ করে খরচ মেটাতে হয়েছে।

জানতে চাইলে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম *প্রথম আলো*কে বলেন, জুলাইয়ে আন্দোলনের কারণে রাজস্ব আদায়ে ঋণাত্মক প্রবণতা ছিল। পাশাপাশি বিদেশি ঋণপ্রাপ্তিও বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। তাতে সরকারের হাতে ব্যবহারযোগ্য তহবিল ছিল কম। এ কারণে সরকারকে দৈনন্দিন খরচ সামাল দিতে বেশি ঋণনির্ভর হতে হয়েছে। তবে ঋণের এসব অর্থ কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে, সেই তথ্যে ঘাটতি রয়েছে। তাই কোন কোন খাতে ও কতটা দক্ষতার সঙ্গে এই ঋণের অর্থ খরচ করা হয়েছে, সেই সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে জানা যাচ্ছে না।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম আরও বলেন, জুলাই মাসে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্থবিরতা থাকায় বেসরকারি খাতে ঋণের চাহিদা কম ছিল। তাই সরকার ব্যাংক খাত থেকে অতিরিক্ত ঋণ নেওয়ার পরও বেসরকারি খাতে তার বড় কোনো প্রভাব পড়েনি।

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরকার ব্যাংক ও ব্যাংক-বহির্ভূত খাত মিলিয়ে দেশীয় উৎস থেকে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ১ লাখ ৬০ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। তার মধ্যে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ১ লাখ ৩৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। আর ব্যাংক-বহির্ভূত খাত থেকে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণের বড় অংশই সংগ্রহ করা হবে সঞ্চয়পত্র বিক্রি করে। সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে পুরো অর্থবছরে ১৫ হাজার ৪০০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে বাজেটে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, অর্থবছরের ১২ মাসে সরকার ব্যাংকঋণ গ্রহণের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, তার প্রায় ১৪ শতাংশ অর্থ প্রথম মাসেই (জুলাই) ব্যাংক থেকে নেওয়া হয়েছে। একইভাবে ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে ঋণের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল, তার ১৮ শতাংশের বেশি ধার করা হয়েছে এ মাসে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে, গত জুলাই শেষে ব্যাংক খাত থেকে সরকারের পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪ লাখ ৮৮ হাজার কোটি টাকায়, গত বছরের জুলাই শেষে যার পরিমাণ ছিল ৩ লাখ ৮৭ হাজার কোটি টাকা। সেই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে সরকারের ব্যাংকঋণ বেড়েছে এক লাখ কোটি টাকার বেশি। একইভাবে গত জুলাই শেষে ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে সরকারের পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ৩৭ হাজার ৭৪৬ কোটি টাকা। গত বছরের জুলাই শেষে যার পরিমাণ ছিল ৪ লাখ ২২ হাজার ২৪৩ কোটি টাকা। সেই হিসাবে ব্যাংক-বহির্ভূত খাত থেকে এক বছরে সরকারের ঋণ বেড়েছে প্রায় সাড়ে ১৫ হাজার কোটি টাকা।

সব মিলিয়ে দেশীয় উৎস (ব্যাংক ও ব্যাংক-বহির্ভূত খাত) থেকে গত জুলাই শেষে সরকারের পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯ লাখ ২৫ হাজার ৫৬৬ কোটি টাকা। গত বছরের জুলাই শেষে যার পরিমাণ ছিল ৮ লাখ ৯ হাজার ২৪৫ কোটি টাকা।

রতন টাটার নেতৃত্বে সাফল্যের শিখরে পৌঁছায় টাটা গ্রুপ

৮৬ বছর বয়সে প্রয়াণ

একজন 'বিজনেস টাইকুন' হিসেবে পরিচিতি পেলেও তিনি কখনো বিলিয়নিয়ারের বা শতকোটিপতির তালিকায় নিজের নাম তোলেননি।

টাটা ন্যানো গাড়ির বাজারজাত উপলক্ষে ভারতের নয়াদিল্লিতে ২০০৮ সালে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গাড়ির সামনে রতন টাটা। এএফপির ফাইল ছবি

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

'লবণ থেকে সফটওয়্যার'—কী নেই টাটা গ্রুপের শিল্পে। দুই দশকের বেশি সময় ধরে এই টাটা গ্রুপকে নেতৃত্ব দিয়েছেন রতন টাটা। এই গ্রুপের রয়েছে শতাধিক কোম্পানি। কর্মী ৬ লাখ ৬০ হাজারের বেশি। শিল্প গ্রুপটির বার্ষিক রাজস্ব আয় ১০ হাজার কোটি (১০০ বিলিয়ন) ডলারের বেশি।

ভারতের বিশ্ববিখ্যাত শিল্পপতিদের একজন ছিলেন রতন টাটা। মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত বুধবার ৮৬ বছর বয়সে তিনি মারা যান। মৃত্যুর আগপর্যন্ত তিনি ছিলেন গ্রুপটির ইমেরিটাস চেয়ারম্যান।

১৫৫ বছরের পুরোনো টাটা শিল্প গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জামশেদজি টাটা। বর্তমানে ইস্পাত থেকে শুরু করে সফটওয়্যার, উড়োজাহাজ থেকে লবণের মতো বিভিন্ন খাতে তাদের ব্যবসা রয়েছে। ১৯৯১ সালে সেই টাটা গ্রুপের হাল ধরেন রতন টাটা। যদিও টাটা গ্রুপের সঙ্গে তাঁর পথচলা শুরু ১৯৬২ সালে। ভারতের ঝাড়খন্ডের জামশেদপুরে টাটার ইস্পাত কারখানায় ব্যবস্থাপকের প্রযুক্তিবিষয়ক সহকারী হিসেবে। এরপর তাঁর হাত ধরে একের পর এক সাফল্য পেয়েছে টাটা গ্রুপ।

রতন নেভাল টাটার জন্ম ১৯৩৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর ভারতের মুম্বাইয়ে। তাঁর বাবার নাম নেভাল টাটা, মায়ের নাম সুনি টাটা। উচ্চশিক্ষিত ও সমৃদ্ধ এই পরিবারের পূর্বপুরুষেরা ব্রিটিশ আমলে ইরান থেকে ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৯৪০ সালে রতন টাটার মা-বাবার বিচ্ছেদ হয়। ঠাকুরমা লেডি নাভাজ বাইয়ের কাছেই বড় হন রতন টাটা। স্কুলজীবনের শেষ তিন বছর রতন টাটা মুম্বাইয়ের ক্যাম্পিয়ন ও ক্যাথেড্রাল অ্যান্ড জন কনন স্কুলে পড়েছেন।

স্কুল ও কলেজ শেষে যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে স্থাপত্যবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেন রতন টাটা। সাত বছর যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সময় গাড়ি ও উড়োজাহাজ চালানো শেখেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্র তাঁর এতটাই ভালো লেগেছিল যে তিনি সেখানেই স্থায়ী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অসুস্থ ঠাকুরমা লেডি নাভাজ বাইয়ের ডাকে ১৯৬২ সালে তাঁকে ফিরতে হয় ভারতে। এ সময় নিজের স্বজন জে আর ডি টাটার পরামর্শে টাটা গ্রুপে যোগ দেন। তখন জে আর ডি টাটা ছিলেন শিল্প গ্রুপটির নেতৃত্বে। রতন টাটা প্রথমে ভারতের জামশেদপুরে টাটার ইস্পাত কারখানায় কয়েক বছর কাজ শেখেন। সত্তরের দশকের শুরুতে তিনি রেডিও, টেলিভিশন ও টেক্সটাইল ব্যবসার দায়িত্ব পান।

১৯৯১ সালে রতন টাটাকে নিজের উত্তরসূরি হিসেবে নিয়োগ দেন জে আর ডি টাটা। যদিও সে সময় এ নিয়ে সমালোচনাও হয়েছিল। তবে জে আর ডি টাটার সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল, রতন টাটা তা প্রমাণ করেন তাঁর কাজে। চেয়ারম্যান হিসেবে টাটা গ্রুপকে নিয়ে যান সফলতার শিখরে। তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি অ্যাংলো-ডাচ ইস্পাত প্রস্তুতকারী কোম্পানি 'কোরাস' ও যুক্তরাজ্যভিত্তিক বিখ্যাত গাড়ি প্রস্তুতকারী কোম্পানি জাগুয়ার ও ল্যান্ডরোভার অধিগ্রহণ করে। এ দুটি সিদ্ধান্তের জন্য তিনি বেশ প্রশংসিত হন। ২০০০ সালে আরেক সফলতার মুখ দেখে টাটা গ্রুপ। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম চা কোম্পানি টেটলি নিয়ে আসে টাটা। তবে সাফল্যের সঙ্গে ব্যর্থতাও ছিল। টেলিকম খাতে ব্যর্থ হওয়ায় টাটা গ্রুপ আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে। ২০০৯ সালে রতন টাটার কম দামে ন্যানো গাড়ি প্রস্তুত করার প্রকল্পটিও ব্যর্থ হয়। পরে এই সিদ্ধান্ত নিজের জীবনের অন্যতম বড় ভুল বলে এক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছিলেন তিনি।

- ১৯৬২ সালে ইস্পাত কারখানার চাকরি দিয়ে শুরু হয় টাটা গ্রুপের সঙ্গে তাঁর যাত্রা
- ১৯৯১ সালে টাটা গ্রুপের উত্তরাধিকারী মনোনীত হন
- মৃত্যুর আগপর্যন্ত ছিলেন টাটা গ্রুপের ইমেরিটাস চেয়ারম্যান
- গ্রুপটির বার্ষিক আয় ১০ হাজার কোটি ডলার

অসম্ভব বিনয়ী ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ছিলেন রতন টাটা। একজন 'বিজনেস টাইকুন' হিসেবে পরিচিতি পেলেও তিনি কখনো বিলিয়নিয়ারের বা শতকোটিপতির তালিকায় নিজের নাম তোলেননি। ভারতে এখন বেশ কজন বিলিয়নিয়ার রয়েছেন। এই সংখ্যা প্রতিবছরই বাড়ছে। সেই তুলনায় রতন টাটা কিংবা টাটা পরিবারের সদস্যরা বেশ আড়ালে থাকতেই পছন্দ করতেন।

রতন টাটা প্রায় ছয় দশক টাটা গ্রুপের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। প্রায় ২০ বছর তিনি এই শিল্প গ্রুপের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ২০১২ সালে চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি সরে দাঁড়ালেও পুরো টাটা গ্রুপের ওপর তাঁর বড় প্রভাব ছিল। সে কারণে তিনি সেরা ১০ বা ২০ শীর্ষ ভারতীয় ধনীর তালিকায় থাকবেন, সেটা আশা করা হতো। কিন্তু বাস্তবে সেসব তালিকায় রতন টাটার নাম ছিল না। *ইকোনমিক টাইমস*-এর প্রতিবেদনে এর কারণ হিসেবে টাটাদের বিশাল দাতব্য কর্মকাণ্ডকে চিহ্নিত করা হয়েছে। টাটা গ্রুপের আয়ের একটা বড় অংশই চলে যায় টাটা ট্রাস্টের কাছে। এর ফলে টাটা পরিবারের সদস্য কিংবা রতন টাটার হাতে খুব কম অর্থই থাকত।

টাটা গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জামশেদজি টাটা। তাঁর নির্দেশ ছিল, টাটারা তাঁদের কোম্পানিগুলোর খুব বেশি শেয়ারের মালিক হবেন না। সুতরাং টাটার কোম্পানিগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার কোনো উত্তরাধিকারীর হাতে ছিল না। দ্বিতীয়ত, এমন নিয়ম ঠিক করা হয়েছিল যে টাটার মাধ্যমে যা আয় করা হবে, তার বড় অংশই চলে যাবে টাটা ট্রাস্টের কাছে।

টাটা পরিবার অনেক আগে থেকেই নানা দাতব্য কাজে অর্থ খরচ করে। পারিবারিক সেই ঐতিহ্য ধরে রেখেছিলেন রতন টাটাও। তিনি নিজে দানশীল ছিলেন। ১৯৯১ সালে রতন টাটা যখন গ্রুপের হাল ধরেন, তখন ভারতে মুক্তবাজার অর্থনীতির যাত্রা শুরু হয়েছিল। ফলে বাজার অর্থনীতির পালে হাওয়া লাগাতে সরকার যেসব সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছিল, তার পুরো সুবিধা নিতে পেরেছিল টাটা গ্রুপ। দুই দশকের কিছু বেশি সময় তিনি টাটার কর্ণধার হিসেবে ভারতীয় এই কোম্পানিকে পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কাঠকচু খেত থেকে কাঠকচু তুলে এনে পথের ধারে বসে পরিষ্কার করছেন কৃষক আছির উদ্দিন। এসব কচু তিনি স্থানীয় বাজারে বিক্রি করবেন। গতকাল বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার হেলেঞ্চাপাড়া গ্রামে। ছবি : সোয়েল রানা

নওগাঁর মোকামে চালের দাম বেড়েছে ১-২ টাকা

প্রতিনিধি, *নওগাঁ*

দেশের অন্যতম বড় চালের মোকাম নওগাঁয় গত ১৫ দিনে পাইকারিতে চালের দাম কেজিতে ১ থেকে ২ টাকা বেড়েছে। আর খুচরায় বেড়েছে কেজিপ্রতি দুই থেকে তিন টাকা।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, স্থানীয় বাজারে ধানের দাম প্রতি মণে ৫০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। ধানের মূল্যবৃদ্ধির কারণে চালের দামও বেড়েছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, ধান-চাল উৎপাদনে প্রসিদ্ধ জেলা হিসেবে পরিচিত নওগাঁয় চালের দাম বাড়লে বা কমলে সারা দেশের বাজারে তার প্রভাব পড়ে।

নওগাঁর সবচেয়ে বড় চালের মোকাম শহরের আলুপট্টি এলাকার বিভিন্ন আড়তে খোঁজ নিয়ে যায়, বিভিন্ন মিল গেটে ৫০ কেজির প্রতি বস্তা চালের দাম দুই সপ্তাহের ব্যবধানে ৫০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। তাতে পাইকারিতে কেজিতে চালের দাম বেড়েছে এক থেকে দুই টাকা। দুই সপ্তাহ আগে মানভেদে প্রতি বস্তা (৫০ কেজি) জিরাশাইল চালের দাম ছিল ৩ হাজার ১৫০ থেকে ৩ হাজার ২৫০ টাকা। গতকাল বৃহস্পতিবার সেই দাম বেড়ে হয়েছে ৩ হাজার ২০০ থেকে ৩ হাজার ৩৫০ টাকা। একইভাবে কাটারিভোগ চালের প্রতি বস্তা দুই সপ্তাহ আগে ৩ হাজার ২০০ টাকায় বিক্রি হলেও গতকাল তা ৩ হাজার ৩০০ থেকে ৩ হাজার ৪০০ টাকায় বিক্রি হয়।

এ ছাড়া মোটা চাল হিসেবে পরিচিত বিআর-২৮, শুভলতা, পারিজা ও মোয়াজ্জেম চালের দামও বস্তাপ্রতি ১০০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। পাইকারি বাজারে দাম বেড়ে যাওয়ায় খুচরা বাজারে গতকাল প্রতি কেজি বিআর-২৮, পারিজা, শুভলতা ও মোয়াজ্জেম চাল মানভেদে ৫৮ থেকে ৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়। আর খুচরা পর্যায়ে সরু চাল জিরাশাইলের কেজি ছিল ৬৮ থেকে ৭০ টাকা। আর কাটারিভোগ চাল বিক্রি হচ্ছে ৭১ থেকে ৭২ টাকা কেজিতে।

পাইকারিতে মূল্যবৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে মফিজ উদ্দিন অটোমেটিক রাইস মিলের স্বত্বাধিকারী তৌফিকুল ইসলাম বাবু *প্রথম আলো*কে বলেন, বাজারে প্রতি মণ জিরাশাইল ধানের দাম বর্তমানে ১ হাজার ৫০০ থেকে ১ হাজার ৫৪০ টাকা। কাটারিভোগ ধান বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার ৫২০ থেকে ১ হাজার ৫৬০ টাকায়। এ ছাড়া শুভলতা, পারিজা ও বিআর-২৮ ধান বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার ৪৫০ থেকে ১ হাজার ৪৮০ টাকা মণ দরে। ১৫ দিনের ব্যবধানে প্রতি মণ ধানের দাম ৫০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত বেড়ে গেছে। বাজারে ধানের সরবরাহ কমে যাওয়ায় ধানের দাম বাড়তি। আর ধানের মূল্যবৃদ্ধির কারণে স্বাভাবিকভাবে চালের দামও কিছুটা বেড়েছে। দাম বাড়লেও আমন ধান বাজারে আসার আগপর্যন্ত চালের দাম স্থিতিশীল থাকবে বলে জানান এ ব্যবসায়ী।

কুষ্টিয়ায় কমেছে বিক্রি

এদিকে কুষ্টিয়া থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, কুষ্টিয়ার খাজানগর মোকামে দুই মাস ধরে চালের দাম স্থিতিশীল থাকলেও কয়েক দিন ধরে বিক্রি কমে অর্ধেকে নেমেছে। মিলমালিকেরা বলছেন, ঢাকা থেকে চালের ক্রয়াদেশ কম আসছে। প্রতিদিন যেখানে খাজানগরে একজন মিলমালিক অন্তত ছয় ট্রাক চাল সরবরাহ করতেন, সেখানে এখন সরবরাহ করা হচ্ছে সর্বোচ্চ তিন ট্রাক চাল। খাজানগরের মিলমালিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মিনিকেট চালের জন্য খাজানগর সারা দেশে প্রসিদ্ধ। সেখানে অন্তত ৬৪টি অটো রাইচ মিলে এই চাল উৎপাদিত হয়। প্রতিদিন গড়ে শতাধিক ট্রাক চাল ঢাকাসহ দেশের অন্তত ৩৫ জেলায় যায়। তবে ১৫ দিন ধরে চালের বাজারে ক্রয়াদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গেছে। খাজানগরের গোল্ডেন রাইচ মিলের পরিচালক শিহানুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, আগে তাঁর মিল থেকে প্রতিদিন গড়ে সাত ট্রাক চাল সরবরাহ করা হতো। সেখানে বৃহস্পতিবার মাত্র তিন ট্রাক চাল বিক্রি হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি কমে ৪% হবে

বিশ্বব্যাংকের নতুন পূর্বাভাস

দক্ষিণ এশিয়া এখন বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতবর্ধনশীল অঞ্চল। শ্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়লে সম্ভাবনা আরও বাড়বে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে ৪ শতাংশে নেমে আসবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। সংস্থাটি মনে করে, 'উল্লেখযোগ্য অনিশ্চয়তার' কারণে এ দেশে বিনিয়োগ ও শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি দুর্বল হবে এবং সাম্প্রতিক বন্যার ফলে কৃষিতে মাঝারি মানের প্রবৃদ্ধি হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের 'সাউথ এশিয়া ডেভেলপমেন্ট আপডেট অক্টোবর ২০২৪' শীর্ষক প্রতিবেদনে এই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এতে সংস্থাটি বলেছে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শ্লথ হয়ে ৩ দশমিক ২ শতাংশ থেকে ৫ দশমিক ২ শতাংশের মধ্যে থাকবে। তবে প্রবৃদ্ধির মধ্যবর্তী হার হবে ৪ শতাংশ। এর আগে গত এপ্রিলে বিশ্বব্যাংক চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৫ দশমিক ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের পূর্বাভাস দিয়েছিল।

তবে বহুপক্ষীয় এই ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানটি সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার জন্য সুখবরই দিয়েছে। জানিয়েছে, আগে যে হারে প্রবৃদ্ধি হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছিল তার চেয়েও বেশি প্রবৃদ্ধি হবে। এই বছর দক্ষিণ এশিয়ার সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেড়ে ৬ দশমিক ৪ শতাংশে উন্নীত হবে।

বিশ্বব্যাংক মনে করে, দক্ষিণ এশিয়া এখন বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতবর্ধনশীল অঞ্চল হওয়ার পথে রয়েছে। শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং বিশ্ববাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য নিজেদের আরও উন্মুক্ত করার মাধ্যমে এই অঞ্চল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে। তাতে অঞ্চলটি আরও দ্রুতগতিতে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।

পতিত আওয়ামী লীগ সরকার গত জুনে পাস করা চলতি অর্থবছরের বাজেটে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল। সেই হিসাবে বিশ্বব্যাংকের নতুন পূর্বাভাসের হার সাবেক সরকারের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম। তবে বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস অনুযায়ী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে গেলে তা হবে কোভিড মহামারির পর সবচেয়ে নিম্নহারের প্রবৃদ্ধি। এর আগে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশে ৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছিল।

এদিকে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমানোর পাশাপাশি এর আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলনও কমিয়েছে। সেটি আগের সাময়িক প্রাক্কলন ৫ দশমিক ৮২ শতাংশ থেকে কমিয়ে সংস্থাটি ৫ দশমিক ২ শতাংশে নামিয়েছে।

প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংক বলেছে, সাম্প্রতিক মাসগুলোয় নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান না থাকায় এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আভাসকে ঘিরে যে অনিশ্চয়তা রয়েছে, সেটিই তাদের পূর্বাভাসে প্রতিফলিত হয়েছে। স্বল্প মেয়াদে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে বিনিয়োগ ও শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়বে না। অন্যদিকে সাম্প্রতিক বন্যার কারণে ভবিষ্যতে কৃষি উৎপাদন কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মধ্য থেকে দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়বে বলে প্রত্যাশা করছে বিশ্বব্যাংক। সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, তার ফলে প্রবৃদ্ধি বাড়বে। এ ক্ষেত্রে আর্থিক খাতে সংস্কার, অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে রাজস্ব বাড়ানোর পদক্ষেপ, ব্যবসার পরিবেশের উন্নতি ও বাণিজ্য চাঙা হওয়ার বিষয়গুলোর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে সংস্থাটি।

দক্ষিণ এশিয়ার বাকি ছয় দেশ

বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্টিন রাইজার বলেছেন, 'দক্ষিণ এশীয় অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি নিঃসন্দেহে বেশ সম্ভাবনাময়। তবে এ অঞ্চলের পূর্ণ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হলে দেশগুলো আরও অনেক কিছু করতে পারে।'

বিশ্বব্যাংকে তাদের ছয় মাস আগের প্রাক্কলনের চেয়ে নতুন পূর্বাভাসে বাংলাদেশ ছাড়া শুধু মালদ্বীপের প্রবৃদ্ধি কমবে বলে জানিয়েছে। বাকি পাঁচ দেশের প্রবৃদ্ধি বাড়বে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে সংস্থাটি। তাদের মতে, ভুটানের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি বেড়ে ৭ দশমিক ২ শতাংশ উন্নীত হবে। এর বড় দুই কারণ হলো নতুন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশটির পর্যটন খাতে দ্রুত ও প্রত্যাশিত হারে পুনরুদ্ধার ঘটছে এবং সরকারি বিনিয়োগ বাড়ছে।

কৃষি খাতে প্রত্যাশার অধিক উৎপাদন, কর্মসংস্থান বাড়াতে কার্যকর নীতিমালা গ্রহণ এবং ভোক্তা ব্যয় বৃদ্ধির ফলে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম অর্থনীতি ভারতের জিডিপিতে প্রবৃদ্ধি বেড়ে ৭ শতাংশে দাঁড়াবে।

মালদ্বীপের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৪ দশমিক ৭ শতাংশ। তবে এ জন্য দেশটিকে দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে সরকারের নেওয়া ঋণ পরিশোধের সময়সূচি পুনর্নির্ধারণের সুযোগ পেতে হবে।

নেপালে হোটেল ব্যবসার সম্প্রসারণ, পর্যটকের আগমন বৃদ্ধি ও শিল্প খাত জোরদার হওয়ার সুবাদে নেপালের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়ে ৫ দশমিক ১ শতাংশে উঠবে বলে অনুমান বিশ্বব্যাংকের।

বিশ্বব্যাংক বলছে, পাকিস্তানে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার অব্যাহত রয়েছে। আমদানি নিয়ন্ত্রণের শিথিলতা এবং নীতি সুদের হার কমানোর ফলে পাকিস্তানের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২ দশমিক ৮ শতাংশে উঠবে।

করপোরেট সংবাদ

নতুন দুটি কো-ব্র্যান্ডেড ক্রেডিট কার্ড চালু

ঢাকা ব্যাংক, গ্রীন ডেল্টা ইনস্যুরেন্স ও মাস্টারকার্ড যৌথভাবে দুটি কো-ব্র্যান্ডেড ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে। এর একটি টাইটেনিয়াম ক্রেডিট কার্ড, অপরটি ওয়ার্ল্ড ক্রেডিট কার্ড। কার্ডগুলোর মাধ্যমে গ্রাহকেরা বিমা, স্বাস্থ্যসেবা, জীবনযাপন ও ভ্রমণের ক্ষেত্রে নানা সুবিধা পাবেন। সম্প্রতি কার্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শেখ মোহাম্মদ মারুফ, গ্রীন ডেল্টা ইনস্যুরেন্সের এমডি ফারজানা চৌধুরী ও মাস্টারকার্ড বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল। **বিজ্ঞপ্তি**

চার ব্র্যান্ডের পণ্যে ছাড় পাচ্ছেন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের গ্রাহক

অ্যাডিডাস, নাইকি, পুমা ও লিভাইসের পণ্যে বিশেষ ছাড় পাবেন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের কার্ডধারী গ্রাহকেরা। এ জন্য সম্প্রতি ব্র্যান্ডগুলোর ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রতিষ্ঠান ডিবিএল লাইফস্টাইলের সঙ্গে ব্যাংকটির চুক্তি হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশের সিইও নাসের এজাজ বিজয়, এমডি এনামুল হক, ডিবিএল গ্রুপের এমডি এম এ জব্বার, গ্রুপ সিইও এম এ কাদের প্রমুখ। **বিজ্ঞপ্তি**

আইএফআইসি ব্যাংকের ৪৮তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন

আইএফআইসি ব্যাংকের ৪৮তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপিত হয়েছে। সম্প্রতি ব্যাংকের রাজধানীর পুরানা পল্টনের প্রধান কার্যালয়ে কেক কেটে বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনসুর মোস্তফা বলেন, ৪৮ বছরের কার্যক্রমে আইএফআইসি ব্যাংক দেশের মানুষের কাছে একটি অন্যতম আস্থায় জায়গা হয়ে উঠেছে। **বিজ্ঞপ্তি**

পাঠাও তোমার লেখা-আঁকা

গল্প, ছড়া, আঁকাসহ যেকোনো কিছু পাঠাতে ই-মেইল করো এখানে—gollachut@prothomalo.com

ক্লে দিয়ে দুর্গাপ্রতিমা গড়েছে **বিনিতা পাল**
প্রথম শ্রেণি, শহীদ বীর উত্তম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা

আমার কথা

আমার নাম যেভাবে অ্যালোভেরা হলো

নাজিফা নাওয়ার
ষষ্ঠ শ্রেণি, ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা

বাসায় যখনই কোনো অতিথি আসেন, আতঙ্কে আমি অস্থির হয়ে যাই। মাঝেমধ্যে তো হাত-পা কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে যায়।

কেন?

কারণটা অন্য কিছু নয়, আমার নাম!

বাসায় আসার পরই অতিথিরা বলেন, 'শুনলাম, আপনাদের ছোট মেয়েটার নাম নাকি অ্যালোভেরা?'

মা-বাবা মাথা নেড়ে বলেন, 'না না, ওর নাম অ্যালোভেরা হতে যাবে কেন? ওর নাম তো আলো!'

অতিথিরা তখন বলবেন, 'না, ওই অমুক ভাবি বলছিলেন যে আপনাদের মেয়েটার নাম নাকি অ্যালোভেরা!'

বাবা তখন বলবেন, 'ওটা ওর আসল নাম নয়, আমরা এমনিই বাসায় ডাকি।'

তারপর অতিথিরা এই বিচিত্র নামের রহস্য জানতে চাইবেন আর আমার বড় বোন খিলখিল করে হাসতে হাসতে সব ফাঁস করে দিয়ে আমার সম্মান ধুলায় লুটাবে।

আমার এই নামের রহস্য নাহয় খুলেই বলি।

আমি তখন বেশ ছোট। একটা অঙ্ক নিয়ে অনেক কসরত করে বাগে আনার চেষ্টা করছি। সে সময় আমার বোন এসে বলল, 'হায় হায়! এই অঙ্ক করতে এত সময় লাগে? ভেড়া কোথাকার!'

এই বলতে বলতে একসময় সে আমার নাম রাখল 'আলো দ্য ভেড়া'! কদিন পর সেই নামের সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত সংস্করণও বের হয়ে গেল—আলোভেরা!

তারপর আর কী! মা-বাবার কাছেও একদিন আমার নাম হয়ে গেল আলোভেরা। আর এই নাম বাইরের মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার পেছনে অবদান রেখেছিলেন একজন অতিথি।

ওই অতিথি একদিন বাসায় এসেছেন। তার সামনে চা-পানি দেওয়া হলো। এটুকু পর্যন্ত সবই ঠিকঠাক ছিল। এরপর হুট করে আপু বলে বসল, 'আলোভেরা, চামচটা আন তো!'

ব্যস, অতিথির প্রশ্ন, 'আপনাদের মেয়ের নাম "আলো ভেড়া" নাকি?'

মা পরিস্থিতি সামাল দিতে বললেন, 'আলো ভেড়া নয়, ওর নাম অ্যালোভেরা! গাছের নামে নাম!'

এর পর থেকে বাইরের মানুষদের কাছেও আমি অ্যালোভেরা!

অলংকরণ : **মাসুক হেলাল**

দুর্গাপূজার ঢাক

অনিতা রায়
সপ্তম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

ঘরটা গোছাই, সাজাই বাড়ি
দিচ্ছি উঠান ঝাড়ু,
পূজার সময় বাসায় এসো
খাবে মিষ্টি নাড়ু।

পূজার ছুটি ফূর্তি অনেক
নতুন জুতা-জামা
আসবে বাসায় কাকা, পিসি
মাসি এবং মামা।

বন্ধু এবং কাজিনরা সব
করব মজা ভারি
তুমি এলে বাড়বে মজা
এটা বলতে পারি।

দুঃখ কষ্ট মাথাব্যথা
যাক পালিয়ে যাক,
বাজছে শোনো ঢ্যাম কুরা কুর
দুর্গাপূজার ঢাক।

মেঘের ভেলায়

মেহেরাব ইউসুফ
ষষ্ঠ শ্রেণি, অম্বিকা চরণ লাহা পাইলট উচ্চবিদ্যালয়, মোরেলগঞ্জ, বাগেরহাট

এল শরৎ, এল কোমলতা
চারিদিকে কত যে স্নিগ্ধতা।
দেখছি সাদা-নীলচে আকাশ
দোল দিয়ে যায় স্নিগ্ধ বাতাস।

নদীর তীরে দুলছে কাশফুল
গাছের ডালে গান গায় বুলবুল।
নৌকা চলে নদীর বুকে
দেখছি পানি মাথা ঝুঁকে।

ফুল-পাখিরা কথা কয়
অলস সুখের হাওয়া বয়।
মেঘের ভেলায় ভাসছি আমি
দারুণ হবে দিন আগামী।

আঁকা : **আতকিয়া আদিলা চৌধুরী**
চতুর্থ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

আঁকা : **সাদমের রহমান**
পঞ্চম শ্রেণি, মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

সার্ধদ্বিশত জন্মবর্ষে শ্রদ্ধা

চিরায়ত লালনের সন্ধানে

আবুল আহসান চৌধুরী

১৭ অক্টোবর বাউল ও ভাবুক লালন সাঁইয়ের মৃত্যুদিন। আর এ বছর তাঁর ২৫০তম জন্মবর্ষ। বাংলার ভাব আন্দোলনে এই মনীষীর প্রভাব অপরিসীম। তাঁর দর্শনের তত্ত্বতালাশ

লালন সাঁই
(১৭৭৪—১৭ অক্টোবর ১৮৯০)।
প্রতিকৃতি : এস এম রাকিবুর রহমান

লালন সাঁই—এই নামটি গভীরভাবে জড়িয়ে আছে লোকায়ত বাঙালির মরমি সাধনা, সংগীত ও জীবনের সঙ্গে। গোঁড়ামি ও জাতপাতে জীর্ণ শাস্ত্রশাসিত এক অনুদার সমাজে জন্ম নিয়েও মুক্তবুদ্ধি ও অগ্রসর চিন্তার কল্যাণে একজন আলোকিত মানুষ হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেছিলেন লালন। তিনি ছিলেন নিগৃহীত-অবজ্ঞাত নিম্নবর্গের মরমি জনমানুষের একান্ত সহায় ও দিশারি। শাস্ত্র নয়, ধর্ম নয়; মানুষই ছিল তাঁর আরাধ্য আর গানই ছিল তাঁর শাস্ত্রবাণী। একদিকে যেমন তাঁর গান গূঢ় সাধনার ভাষ্য, অপর দিকে তেমনি পীড়িত সমাজমনের বক্তব্য। আবার শিল্পপ্রতিভার গুণে তা হয়ে উঠেছে রমণীয় সংগীত-সাহিত্য। অনন্য মানবিক দর্শন ও অনবদ্য মরমি সংগীতের গুণে তিনি আজ বিশ্বজনের আদরের সামগ্রী। এই দর্শন-দারিদ্র্যের দেশে লালন বাঙালির দার্শনিক হৃদয়চেতনায় যুগপৎ মরমি ও দ্রোহী।

লালন জন্মেছিলেন ২৫০ বছর আগে সংস্কারশাসিত বাংলার এক অখ্যাত গ্রামে। ১১৬ বছরের দীর্ঘ আয়ু পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর এই দীর্ঘ জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। এই অভিজ্ঞতার বড় অংশই বেদনা ও বিস্ময়ের। জাতপাত, সম্প্রদায়-বিদ্বেষ, শাস্ত্র-ধর্মের দুঃসহ প্রতাপ, শ্রেণিপীড়ন, সামন্ত শোষণ, সামাজিক অনাচার, নারী নিগ্রহ, মনুষ্যত্বের অবমাননা, মানবতার লাঞ্ছনা—মানুষের জীবনকে স্থবির এবং সেই সঙ্গে বিষাদ-নৈরাশ্যে ডুবিয়ে রেখেছিল। লালনের কাল থেকে দুই শতকের বেশি সময় পরও এ পরিস্থিতি পাল্টায়নি। হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর রূপ বদলেছে, পরিবর্তিত হয়েছে শোষণ-নিগ্রহের পন্থা; কিন্তু সমাজদেহ থেকে এর ছাপ পুরোপুরি মুছে যায়নি।

লালনের সাধকজীবন দুইভাবে ভাগ হয়ে গেছে। একদিকে মরমি সাধনার নম্র ধারা, অন্যদিকে রয়েছে দ্রোহের আগুন। অথচ যে সাধনার ভুবনে তিনি প্রবেশ করেছিলেন, সেটা তো বাইরের জগতের ঘটনায় আলোড়িত হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু বাউলকে প্রতিবাদী ও দ্রোহী হতে হয় কেন? আসলে বাউলের জন্মই তো প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে, উচ্চবর্ণের মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করে—ক্ষমতাশালী বিত্তবানদের বিপক্ষে এ ছিল নীরব গরিব-গণবিদ্রোহ। মরমি সাধনায় যাঁরা শামিল হয়েছিলেন সমাজের অবজ্ঞা ও নিগ্রহ থেকে আত্মরক্ষার জন্য, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে তাঁরা অস্বীকার ও প্রত্যাখানের গরজ বোধ করেছিলেন অন্তরে। বাউলের তাই কোনো শাস্ত্র নেই—গুরুর আদেশ-নিষেধই গান হয়ে তাঁদের দিশা দেয়, পথ দেখায়। লালনের জীবন ও সাধনাও চলেছে এই ধারায়।

বারবার আঘাত এসেছে বাউল সম্প্রদায় ও লালনের ওপর। বাউল-তাচ্ছিল্যের পরিচয় মিলবে মধ্যযুগের দু-একটি পুঁথি বা পদে। ওয়াহাবি-ফরায়েজি আন্দোলনের ফলে বাউলদলন জোরালো হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় উত্তরকালে জারি হয় ‘বাউল ধ্বংস ফত্ওয়া’—রচিত হয় *ভণ্ড ফকির*, *রদ্দে নাড়া*, *জওয়াবে ইবলিস*-এর মতো পুস্তক-পুস্তিকা। আক্রান্ত হন লালন। লালন সম্পর্কে যে অবজ্ঞা-নিন্দা-বিদ্বেষ, সে এক অর্থে বিকারগ্রস্ত সমাজমনেরই প্রতিক্রিয়ার ফসল। লালন ছিলেন মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী, ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন মানবতাবাদী দর্শনকে, ঘুণে ধরা সমাজটাকে বদলাতে চেয়েছিলেন, জাত-ধর্মকে দূরে সরিয়ে মানুষকে মানবিক বোধে বিকশিত করার ব্রত নিয়েছিলেন। সামান্য মরমি ফকিরের এসব উল্টো ধারার কর্মকাণ্ড বরদাশত করবেন কেন সমাজের উচ্চবর্ণের প্রভাবশালী মানুষ! কেননা ধর্মের অসিলায়—শাস্ত্রের নামে—অর্থের জোরে—শক্তির দম্ভে সমাজ-ঘরের সব জানালা তাঁরা বন্ধ করে চিরস্থায়ী এক আঁধারের রাজ্য তৈরি করতে চেয়েছিলেন। লালন তাতে বাদ সেধেছিলেন বলেই না তিনি আলোর ঝলক সইতে না-পারা পেচক প্রজাতির মানুষের দুশমন হয়েছিলেন। পাষণ্ড, ব্রাত্য, ন্যাড়া, জারজ—এসব কুকথা তাঁকে শুনতে-সইতে হয়। তবে আরোপিত কলঙ্ক আর নিন্দা সমকালেই—উত্তরকালে তো বটেই—মুক্তচিন্তার বিবেকবান মানুষের সুবিবেচনার কল্যাণে লালনের গৌরবচিহ্ন হয়ে উঠেছিল।

লালনের তো শুধুই লেখার কথা ‘তিরপিনির তিরোধারে মীনরূপে সাঁই খেলা করে’, ‘আয় হারালি আমাবতী না মেনে’, ‘গেড়ে গাঙেরে খ্যাপা হাপুরহুপুর ডুব পাড়িলে’, ‘ধর চোর হাওয়ার ঘরে ফাঁদ পেতে’, ‘আজব আয়নামহল মণি-গভীরে’ কিংবা ‘ধর রে অধরচাঁদেরে অধরে অধর দিয়ে’—এসব সাধনার গান, জটিল বাউলতত্ত্বের গান। কিন্তু অভিজ্ঞতা আর পর্যবেক্ষণে তিনি বুঝেছিলেন, সমাজের আঁধার না ঘুচলে সাধনার আলো ফুটবে না। সাধন ঘরানার বাইরে গিয়ে তাই তাঁকে লিখতে হলো সমাজকে জাগানোর গান—মানুষকে আলোকিত করার গান। সমাজের নানা অনাচার, কুরীতি ও অসংগতি ধরা পড়েছে লালনের চোখে। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি জেনেছিলেন, ‘কলিতে অমানুষের জোর/ ভালো মানুষ বানায় তারা চোর’। নীতিনৈতিকতা হয়ে ওঠে কথার কথা, ‘তলে তলে তলগোঁজা খায়/ লোকের কাছে সতী কওলায়/ এমন সৎ অনেক পাওয়া যায়/ সদর যে হয় সেই পাতকী’।

মধ্যযুগের সহজিয়া কবি রূপকের ছলে উচ্চারণ করেছিলেন, ‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই’। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার জন্য লালন সেই রূপকের আড়াল তুলে দিয়ে সরাসরি বললেন, ‘অন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই/ শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই/ দেব-দেবতাগণ করে আরাধন/ জন্ম নিতে মানবে’। পুনর্জন্মে বিশ্বাস ছিল না লালনের, তাই একবারের জন্য নশ্বর এ পৃথিবীতে আগমনের সুযোগকে সুকৃতিতে সার্থক করে তোলার পক্ষে তাঁর ছিল একান্ত আকুতি, ‘কত ভাগ্যের ফলে না জানি/ মনরে পেয়েছে এই মানবতরণি/ বেয়ে যাও ত্বরায় সুধারায়/ যেন ভারা না ডোবে’। ‘জগৎ সত্য ব্রহ্ম মিথ্যা’—এ চেতনা যে অনেকখানিই লালনকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তাঁর গানে, সেই পরিচয় একেবারে ঢাকা থাকেনি। ইহজাগতিকতার হাতছানিতে লালন সাড়া না দিয়ে পারেননি, ‘এমন মানবজনম আর কি হবে/ মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে’। পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তির চেয়ে দুনিয়ার ‘নগদ পাওনা’র প্রতিই তাঁর বেশি ঝোঁক ছিল—নিজের গানে সে কথাই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন।

> লালন তো মানুষকে দিশা দিতে চান, তাই সুসময়ের জন্য আশা জাগিয়ে রাখেন, ‘কবে হবে সজল বরষা, রেখেছি মন সেই ভরসা’!

মানুষই ছিল লালনের মনোভূমির কেন্দ্রে। তাই মানবজীবন, মানবগুরু, মানবভজনার কথা বারবার উঠে এসেছে তাঁর গানে। ‘মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি’, ‘ভবে মানবগুরু নিষ্ঠা যার/ সর্বসাধন সিদ্ধ হয় তার’, ‘আছে যার মনের মানুষ মনে তোলা, সে কি জপে মালা’, ‘সেই মানুষে আছে রে মন যারে বলে মানুষরতন’, ‘মানুষতত্ত্ব যার সত্য হয় মনে/ সে কি অন্য তত্ত্ব মানে’—লালনের এসব পদ সাধনার প্রয়োজনে বাঁধা হলেও তা মূলত মানববন্দনারই গান। ‘মানুষ অবিশ্বাসে পাই নে রে সে মানুষনিধি’—এই পদ মানুষের প্রতি তাঁর গভীর আস্থা ও ভালোবাসার পরিচয় বহন করে। পাঠক! এই সঙ্গে নিশ্চয়ই স্মরণে আসবে লালনসাগরে অবগাহন করে তুলে আনা রবীন্দ্রনাথের মরমি মুক্তামণির কথা—তারই স্পর্শমাখা এই সুভাষণ, ‘মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ’।

বাউলের আবার জাত কী, ধর্ম কী? এসব ধুয়েমুছে ফেলেই তো সে ঘরসংসার ছেড়ে ‘মনের মানুষ’কে খুঁজে ফেরার জন্য ‘সাধবাজারে’ এসে ঠাঁই নিয়েছে। লালনও তো জাত-ধর্ম-শাস্ত্র কিছুই মানেননি—গোত্র-বর্ণের বালাই নেই তাঁর কাছে। নারী ও পুরুষ—এই হলো মানুষের জাত। এর বাইরে আর কিছু নেই—লালন স্বীকার করেননি। এই সাধক নিজের চোখেই তো দেখেছেন—জাত-ধর্ম আর হিন্দু-মুসলমান—এই ভেদ-বিভেদের ফল কী ভয়াবহ—কলহ-বিবাদেই জীবন গেল—এ যেন ‘বসতবাড়ির ঝগড়া-কেজে মিটল না’।

লালন হিন্দু না মুসলমান—তাঁর জাত-পরিচয় জানার জন্য সমকালের মানুষের অবাঞ্ছিত কৌতূহল তীব্র হয়ে উঠেছিল। লালন এড়িয়েও পার পান না, শেষে কৌশলে জবাব দেন, ‘সব লোকে কয় লালন ফকির হিন্দু কি যবন/ লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান’। এরপরও অতৃপ্ত জাতসন্ধানীদের জানাতে হলো জাতপাতের অসারতার কথা—যুক্তি দিয়ে বোঝালেন, ‘বিবিদের নাই মুসলমানি/ পইতা নাই যার সেও তো বাওনি/ বোঝ রে ভাই দিব্যজ্ঞানী/ লালন তেমনি জাত একখান’। মধ্যযুগে ভারতের সন্ত-সাধকেরাও তুচ্ছ করেছেন জাত-ধর্মকে—কি কবির, রামদাস, কি পল্টু, রজ্জব, নানক, তুলসীদাস, কি দাদূ—সবার মুখেই ওই একই কথা। লালন কী করে পেয়েছিলেন ‘পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর’? নাকি সব মরমির মন ও ভাব একই ছাঁচে ঢালা! এখানে স্থান-কাল-ভাষা সব হারিয়ে যায়—এক অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা থাকে শুধু মানবপ্রেমী সাধকের মন। ভক্ত কবির বড় ধন্দে পড়েছিলেন—কী কী করবেন, তিনি—পুজোয় মন দেবেন, না নামাজ পড়বেন—হজ করতে যাবেন, না তীর্থদর্শনে দিন কাটাবেন? অনেক ভেবে শেষে বললেন, ‘ভরম সব ভাগা, এক নিরঞ্জন সু মন লাগা’। কয়েক শতক পর বাংলা মুলুকে জন্ম নিয়ে লালনেরও তা-ই মনে হলো, ‘যে যা ভাবে, সেই রূপে সে হয়/ রাম-রহিম-করিম-কালা এক আত্মা জগৎ-ময়’। আবার আরেক কালে জাতবিচারের গর্বকে খারিজ করে নিজেকেই সাক্ষী রেখে সাধক পল্টু বলছেন, ‘পল্টু, উঁচি জাতকা, মাত কোই কর অহংকার/ সাহেবকা দরবার মে, কেবল ভক্তি প্যায়ার’। চেতনা ও বিশ্বাসে লালন তো তাঁদেরই উত্তরসূরি, তাই তাঁর কণ্ঠেও উচ্চারিত হয়, ‘ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই/ হিন্দু কি যবন বলে তার জাতের বিচার নাই’। সমাজ ছিল শ্রেণি-বর্ণ-গোত্রে বিভক্ত—জাতপাতের কঠিন নিগড়ে বাঁধা। লালন তাঁর দ্রোহের আগুনে এসব অসাম্য-বিভাজনকে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছেন, ‘জাত না গেলে পাইনে হরি/ কি ছার জাতের গৌরব করি/ ছুঁসনে বলিয়ে/ লালন কয় জাত হাতে পেলে/ পুড়াতাম আগুন দিয়ে’।

সৌম্য-শান্ত-স্থিতধী লালন যে কার্যকারণসূত্রে দৃঢ় সংকল্পের প্রতিবাদী পুরুষে রূপান্তরিত হতে পারেন, তার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। কুমারখালীর কাঙাল হরিনাথ মজুমদার তাঁর *গ্রামবার্তা প্রকাশিকা* পত্রিকায় শিলাইদহের জমিদারদের প্রজাপীড়নের খবর ছেপে তাঁদের রোষে পড়েন। সম্পাদককে শায়েস্তা করার জন্য জমিদারপক্ষ লাঠিয়াল প্রেরণ করে। এ খবরে লালন বিচলিত হন। সুহৃদ হরিনাথকে রক্ষার জন্য একতারা ফেলে হাতে বাঁশের লাঠি নিয়ে শিষ্য-শাবকসহ লালন ছুটলেন কুমারখালীতে। হাঁকিয়ে দিলেন জমিদারের পাইক-বরকন্দাজকে। রক্ষা পেলেন বিপন্ন প্রজাদরদি হরিনাথ। সাধক বাউল বুঝিয়ে দিলেন, অত্যাচার-অন্যায়ের প্রতিবাদ করা—সত্য-ন্যায়ের পথে থাকা—মানুষের সম্ভ্রম-সম্মান রক্ষাই মানুষের ধর্ম—এ-ও ‘মানুষ সত্য’ সাধনারই অঙ্গ। বাউলেরা যে সমাজবিচ্ছিন্ন নন, নির্জন সাধনাতেই যে শুধু তাঁদের জীবন কাটে না, নিজের ভূমিকার ভেতর দিয়ে এর প্রমাণ তো দিয়ে গেছেন। তাঁর কণ্ঠ বেজে উঠেছে প্রতিবাদে-বেদনায়, ‘রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি/ চোরেরও শিরোমণি/ নালিশ জানাব কার কাছে’। এ কি শুধুই রূপক—বাস্তবতাবর্জিত তত্ত্বকথা—এখানে কি অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির প্রকাশ একেবারেই ঘটেনি?

নারীর জীবন কেমন ছিল লালনের কালে—দুই শ-আড়াই শ বছর আগে? নারীকে কী চোখে দেখেছিলেন লালন—এসব কৌতূহল জাগানো প্রশ্নের জবাবে এক নতুন লালনকে খুঁজে পাওয়া যায়। বাউলের সাধনা ও উপলব্ধিতে নারীর রূপ-স্বরূপের যে পরিচয়, গুণ-মাহাত্ম্যের যে বৈশিষ্ট্য, তা সবচেয়ে আন্তরিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে লালনের গানে। প্রেমপ্রত্যাশী পুরুষকেও যে কখনো কখনো নারীর কাছে নতজানু হতে হয়, কৃষ্ণের তুলনা দিয়ে সে কথাই বলেছেন লালন, ‘কোন প্রেমে বল গোপীর দ্বারে/ কোন প্রেমে শ্যাম রাধার পায়ে ধরে...’। নারীর মহিমা, শ্রেষ্ঠত্ব ও দৃঢ়তার পরিচয়ের প্রকাশ মেলে লালনের এই গানে, ‘মায়েরে ভজলে হয় সে বাপের ঠিকানা/ নিগূঢ় বিচারে সত্য গেল তাই জানা’। এই বাণী পুরুষতন্ত্রের প্রাধান্যকে চূর্ণ করেছে। নারীর প্রতি লালনের যে শ্রদ্ধা, মনোযোগ, অনুরাগ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি, তা তাঁর সম্প্রদায়ের দর্শন থেকেই এসেছে।

উনিশ শতকে বাঙালি ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল। সেই ঘুমভাঙানিয়া নকিব ছিলেন রামমোহন। কিন্তু তাঁর ডাক তো শুনেছিলেন শুধু কলকাতার মানুষ আর তার প্রতিধ্বনি জেগেছিল বাংলার দু-চারটি বড় শহরে। কিন্তু আঁধারে ঢাকা পড়ে রইল বৃহত্তর বঙ্গদেশের গ্রামের পর গ্রাম। সেই গ্রামদেশে মাটির প্রদীপ জ্বালালেন লালন ফকির। প্রতিক্রিয়ার দমকা হাওয়ায় বারবার সেই আলো নিবে যেতে চায়, লালন বুক দিয়ে আগলে রেখে সেই আলোর শিখার বলয় প্রসারিত করলেন বিশাল বাংলায়। রামমোহন নিজে লেখাপড়া জানতেন—তাঁর অনুসারীরাও, তাই তাঁর কীর্তি-কর্মের কথা পাঁচমুখে প্রচার পেল। কিন্তু উচ্চবর্গের ভদ্রজনের উপেক্ষা-অবহেলায় লালন চাপা পড়লেন। কে তাঁর কথা বলবে? পেশাদার ইতিহাসবিদেরা এ বিষয়ে নীরব হয়ে রইলেন বাংলার সামাজিক ইতিহাস লিখতে গিয়ে। একবার অমলেন্দু দে আগ্রহ নিয়ে কথাটি তুলেছিলেন। তবে অন্নদাশঙ্কর রায় গুরুত্বের সঙ্গে যে মন্তব্য করেছিলেন, তা বিশেষ স্মরণযোগ্য, ‘বাংলার নবজাগরণে রামমোহনের যে গুরুত্ব, বাংলার লোকমানসের দেয়ালি উৎসবে লালনেরও সেই গুরুত্ব।’

লালন ছিলেন কালের অগ্রগামী পুরুষ। কিন্তু বিরোধী ছিল কাল। সমাজমন তৈরি ছিল না তাঁর কথা শোনা কিংবা তার তাৎপর্য বোঝার জন্য। তাই তাঁকে অনেক আঘাত সইতে হয়েছে। মনের মধ্যে কখনো বেদনা, কখনো হতাশা জেগেছে, তাই হাহাকার আর দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে গান রচনা করেছেন, ‘এ দেশেতে এই সুখ হলো আবার কোথা যাই না জানি/ পেয়েছি এক ভাঙা নৌকা জনম গেল সেচতে পানি’। কিন্তু মানবগুরু লালন তো পরাভব মানতে পারেন না, হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ তো তাঁর ধর্ম হতে পারে না। যাঁর তরঙ্গমুখর নদী হওয়ার বাসনা ছিল, দুকূল ভাসানো স্রোতস্বিনী হওয়ার কথা ছিল, তিনি কিনা হয়ে রইলেন ‘আন্ধেলা পুকুরে’র সামান্য ‘কূপজল’! কিন্তু লালন তো মানুষকে দিশা দিতে চান, তাই সুসময়ের জন্য আশা জাগিয়ে রাখেন, ‘কবে হবে সজল বরষা, রেখেছি মন সেই ভরসা’! একদিন বর্ষা নামবে, নবজলধারায় সিক্ত হবে এই রুক্ষ মাটি, সবুজে ভরে যাবে ফসলের মাঠ—সত্য হয়ে উঠবে লালনের স্বপ্ন।

● গল্প

ভাগ

নিয়াজ মেহেদী

অলংকরণ : এস এম রাকিবুর রহমান

পেছন ফিরে অবারিত আকাশের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে ছিল ধানুয়া। কী এক অস্বস্তি নিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দেখে, জুলজুল করে তার দিকে চেয়ে আছে নন্দলাল। ধানুয়ার মুখ অমনি বিতৃষ্ণায় তেতো হয়ে উঠল। খিস্তি করে বলল, ‘সারা দিন মোর মুখের ভিতি না দেখি কাম কর চ্যাংড়া।’

নন্দলাল কিন্তু তার কথায় মোটেই উত্তেজিত হলো না। গালভরা হাসি হেসে পান চিবুতে লাগল। ধানুয়া ক্ষীণ গলায় গজগজ করতে করতে ফিরে গেল জুতা সেলাইয়ের কাজে।

ধানুয়া ও নন্দলাল জাতে বাদিয়া। হুলাশুগঞ্জ হাটের ঠিক মাঝখানে ডালপালা ছড়িয়ে আছে যে বট-অশ্বত্থগাছের যুগলবন্দী, তার গোড়ায় দুজনে বসে মুচির কাজ করে। পেশাগত রেষারেষি তো আছেই, ধানুয়া নন্দলালকে অপছন্দ করে তার গোয়েন্দার মতো চালচলনের জন্য। দুজনের মধ্যে ধানুয়া বয়সে প্রবীণ। পঞ্চাশ পেরোনো শরীরের গাঁথুনি এখনো পাকানো দড়ির মতো মজবুত হলেও চুল-দাড়িতে পাক ধরেছে। বয়স আরেকটা সর্বনাশ করেছে ধানুয়ার, চোখের কী একটা সমস্যার কারণে সে কাছের জিনিস ভালো দেখতে পায় না। জুতা সেলাইয়ের মতো সূক্ষ্ম কাজের জন্য তা কতখানি অসুবিধা, এটা বুঝিয়ে না বললেও চলে। তবে স্রষ্টা একেবারে নির্দয় নন। ধানুয়ার দীর্ঘ দৃষ্টি অটুট রয়েছে। নন্দলালের মতো মন্দ লোকদের মতে, ‘ভগবান এক দিকে কমিয়ে আরেক দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন।’

দৃষ্টিশক্তি নিয়ে এসব আলাপ ধানুয়া মোটেই পছন্দ করে না। প্রসঙ্গ উঠলেই চিবিয়ে চিবিয়ে রুক্ষ ভাষায় উত্তর দেয়। নন্দলালকে দেখে তার রীতিমতো ঘৃণা হয়। অথচ একদিন নিজ হাতে ছুরি ধরিয়ে নন্দলালকে কাজ শিখিয়েছিল সে। শয়তানটা এখন তারই হিস্যায় হাত দিতে শুরু করেছে।

বাদিয়ারা পেশায় চামার। রাজ্যের যত মরা গরু, মহিষ কিংবা ছাগলের চামড়া ছাড়ানো তাদের জীবিকা। সেই চামড়া বেচে কিংবা শুকিয়ে জুতা বানিয়ে তারা সংসার চালায়। গেরস্তরা এখন চালাক হয়ে গেছে। মরো মরো অবস্থা দেখলে তাড়াতাড়ি পশুর গলায় ছুরি চালিয়ে হালাল করে। এমনকি অগোচরে তারা মরা পশুর গলায়ও ছুরি চালায় বলে ধানুয়া জানে। নিজেরা জবাই করলে তারা বাদিয়াদের খবর দেয় না। দিব্যি ভালো মানুষের মতো কসাইয়ের কাছে মাংস ও চামড়া বিক্রি করে দেয়।

তবে তারপরও পশু মারা যায়। সব সময় ধামাচাপা দেওয়ার সুযোগও পাওয়া যায় না। দশজনে জেনে যায়, পশু মারা গেছে। তবে তার আগে জেনে যায় মড়াখেকো চিল, শকুন ও কাকেরা। ধানুয়ার দীর্ঘ দৃষ্টি এখানেই অনন্য। বটতলায় বসে বহুদূরের চিল-শকুন-কাকের ওড়াউড়ি দেখে দিব্যি ধরে ফেলতে পারে কোথায় গরু বা মহিষ মরেছে। সঙ্গে সঙ্গে দোকান গুটিয়ে হাতের তেলচিক্কন লাঠিটি বগলে নিয়ে হাঁটা দেয় মৃত পশুর খোঁজে।

নন্দলাল ঠিক সেই সময়ের জন্য ওত পেতে থাকে। ধানুয়াকে চট গুটিয়ে লাঠি বগলদাবা করে যেতে দেখলে সে-ও আলগোছে চট গুটিয়ে লাঠি হাতে রওনা দেয়। ইউনিয়ন পরিষদের কাঁচা মাটির রাস্তা ধরে সন্তর্পণে পিছু নেয় ধানুয়ার। নন্দলালের মধ্যে গোয়েন্দার ধাত যতটা আছে, তার চেয়ে বেশি আছে শিকারি বিড়ালের স্বভাব। সে পা টিপে টিপে ঠিক গিয়ে হাজির হয় একেবারে ধানুয়ার নাকের ডগায়। ঝোপ কিংবা খড়ের পালার পেছনে লুকিয়ে ধানুয়াকে কাজ করতে দেখে। চামড়া ছাড়ানোর কাজ যখন একেবারে শেষ পর্যায়ে, গুপ্ত আড্ডা থেকে তখন সগৌরবে বেরিয়ে আসে নন্দলাল। ডানে-বাঁয়ে শরীর মুচড়ে একগাল হেসে হাতের লাঠি ছুড়ে মারে ঠিক ধানুয়ার সামনে। তারপর সুর করে বলে :

‘জাগ বাঙালি জাগরে জাগ
নাটি ফেলানু দে রে ভাগ।’

একবার লাঠি ফেললে আর উপায় নেই। নন্দলালকে ভাগ দিতেই হবে। বাদিয়া-সমাজের এই এক অদ্ভুত নিয়ম। ‘লাঠি ফেলা ভাগ’ নামে এক অদ্ভুত চর্চা আছে তাদের মধ্যে। মরা পশুর চামড়া ছাড়ানোর সময় যদি কোনো বাদিয়া হাতের লাঠি ছুড়ে ভাগ দাবি করে বসে তাহলে আর নিস্তার নেই। আগন্তুককে অর্ধেক ভাগ দিতেই হবে। যদি দুজন আসে তাহলে ভাগ হবে তিনজনের। এভাবে যারা যারা লাঠি ফেলবে, তাদের প্রত্যেককেই ভাগ দিতে হবে। বাদিয়া-সমাজের এই ‘লাঠি ফেলা ভাগ’ প্রথার ফায়দা দুহাতে লুটছে নন্দলাল।

> লোকটার চামড়াহীন মুখ দেখে ভয়ে আর্তচিৎকার করে উঠল নন্দলাল। গোঙাতে গোঙাতে বলল, ‘এ তোরা কী করনেন ধানুয়া মামা?

নন্দলাল বয়সে মাত্র কৈশোর পেরিয়েছে। ঠোঁটের ওপর চিকন গোঁফের রেখা এখনো পুরু হয়নি। গালে দাড়ির বালাই নেই বলে বয়সের তুলনায় নন্দকে অনেক ছোট দেখায়। বছর দশেক আগে বাপ-মাকে হারিয়ে নন্দলাল চরকাবাড়ি থেকে হাজির হয় মাতুলালয়ে। তার নানা বিখ্যাত হ্যাশকারু বাদিয়া তাদের সমাজের একজন কিংবদন্তি। হ্যাশকারুর নাকি দুই চোখের মাঝখানে একটা তৃতীয় চোখ ছিল। কোথাও কোনো গরু বা মহিষ মারা গেলে সেই চোখ খুলে যেত। হ্যাশকারু বাদিয়া নাকি সেই চোখের ভরসায় বেরিয়ে ঠিকই সবার আগে মরা পশুর কাছে পৌঁছে যেত। হ্যাশকারুর অনুমান ছিল অব্যর্থ। হ্যাশকারু বেরিয়েছে কিন্তু মরা গরু পায়নি—এমনটি নাকি কখনো ঘটেনি। সে জন্য অন্য বাদিয়ারা লাঠি ফেলা ভাগ নেওয়ার আশায় সব সময় হ্যাশকারুকে ছায়ার মতো অনুসরণ করত। কিন্তু হ্যাশকারু বাদিয়ার শুধু তৃতীয় নয়ন ছিল না, তার পথচলাও ছিল ভুলভুলাইয়ার মতো। চোখের সামনে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে হ্যাশকারু সটকে পড়ত, কেউ ঠাউরেই উঠতে পারত না। মৃত্যু পর্যন্ত হ্যাশকারুর কাছে লাঠি ফেলা ভাগ নেওয়ার সৌভাগ্য অন্য কোনো বাদিয়ার হয়নি।

সেই হ্যাশকারুর নাতি হয়ে নন্দলাল হয়েছে অন্য রকম। নানার কোনো গুণ তো পায়নিই, হয়েছে একেবারে উল্টো। মড়াখেকো পাখি দেখা, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কিংবা গরুচোরদের শাগরেদ হ্যাদোয়ারদের সঙ্গে ওঠাবসায় তার কোনো উৎসাহ নেই। সে কেবল আঠার মতো পিছু লাগে ধানুয়ার। সে যেখানে যায়, নন্দলালও পেছনে পেছনে সেখানে গিয়ে হাজির হয়। এইভাবে ঠকে যেতে যেতে ধানুয়ার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙার উপক্রম হলো।

কার্তিক মাস। বেলা ফোরানোমাত্র দীর্ঘ অন্ধকার রাত নামে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কুয়াশা পড়ে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে উত্তুরে বাতাসে বয়ে আসা হিম শরীরে কাঁপুনি ধরায়। ধানুয়া সাধারণত সন্ধ্যার পরও কিছুক্ষণ হাটে থাকে। দূরদূরান্ত থেকে আসা মানুষের কাছে হাতে বানানো জুতা বিক্রি করে কিংবা কুপির আলোয় ছেঁড়া জুতা সেলাই করে। আজ বেলা থাকতেই সে উঠে পড়ল। তাকে চট গোছাতে দেখেই নন্দলালের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। চোখের কোণ দিয়ে সেটা ঠিকই দেখল ধানুয়া। নন্দলালকে অগ্রাহ্য করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিগন্তে পাখিদের ওড়াউড়ি দেখল। জুলজুল করে তাকিয়ে থাকা নন্দলালের সেটা চোখ এড়াল না। সে শ্বাপদের মতো অপেক্ষা করতে লাগল কখন ধানুয়া রওনা দেয়।

পশ্চিম দিগন্তের সর্বশেষ গ্রাম কৃষ্ণচন্দ্রপুর। তার ওপারে বিরাট সরলার বিল। কার্তিক মাসেও বিলে পানি আছে যথেষ্ট। নন্দলালকে অনুসরণের পর্যাপ্ত সময় দিয়ে ধানুয়া তেলমাখা লাঠিটি বগলে নিয়ে হনহন করে সেদিকে হাঁটতে শুরু করল।

হুলাশুগঞ্জ হাটের পর কৃষ্ণচন্দ্রপুর পর্যন্ত পশ্চিমে আর কোনো গ্রাম নেই। বিস্তৃত ধানের খেত কুয়াশায় ডুবে ম্লান হয়ে আছে। গ্রামে এখন অভাবের কাল, ভয়াল মঙ্গা। বড় রাস্তা থেকে ধানখেতের সরু আইলে নেমে ধানুয়া কুয়াশায় অদৃশ্য হয়ে গেলে নন্দলালও আলে নেমে পড়ল। ডুবন্ত সূর্যদেবতার দিকে মনে মনে প্রণাম ঠুকে রওনা দিল লাঠি ফেলা ভাগ আদায়ের উদ্দেশ্যে।

হুলাশুগঞ্জ থেকে কৃষ্ণচন্দ্রপুরের দূরত্ব পাঁচ মাইলের কম নয়। ইতিমধ্যে ধানখেত ও আইলের ঘাসে শিশির জমতে শুরু করেছে। ধানখেতের অবাধ আবাসে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে শিয়ালের দল। আকাশে চামচিকা বাজির ঘোড়ার মতো দিগ্‌বিদিক ছুটছে। নন্দলালের ভয় হলো, পথ চলতে গিয়ে সে আবার যদি কেউটে সাপের গায়ে পা দেয়! এসব নির্জন ধানের খেত বিষধর সাপের নিরাপদ আড্ডা হিসেবে কুখ্যাত। মেঠো ইঁদুরের গর্তে ইঁদুর শিকারে এসে সাঁওতালদের অনেকবার কেউটে সাপ মারতে দেখেছে নন্দলাল।

শুক্লপক্ষের অষ্টমীর রাত। কুয়াশার কারণে একেবারে ফরসা নয়। কেমন যেন মিশমিশে আধিভৌতিক। আলের উঁচু-নিচু পথ ধরে আধডোবা ধানখেতে হোঁচট খেতে খেতে নন্দলাল একবার ভাবল ফিরে যাই। ততক্ষণে পথচলার এক ঘণ্টা পেরিয়েছে। দূরের কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামকে ঘিরে রাখা বাঁশঝাড় অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। আর আধা ঘণ্টা হাঁটলে গ্রামে পৌঁছানো যাবে। চোখ-কান খোলা রেখে একবার ধানুয়ার কাছে পৌঁছাতে পারলে একেবারে কেল্লা ফতে। লাঠি ছুড়ে সেই গা জ্বালানো ছড়াটি আবৃত্তি করে ব্যাটার শরীরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া যাবে। শুধু টাকার জন্য নয়, হঠাৎ নন্দলাল হাজির হলে ধানুয়ার মুখটা যেমন বিকৃত হয়ে যায়, সেটাও নন্দলালের কাছে কম মজাদার দৃশ্য নয়।

আধা ঘণ্টা পর গ্রামে পৌঁছাল নন্দলাল। শীতকাতর গ্রামবাসী এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। খুলি-কাঞ্চির জলজ ও বনজ গাছগুলোয় একযোগে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। কোথাও প্যাঁচার ডানা ঝাপটানোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এবাড়ি-ওবাড়ি খুঁজে ধানুয়াকে পাওয়া গেল না। বুড়ো নিশ্চয়ই কোথাও গুটিসুটি মেরে বসে পড়েছে। খুরারোগ কি পেটফাঁপা রোগে মরা গরুর নধর চামড়া ছোট বাঁটের ছুরি দিয়ে খ্যাঁচখ্যাঁচ করে কাটছে।

হাঁটতে হাঁটতে সরলার বিলের প্রান্তে চলে এল নন্দলাল। দূর থেকে বালিহাঁসের ঝাঁকের জলকেলির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ম্লান আলোয় হাঁসদের ওড়াউড়ি দেখে বড্ড ভালো লাগে নন্দলালের। সে ভাবে, একটা বন্দুক আর ছররা গুলি থাকলে এক্ষুনি একঝাঁক হাঁস শিকার করা যেত।

গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর। সেখানে মিটমিট করে জ্বলতে থাকা আলো দেখে নন্দলালের মুখে হাসি ফুটে উঠল। অন্ধকার ফুঁড়ে এত দূরে আসা সার্থক হলো। নিশ্চয়ই সেখানে বসে একমনে গরুর চামড়া ছাড়াচ্ছে ধানুয়া। একটু, আর অল্প সময়ের অপেক্ষা। পা টিপে টিপে সেখানে হাজির হয়ে লাঠি ফেলে ভাগ দাবি করবে নন্দলাল। ধানুয়া তাতে শুধু জব্দই হবে না, তার মুখে যে বেইজ্জতি ফুটে উঠবে নন্দলালের আনন্দকে সেটা দ্বিগুণ করবে।

বিড়ালের মতো নিঃশব্দে কুঁড়েঘরের সামনে এসে দাঁড়াল নন্দলাল। তার অনুমান সঠিক। কুপির আলোয় তার দিকে পেছন ফিরে চামড়া ছাড়াচ্ছে ধানুয়া। বুনো জন্তুর মতো নিঃশব্দে তার পেছনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ অট্টহাসি করে উঠল নন্দলাল। হাতের তেল চকচকে লাঠিটি ধানুয়ার পাশে ফেলে দিয়ে বলল, ‘জাগ বাঙালি জাগরে জাগ/ নাটি ফেলানু দে রে ভাগ।’

ধানুয়া কিন্তু একটুও চমকাল না। সে যেন নন্দলালের অপেক্ষায় পুরো সময় বসে ছিল। রক্তমাখা হাতের মুঠোয় ধারালো ছুরিটি নিয়ে সে শুধু সামান্য ঘুরে বসল। তাতেই নন্দলালের হাঁটুর মালাইচাকি যেন আকস্মিক আঘাতে গুঁড়িয়ে গেল। সে ভয়ে ছিটকে পড়ে গেল। তার মুখ ফুটে বেরিয়ে এল অস্ফুট গোঙানি। গরু নয়, ধানুয়া যে প্রাণীর চামড়া ছাড়াচ্ছে, সেটা একজন মানুষের। মানুষটির শরীরে সুতার বালাই নেই। মাথার তালু থেকে কোমরের নিম্নভাগ পর্যন্ত অংশে বিন্দুমাত্র চামড়া নেই। ধানুয়া দক্ষ হাতে সমস্ত চামড়া ছাড়িয়ে নিয়েছে। ঝুলন্ত চামড়া আঁটো হয়ে আছে লোকটার হাঁটুর কাছে।

লোকটার চামড়াহীন মুখ দেখে ভয়ে আর্তচিৎকার করে উঠল নন্দলাল। গোঙাতে গোঙাতে বলল, ‘এ তোরা কী করনেন ধানুয়া মামা? একটা মানুষোক খুন করি ফেলাইনেন?’

ধানুয়া কোনো জবাব না দিয়ে চামড়া ছাড়ানোর বাকি কাজে হাত দিল। তার মুখে অদ্ভুত বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছে। কুপির আলোতে তাকে ভীষণ শান্ত দেখাচ্ছে। সে জানে, এর পর থেকে আর কখনো নন্দলাল তার কাছে লাঠি ফেলা ভাগের আবদার নিয়ে আসবে না।

মাসরুর আরেফিন। ছবি : খালেদ সরকার

মাসরুর আরেফিনের সাক্ষাৎকার

ক্ষমতার সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক সাংঘর্ষিক

কথাসাহিত্যিক ও অনুবাদক মাসরুর আরেফিনের বই ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে বের হচ্ছে এ মাসে। তিনি কথা বলেছেন নিজের লেখালেখি নিয়ে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **আলতাফ শাহনেওয়াজ**

আলতাফ শাহনেওয়াজ : *আপনার সাহিত্যচর্চার শুরু হয়েছিল অনুবাদের মাধ্যমে। আর প্রথম বইটা ছিল কবিতার। পরে লিখেছেন উপন্যাস। অনুবাদ, কবিতা, কথাসাহিত্য—এই তিন মাধ্যমের মধ্যে আপনি কী ধরনের সংযোগ অনুভব করেন?*

মাসরুর আরেফিন : এই তিনের মধ্যে সংযোগসূত্র পরিষ্কার। সেটা ভাষা। কিন্তু এই তিনের চ্যালেঞ্জগুলো যেমন আলাদা, প্রাপ্তিও আলাদা। উপন্যাসে আমি গল্প বলি পুরো একটা আলাদা ইউনিভার্স তৈরির লক্ষ্য নিয়ে। কবিতাও একই ভাষার ব্যাপার, কিন্তু ভাষা সেখানে ঘন। কবিতায় আমরা ভাষার সীমারেখা পরীক্ষা করি। আর অনুবাদ ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে সমঝোতা করার আলটিমেট জিনিস। ভাষা হচ্ছে এই তিনের মধ্যে এক কমন সুতো। উপন্যাসে আমি ডানা মেলি। কবিতায় গভীরে যাই। আর অনুবাদে সাংস্কৃতিক সীমারেখা পার হই।

আলতাফ : *আপনার উপন্যাস নিয়ে একটা সমালোচনা আছে যে উপন্যাসের ভাষাটি ঠিক সড়গড় নয়। কী বলবেন?*

মাসরুর : আমার মনে হয়, আমার উপন্যাসের ভাষাই এর প্রধান সৌন্দর্য। দীর্ঘ বাক্য। গঠনে প্রুস্তিয়ান, বুননে লরেন্সিয়ান, রঙে ও গন্ধে চেখভের গদ্যের মতো হিম ধরানো। যেন আপনি তক্ষুনি বোঝেন যে এই পৃথিবী সুন্দর, আবার এই পৃথিবী বিপদের। অর্থাৎ এ জীবন হাহাকারের। সহিংসতা কীভাবে সভ্যতাকে গড়ে ও চালায় এবং তা যেন নিয়তিনির্দিষ্ট—এই যদি হয় লেখার থিম, সেখানে অগোছালো একটা ব্যাপার থাকবেই। গোছানো পিস্তলের গোছানো বুলেট দারুণ গতি-সংহতি নিয়ে বুকে ঢুকে যাবে। কিন্তু তারপরের পড়ে যাওয়া, সিঁড়িতে পড়ে থাকা, চারদিকে নিজের সন্তানদের মারা হচ্ছে দেখা—এগুলো গোছানো হবে কী করে?

এখানে বলে রাখা ভালো যে অরুণাভ সিনহা আমার প্রথম উপন্যাসটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। অনূদিত বইটা ১৫ অক্টোবরের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার বাজারে চলে আসবে।

আলতাফ : *আপনার কাব্যগ্রন্থ থেকে শুরু করে প্রতিটি উপন্যাসেরই মূল বিষয়বস্তু হলো ক্ষমতার সঙ্গে সমাজ ও মানুষের সম্পর্ক। এই বিষয়গুলো আপনার লেখায় বারবার আসে কেন?*

মাসরুর : এটাই তো বিষয়। সবটাই রাজনৈতিক, সবটাই হারা-জেতা, দমন ও শাসনে রাখার এবং শাসিত হওয়ার কিংবা হতে চাওয়ার ব্যাপার। মোড়লের কাছে দুই পক্ষ একসঙ্গে মিলে গিয়ে বলল, আমরা মারামারি করি, আমি ওকে দেখতে পারি না, ও আমাকে দেখতে পারে না। অতএব তোমার কাছে দুজনই মাথা নোয়ালাম যে তুমি সার্বভৌম, তো তুমি আমাদের নিরাপত্তা দাও। এই তো রাষ্ট্রের পত্তন। ক্ষমতার দাঁত-নখ থেকে আসা আতঙ্ক থেকে এর সৃষ্টি। সেই রাষ্ট্রের প্রধান কাজ দুটো—নিরাপত্তা দেওয়া আর কর্মসংস্থান সৃষ্টি। তো রাষ্ট্র তখন নিজে বলল, ভালো, আমার কাছে এসেছ, নিরাপত্তা চাচ্ছ, কালকে সমতা চাইবা, পরশু ন্যায় চাইবা, অতএব এই নাও দিলাম আদালত, দিলাম পুলিশ, সংসদ আর গোয়েন্দা সংস্থা, যারা কিনা তোমার ভালোর জন্যই অন্যকে মনিটর করবে, আবার অন্যের ভালোর জন্য তোমাকে। আর এই নাও পাঠ্যবই, গান, কিতাব, বিয়ের দলিলের ফরম্যাট, তালাকের ফরম্যাট। নিরাপত্তা চেয়েছ না? মানে কী? তুমি রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে একখানা যৌক্তিক সম্পর্ক চেয়েছ। ভালো কথা। কিন্তু ঐতিহাসিক স্ট্রাগলগুলোর কী হবে? জনগণের ভালোর জন্য, সমষ্টির সামাজিক কল্যাণের জন্য ব্যক্তি তার মর্যাদা ও সম্মানের ওপরে আঘাত মেনে নেবে? এত বড় ত্যাগ স্বীকার ব্যক্তি করে? এটা আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন? তার মানে, স্তরে স্তরে অনন্ত লড়াই। তার মানে ক্ষমতা নিয়ে কাজ করার অর্থ হলো স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ে যেমন কাজ করা, তেমন অনেক বন্দুক বনাম একজন রংপুরের আবু সাঈদকে নিয়েও কাজ করা। এখানেই আসে ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতার প্রসঙ্গ। সম্মিলিত ক্ষমতাহীনের দল মিলে বিদ্যমান ক্ষমতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ক্ষমতাটা তাদের থেকে কেড়ে নিতে পারে। কিন্তু দেখবেন, ততক্ষণে গলির মাথায় এসে উঁকি দিচ্ছে আবার ১০-১২ জন নতুন ক্ষমতাহীন। তারা তখন ক্ষমতাবানদের বলছে—সম্রাটের ফাঁসি দিচ্ছেন দেখছি, কিন্তু ফাঁসির মঞ্চ কিন্তু ইন্ট্যাক্টই থাকছে, হা হা। এগুলো ছাড়া কী নিয়ে লেখার আছে?

আলতাফ : *সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটেছে। নিজের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে বিষয়টি কীভাবে দেখেন?*

মাসরুর : কীভাবে কী যে বলি! ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন ঘটিয়েছে ছাত্র-জনতা। গণহত্যা পর্যায়ের হত্যাযজ্ঞ হয়ে গেল আমাদের চোখের সামনে। আমরা ব্যাংকিং সেক্টরে বুঝছিলাম যে এই দিন আসছে। টিপিক্যালি এই সব গণ-আন্দোলনেরই মুখোমুখি দাঁড়ায় আমার নায়কেরা। *প্রথম আলো* ঈদসংখ্যায় ছাপা হওয়া আমার উপন্যাস *স্কয়ার ওয়ান*-এ রকম গণ-অভ্যুত্থান নিয়েই। সেখানে সারা দেশের হতদরিদ্র মানুষ ঢাকায় বিজয় সরণিতে জড়ো হয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড এক দেশ গড়ে বসে। নৈরাজ্য! এই নৈরাজ্য হাসিনার সীমাহীন লোভ, মানুষের মর্যাদাকে অবজ্ঞা করা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করা আর মূলত কর্তৃত্ববাদকে চরম ভালোবাসার ফল।

আলতাফ : *সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপনি বেশ সরব ছিলেন নিজের লেখালেখি নিয়ে। এখন এই মাধ্যমে আপনার উপস্থিতি সেভাবে দেখা যায় না। বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপনার নীরবতার কারণ কী?*

মাসরুর : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আত্মপ্রশংসার লোভের চক্করে পড়ে যাওয়ার একটা ফাঁদ। ওই ফাঁদ আর ওর আওয়াজ লেখকের মাথার ভেতরের স্থির বাগানকে অস্থির করে, তছনছ করে। লেখক চারপাশের ঝড় নিয়ে লিখবেন, কিন্তু সেটা ঝড়ের মধ্যে বসে না। তা না হলে সাবজেকটিভিটি লেখককে গ্রাস করে খাবে। সেটারই ভালো রান্নাঘর হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। সেটা ভাবে-ভঙ্গিতে এনলাইটমেন্টের সহযোগী, কিন্তু কাপড় খোলা চেহারায় টোটালিটারিয়ান। তাই ওখান থেকে দূরে আছি।

> টোটালিটারিয়ান সিস্টেম যারা চালায়, তাদের বাঁচার পথ নিপীড়ন করে যাওয়া আর টাকা কামানো। আর ওই একই সিস্টেমে লেখকদের বাঁচার পথ চালাকি ও নন্দনতত্ত্বের আশ্রয়।

আলতাফ : *এই প্রবল পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তিমানুষ হিসেবে একজন লেখকের অবস্থান কোথায়?*

মাসরুর : দেখেন, সমাজ নির্মাণ করে তার সত্য, সরকার বলতে থাকে তার সত্য, এই আন্দোলন যাঁরা করলেন, তাঁরা এখন বলছেন তাঁদের সত্য। এই তিন পক্ষই চায়, তোমার আচার-ব্যবহার আমার বলা সত্যের সঙ্গে অ্যালাইন করে করে চলো। কিন্তু এটাই আবার পুঁজিবাদী সমাজের আসল সমস্যা। কারণ, সে সমাজে টাকার কাছে মূল্যবোধের সত্য মার্জিনালাইজড। লেখক এই নোংরা সত্যের ভেতরকার অমানবিক মিথ্যাটুকু খুঁজে বেড়ান।

আলতাফ : *সাহিত্য চিরকালই ক্ষমতা থেকে দূরে অবস্থান করে। শুধু তা-ই নয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাহিত্য ক্ষমতাকে প্রশ্নই করে। একটি বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে ক্ষমতাবলয়ের মধ্যে বাস করেন আপনি। বিষয়টিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?*

মাসরুর : আমার সব লেখালেখির, ওই দুই অনুবাদ বাদে, একটাই থিম—ক্ষমতাকে ঝামেলায় ফেলা। মানে নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যকার চুক্তি ভায়োলেট হচ্ছে কি না, তা তুলে ধরা। আত্মার ভেতরে এই আমিটাকে নিয়ে বাইরে ব্যাংক এমডি হিসেবে ক্ষমতাবলয়ের মধ্যে নাটক করে ঘুরে বেড়ানোটা আমার ভালো লাগে। তাদের সঙ্গে চালাকিভরা বন্ধুত্ব করে তাদের আমার লেখায় আমি ভালোমতো ধসিয়ে দিতে বা খুন করতে পারি। বিষয়টা আমার জন্য আশীর্বাদের।

আলতাফ : *একসময় নিয়মিত কবিতা লিখতেন। কবিতার চেয়ে কথাসাহিত্য সামাজিকভাবে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছায় বলেই কি এখন আর কবিতা লেখেন না?*

মাসরুর : একদম মনের কথা বললে, কবিতা লেখা তিন ধাপে বন্ধ করেছিলাম তিন কারণে। ১৯৯০-এর দিকে এই উপলব্ধি হলো যে জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতাগুলো লিখে যাওয়ার পরে আমি আর কী লিখব? ২০১০-এর পরে একই জিনিস হলো উৎপলকুমার বসু পড়ে যে *সলমাজরির কাজ* অথবা *হাঁস চলার পথ* বা *আবার পুরী সিরিজ*—এই বইগুলো পড়ার পরে আর কী লেখার আছে বাংলা কবিতায়? আর গত প্রায় দুই বছর ধরে সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ পড়ছি এবং আমার গা-হাত-পা হিম হয়ে আসছে। ভাবছি, আমার তো আর বাংলা কবিতা লেখার কিছু নেই। 'আমি কেন আমার মতন?/ তেরাস্তায় আমি স্থানু, ঘোড়াটা কাহিল,/ এ-রাস্তায় থামার মতন কিছু কই? থামার-মতন কিছু কই?'—এই হলো সুব্রত। সেরেব্রাল, ক্রিটিক্যাল, আর প্রকরণে আমাদের সেরা। আমি যদি দুটো বছর ধরে শুধু সুব্রতর কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করে বইগুলো বাইরে বের করতে পারতাম, তাহলে বাংলা কবিতায় আবার নোবেল পুরস্কার আসত।

আলতাফ : *সমালোচকেরা বলেন, সামাজিক ক্ষমতা আপনার সাহিত্যিকজীবনকে অপেক্ষাকৃত সহজ করে তুলেছে। এ বিষয়ে কী বলবেন?*

মাসরুর : কথা তো সত্য। সামাজিক ক্ষমতা আমাকে দিয়েছে সব দরজা আমার সামনে বেশি বেশি খুলে যাওয়ার সুযোগ। এটা এড়াবেন কী করে? পৃথিবীর ফরম্যাটটাই তো এই। কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে আমি সেটা থেকে সুবিধা নেব কি না, তা তো একটা নৈতিক প্রশ্ন। আমার সেটা নেওয়ার দরকার পড়ে না। কারণ, আমি জাত লেখক। আবার ক্ষমতার সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক সাংঘর্ষিক হতেই হবে। আসলে একটা ব্যাপারে ফুকোই সত্য। ওই যে ফুকো বলেছিলেন—পৃথিবী খারাপ না, পৃথিবী স্রেফ বিপজ্জনক। পৃথিবী বিপজ্জনক বলেই লেখক যদি ক্ষমতার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যান, তাহলে সেই বিপদটা কী, তা তিনি আর কোনো দিন জানতেই পারবেন না, সিস্টেম কারা চালায় এবং কীভাবে চালায়, তা ধরতে পারবেন না। টোটালিটারিয়ান সিস্টেম যারা চালায়, তাদের বাঁচার পথ নিপীড়ন করে যাওয়া আর টাকা কামানো। আর ওই একই সিস্টেমে লেখকদের বাঁচার পথ চালাকি ও নন্দনতত্ত্বের আশ্রয়। আমার সামাজিক ক্ষমতার কৌশলী ব্যবহারের মাধ্যমে আমি সিটি ব্যাংকের অনেক কাজে এসেছি। কিন্তু সাহিত্যের জায়গায় বাংলা একাডেমি পুরস্কার ইত্যাদি পেতে সেটাকে কোনো কাজে লাগাইনি। আর ওই পুরস্কার আমি কোনো দিন পাবও না। কারণ, উসকানি ও নাশকতামূলক সাহিত্যের সঙ্গে কোনোকালে কোনো সরকারের বন্ধুত্ব হওয়া অসম্ভব।

আলতাফ : *এখন কী লিখছেন? লেখালেখি নিয়ে সামনের দিনগুলোতে আপনার পরিকল্পনা কী?*

মাসরুর : উপন্যাস লিখছি। প্রথমা প্রকাশন থেকে বেরোচ্ছে আগামী বইমেলায়। নাম *দূর বৃত্ত*। এটি আগে *প্রথম আলো* ঈদসংখ্যায় বেরিয়েছিল। তবে ঈদসংখ্যায় ছাপা হওয়া আগের *দূর বৃত্ত*-এর সঙ্গে এটার কোনো মিল নেই। এটার বিষয় অনেক কিছু। এমনকি মতাদর্শিক যে লড়াই শুরু হয়ে গেছে দেশ নিয়ে, এর সংস্কৃতি, এর সেকুলার বনাম ধর্মীয় পরিচয়ের লুডু খেলা নিয়ে—এসব এই উপন্যাসের পার্শ্ববিষয়। কিন্তু কোনোভাবেই কোনো নির্দিষ্ট স্বৈরাচার আমার লেখার বিষয় হতে পারে না। নির্দিষ্ট স্বৈরাচার দৈনন্দিন রাজনীতির অংশ। সে প্রতিদিন দেশের সবকিছু খেয়ে বেড়ায়—ব্যাংক, আদালত, পুলিশ, সাংবাদিকতা, দরিদ্র মানুষ, ভাষাহীন মানুষ, কী না?

কবিতা

সাখাওয়াত টিপু

১৯ সালের পলাশীর প্রান্তর!

বাক্য নয়
যেন রক্ত ঝরছে পবিত্র রাতে!
শব্দ নয়
যেন লাল হয়ে উঠছে নিখাদ বর্ণমালা!
ধ্বনি নয়
যেন মৃত্যুর গোঙানি শোনা যাচ্ছে বিমর্ষ মায়ের!
ক্ষোভ নয়
যেন ঝরছে বাবার হিমোগ্লোবিনহীন সাদা অশ্রু!

কেউ কি শুনেছে ব্রিটিশসিংহ পালিয়েছিল ভোরে?
কেউ কি দেখেছে পাকসেনাদের বন্দুকে কত রক্ত ছিল?
কেউ হয়তো জানবে না স্বাধীনতা কীভাবে বেহাত হবে?

সেদিন এক অন্যায় ঢেকেছে আরেক অন্যায়
এক মিথ্যায় মিলিয়েছে হাজার মিথ্যার বুলি
আববার, কেউ জানল না তোমার রক্ত লালে লাল
কতটুকু হলো ফেনী নদী থেকে ভারত মহাসাগর
দেশকে ভালো বাসতে বাসতে রাঙিয়ে দিয়েছ তুমি
শব্দরঙে শুধু রক্তাক্ত পলাশীর প্রান্তর!

রোকসানা আফরীন

প্রেমনগর

শুনেছি সোনালি ঋতু
কতকাল শুনিনি রোদন
আহা কারারুদ্ধ বৃষ্টির আত্মা
কেবলই মৌনতার চাষাবাদ করে
বলে, পরিত্যক্ত স্পর্শময় দিনগুলো
ডুবে যাবে ফের রক্ত-মাংস-জলে

মৃত্যুর ওপারে তুমি
এপারে আমার পুঞ্জ পুঞ্জ ভয়, ঘরবাড়ি
আমাকে কি নেবে তুলে
জাদুকর প্রেতের শহরে?

যদিও জেনেছি আমি
প্রতারক-ভণ্ড প্রেমিকের মিথ্যা বাগ্দান
মিথ্যা ছিল না একদিন
গুপ্ত সহবাসে যে ঘুমের বড়ির মতো
টেনে নিত জরায়ুর
রক্তমাখা ঢেউ

ভুঁইয়া মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান

আমরা এখানে

আমরা সব আটকে আছি অনন্ত এক ফাঁদে, আমরা পেরিফেরিতে; আমাদের এখানে জরা, আমরা মরি অকাতরে, আমাদের বাড়িতে আগুন, আমাদের মগজ অস্থির, আমাদের নাক চুইয়ে রক্ত পড়ে উত্তাল সময়ের, আমাদের লড়াই কি জলে যাবে? আমরা দেখব না কোনো শান্ত সকাল? বাবার অসুখ কি আর সারবে না? জলপাইবাগানে মৃত শিশুদের মেরাজ হবে কবে? আমাদের বুকের ওপর জালেমের বুটের দাগ, যুদ্ধ আমাদের এক প্রলম্বিত উজাড় শহরের কেন্দ্রে টেনে নিয়ে গেছে; আমরা শুধু অস্ত্রের বাজনা শুনি, আর কোনো সংগীত নেই, রুটিই একটা জলজ্যান্ত ফিকশন; যে শিশুদের আর বয়স বাড়েনি, দুনিয়ার যত যুদ্ধনগরীতে, তাদের ঠান্ডা শরীর তুমি ছুঁয়ে দেখেছ? তাদের ফ্যাকাশে ঠোঁট? কুঁচকে আসা ওলটানো চোখ? তাদের রক্তের রঙে, সেই সব মুখহীন শিশুদের, যারা জন্মেছে ভুল সীমান্তে, তাদের রক্তের রঙে কে এঁকে দেবে ইনকিলাব?

দেশে-বিদেশে

যুক্তরাজ্যে দেওয়া হলো প্রথম গ্রাফিক নভেল পুরস্কার

লন্ডনের কার্টুন মিউজিয়ামে ৭ অক্টোবর দেওয়া হলো স্কলাস্টিক গ্রাফিক নভেল অ্যাওয়ার্ডের প্রথম আসরের পুরস্কার। অনুষ্ঠানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কয়েক শ শিক্ষার্থীর সঙ্গে লেখক, প্রকাশক ও বিক্রেতারা উপস্থিত ছিলেন।

স্কুলের শিক্ষার্থীসহ অতিথিরা সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে বিজয়ীদের বেছে নিতে সহায়তা করেন। অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ও লেখক কনি হক বলেন, 'শিশুদের মধ্যে পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার একটি দারুণ মাধ্যম হতে পারে গ্রাফিক নভেল। এটা হলো পড়া শুরুর প্রবেশদ্বার। এই বিজয়ীদের নির্বাচনে শিশুরা ভোট দিয়েছে, এটাই এই পুরস্কারকে বিশেষ করে তুলেছে।'

প্রথম আসরে মার্ক ব্র্যাডলির লেখা *বাম্বল অ্যান্ড স্নাগ অ্যান্ড দ্য শাই ঘোস্ট* তরুণ পাঠক শাখায় সেরা পুরস্কার জিতেছে। আর বয়স্ক পাঠক শাখায় সেরা পুরস্কার পেয়েছে জন প্যাট্রিক গ্রিনের *ইনভেস্টিগেটরস : অল টাইড আপ*। কিশোর পাঠক শাখায় সেরা মনোনীত হয়েছে অ্যালিস ওসেমানের *হার্টস্টপার ভলিউম ফাইভ*।

পুরস্কারের বিচারক প্যানেলে ছিলেন মুরল্যান্ডস স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক জন বিডল; শিক্ষক, ব্লগার ও পডকাস্ট হোস্ট জো কামিন্স;

গ্রাফিক নভেল পুরস্কারের মঞ্চে। ছবি : সংগৃহীত

এসিএমাই কমিক কনের ইভেন্ট প্রযোজক শা নাজির; কমিকস ব্লগার রিচার্ড রুডিক; *বিয়ানো* কমিকস ম্যাগাজিনের ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর মাইকেল স্টার্লিং।

বিচারকেরা শর্ট লিস্ট বাছাই করলেও বিজয়ীদের চূড়ান্ত করতে যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডের বিভিন্ন স্কুল থেকে জমা পড়া শিশুদের ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সূত্র : পাবলিশার্স উইকলি
গ্রন্থনা : **রবিউল কমল**

বইপত্র

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সামগ্রিক ইতিহাসের জন্য জরুরি যে বই

বই আলোচনা

পূর্ব বাংলার, বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে যাঁরা ইতিহাস রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম আর গুরুত্বপূর্ণ কামরুদ্দীন আহমদ (১৯১২-১৯৮২)। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যে দীর্ঘ ইতিহাস আছে, সেই ইতিহাসের সমান্তরালে কামরুদ্দীন আহমদের লিখিত ইতিহাস পাঠ করা যেতে পারে। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের আগে থেকেই তিনি যুক্ত হয়েছিলেন মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে। কিন্তু মুসলিম লীগের উগ্র আর কট্টরপন্থা এবং জনসমাজ-জনপরিসরের আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ায় দল তিনি ছেড়ে দেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন বেশ দৃঢ়ভাবে। আর তারপর যোগ দেন আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে। কিন্তু সেই যোগদানের বিষয়টি যতটা না তিনি কর্মীর মতো করে গেছেন, তার চেয়ে বেশি করেছেন তাত্ত্বিকের অবস্থানে থেকে, তাত্ত্বিকভাবে। ষাটের দশকের বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্যতম তাত্ত্বিক হিসেবেই তিনি পরিগণিত হবেন। তাঁর বইগুলোয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ও পাকিস্তান আমলের ঐতিহাসিক বিবরণ যেমন সহজলভ্য, তেমনি এসব বইয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে আর প্রয়োজনীয়তাও জরুরি বিষয় হিসেবে হাজির থেকেছে।

কামরুদ্দীন আহমদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*। বইটি কামরুদ্দীন আহমদেরর 'ম্যাগনাম ওপাস' হিসেবে বিবেচিত হবে। এই বইয়ের পর আরও দুটি বই কামরুদ্দীন আহমদ লিখিত ইতিহাসের ধারাক্রম বোঝার জন্য জরুরি : ১. *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ* (২ খণ্ড); ২. *বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী*। আর এই ধারায় সর্বশেষ সংযোজন *স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর* শিরোনামের একটি বই। এই বইয়ে গ্রন্থিত হয়েছে বাংলাদেশের রাষ্ট্র হয়ে ওঠা এবং রাষ্ট্র হয়ে ওঠার পর সেই রাষ্ট্রের ভেতরে ঘটে যাওয়া আরও নানা বিষয় নিয়ে। বলা যেতে পারে, কামরুদ্দীন আহমদ বেঁচে থাকা অবধি তিনি যা দেখেছেন, তার এক পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক বয়ান।

আগে লিখিত বইগুলোয় সময় অনুযায়ী, বিশেষ করে বই প্রকাশের পূর্ববর্তী আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির উল্লেখ আছে, সমালোচনামূলক পদ্ধতিতে। কিন্তু এই বইয়ে কামরুদ্দীন আহমদ তাঁর সমসাময়িক সময়ের বর্ণনা যেমন দিয়েছেন, তেমন করে বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির যে দীর্ঘ পথপরিক্রমা, সে বিষয়ও আমলে নিয়েছেন। স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের বাস্তবতার একটি সমালোচনামূলক বিবরণ এখানে স্পষ্ট হয়েছে, যা নানা রকম যুগ্মবৈপরীত্যের সংশ্লেষণের মাধ্যমে লিখিত হয়েছে।

বইয়ে কী আছে, পাঠক তা পাঠ করেই বুঝতে

স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর
কামরুদ্দীন আহমদ
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা; প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২৪; প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রকর্ম অবলম্বনে মাসুক হেলাল; ২৫৬ পৃষ্ঠা; দাম : ৫৭৫ টাকা।

পারবেন। কিন্তু কীভাবে আছে, তা বোঝাটা জরুরি। দৈশিক বিষয় আলোচনার জন্য তিনি এর সঙ্গে বৈদেশিক প্রসঙ্গও সংযুক্ত করেছেন। বিশ্বরাজনীতির সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি কীভাবে সংযুক্ত থাকে, তা তিনি বাংলাদেশের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক প্রসঙ্গের আলাপ-আলোচনার একটি বিষয় হিসেবে সংযুক্ত করেছেন।

এ ছাড়া এই বই তিনটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। ১. আগেই বলেছি, ইতিহাস রচনার যে প্রচলিত পদ্ধতি-প্রবণতা—অর্থাৎ আনুষঙ্গিক উৎস থেকে তথ্য নিয়ে যে ইতিহাস রচনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, সেই প্রবণতা থেকে তিনি সহজেই বের হতে পেরেছিলেন। এরই ফলে তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মতো করে ইতিহাস রচনা করেছেন। বিষয়টি আবার ২ নম্বর গুরুত্বের কারণ হবে। আমরা দেখি, অধিকাংশ ইতিহাস মূলত কিছুসংখ্যক মানুষকে নিয়ে লেখা হয়। সেসব মানুষের রাজনৈতিক ইতিহাস এই ক্ষেত্রে গুরুত্ব বহন করে বটে। কিন্তু এ বিষয় একটি অঞ্চলের ইতিহাস রচনার বেলায় একটি বড় সংকটও তৈরি করে। মানে জনসমাজ আর জনসমাজে 'সাধারণ' মানুষের যাপিত জীবনের কোনো ধরনের বর্ণনাই আর এ ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। যেটা সর্বব্যাপী ইতিহাস নির্মাণে বড় বাধা হিসেবে পরিগণিত হয়। কামরুদ্দীন আহমদ ইতিহাস রচনার এই বাধা এই বইয়ে নানাভাবেই ভাঙার চেষ্টায় রত ছিলেন। কিন্তু তিনি কি পেরেছেন? পুরোপুরি পারেননি; কিন্তু আংশিক হলেও তো পেরেছেন।

গুরুত্বের দিক থেকে ৩ নম্বর বিষয় হলো কামরুদ্দীন আহমদ কোনো কর্তৃত্বের মুখপাত্র হয়ে ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করেননি। এ কারণে প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে তিনি একপক্ষীয় হয়ে ইতিহাস রচনার পরিবর্তে পুরোদমে সমালোচনামূলক থাকতে পেরেছেন। বিষয়টি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিবেচনায় বোধ হয় ব্যক্তির স্বার্থ হাসিলের বিষয় একেবারেই নয়। এ কারণেই এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হয়েও যিনি বাংলাদেশের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কার পাননি।

সবশেষে বলতে হবে, কামরুদ্দীন আহমদের অন্য বইগুলো যেভাবে 'মধ্যবিত্ত' ব্যাপারটিকে প্রতিনিধিত্ব করেছে, ঠিক এই বইয়ে তিনি ব্যাপারটিকে এককভাবে গুরুত্ব দেননি। কেন দেননি, এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যেকোনো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মধ্যবিত্তের সক্রিয়তা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কিন্তু যে পর্বে এসে তিনি এই বই রচনা করছেন, সেই পর্বে বাংলাদেশে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি মোটামুটি নির্মিত হয়ে গেছে। ফলে 'মধ্যবিত্তের বিকাশ সমাপ্ত' সম্পূর্ণরূপে হয়ে গেছে, তা না বলা গেলেও একটি পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তা বলা সম্ভব ছিল, যা কামরুদ্দীন আহমদ তাঁর লেখায় ব্যবহৃত করেছেন। সামগ্রিক বিবেচনায় এই বই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশের সামগ্রিক ইতিহাসের জন্য অতি জরুরি।

সোহানুজ্জামান

এক গবেষকের সঙ্গে প্রাণবন্ত কিছু মুহূর্ত

বইয়ের মানুষ

নিজের লেখা বইয়ের প্রথম কপিটি হাতে নিলে সব লেখকেরই বোধ হয় এক অনাবিল আনন্দের অনুভূতি হয়, তা তিনি তিরিশের তরুণই হোন বা অশীতিপর প্রবীণ। প্রফেসর আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীনের চেহারায়ও দেখা গেল সেই উদ্ভাস।

সম্প্রতি আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীনের লেখা *জেনেসিস অব দ্য বাংলাদেশ : ওয়ার অব ইনডিপেনডেন্স* বইটি বের করেছে প্রথমা প্রকাশন। লেখকের হাতে নতুন বই তুলে দিতে গিয়েছিলাম তাঁর বাসায়। ডাকযোগে পাঠালেও চলত। কিন্তু *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমান চেয়েছেন শ্রদ্ধাস্পদ লেখকের বাড়িতে গিয়ে তাঁর হাতেই তুলে দেওয়া হোক সদ্য প্রকাশিত বই। এ নির্দেশ পেয়ে প্রাজ্ঞ ও প্রাণবন্ত মানুষটির সঙ্গে কিছু দুর্লভ মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ হলো আমার।

জাতীয় অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীনের শিক্ষা ও শিক্ষকতার জীবন বর্ণাঢ্য। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ছিলেন ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক। ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে পিএইচডি ডিগ্রি ও লিংকনস ইন থেকে ব্যারিস্টার অ্যাট ল ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ২০১২ সালে প্রফেসর ইমেরিটাস ও ২০২১ সালে ভূষিত হয়েছেন জাতীয় অধ্যাপক পদে। ওয়াশিংটনের জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক ছিলেন। দেশ-বিদেশের বিখ্যাত জার্নালগুলোয় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মূল্যবান গবেষণা অভিসন্দর্ভ। একুশে পদক, অতীশ দীপঙ্কর পুরস্কারসহ বিভিন্ন সম্মাননা পেয়েছেন।

বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন লেখক। আড্ডা ও আলাপে সদ্য প্রকাশিত বইটির বিষয় সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা পাওয়া গেল। *জেনেসিস অব দ্য বাংলাদেশ : ওয়ার অব ইনডিপেনডেন্স* বইটিতে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিকতা আলোচনা করে বাংলাদেশের ইতিহাস তুলে ধরতে চেয়েছেন তিনি। এই সূত্রে পাকিস্তানের জাতি গঠনে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংকটগুলো ব্যাখ্যা করেছেন। বাঙালি অর্থনীতিবিদদের দেওয়া দুই অর্থনীতির প্রসঙ্গ যেমন এসেছে, ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের কথাও আলোচিত

নিজের বই দেখছেন জাতীয় অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন। ছবি : প্রথম আলো

জেনেসিস অব দ্য বাংলাদেশ : ওয়ার অব ইনডিপেনডেন্স

হয়েছে এ বইয়ে। বাংলাদেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ কালপর্বের বিভিন্ন দলিল এতে উদ্ধৃত হয়েছে। এর ভিত্তিতে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন লেখক।

মুগ্ধ-বিস্ময়ে শুনছিলাম আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীনের কথা। বয়স তাঁর অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে, কিন্তু প্রাণশক্তি কেড়ে নিতে পারেনি। এখনো নানা বিষয়ে লেখার আগ্রহ আছে তাঁর। আলাপ ও চা-পর্বের ফাঁকে সাগ্রহে নিজের সংগ্রহের বইপত্র দেখালেন। বিষয় অনুযায়ী বইপত্র রেখেছেন আলাদা আলমারি ও তাকে। সেখানে তাঁর ছেলে ড. উমর সিরাজুদ্দীনের (এখন ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত) ছোটবেলার প্রিয় শিশুসাহিত্যের বইগুলো যেমন রাখা আছে, তেমনি আছে তাঁর প্রয়াত স্ত্রী অধ্যাপক আসমা সিরাজুদ্দীনের (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক) বিশেষ আগ্রহের স্থাপত্য ও শিল্পকলাবিষয়ক বইগুলোও। নিজের লেখার পাণ্ডুলিপি, বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত লেখার কপিগুলো সযত্নে গুছিয়ে রেখেছেন অধ্যাপক।

'আপনার অনুপস্থিতিতে এত বইপত্রের দেখভাল করবে কে?' এমন প্রশ্নে একটু বিমর্ষ হয়ে পড়লেন যেন, এখনকার তরুণদের এমনকি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও পাঠবিমুখতা নিয়ে একটু হতাশা প্রকাশ করলেন। তবে তাঁর বইপত্রের সংগ্রহ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগারে দান করে যাবেন বলে জানালেন। মৃদু হেসে বললেন, 'কেউ না কেউ তো পড়বেই।' একটু থেমে যেন আশাবাদও জাগিয়ে রাখতে চাইলেন, 'নিশ্চয়ই পড়বে।'

আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীনের কথার সমর্থন জুগিয়ে বললাম, 'নিশ্চয়ই পড়বে স্যার, জ্ঞান-তৃষ্ণার মৃত্যু নেই।'

আলাপটা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁর মধ্যাহ্নভোজের সময়টাও মনে রাখতে হয়। অনেক নিষেধ উপেক্ষা করে তিনতলার সিঁড়ি ভেঙে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন অধ্যাপক। গাঢ় নীল রঙের পোলো টি-শার্ট আর ধূসর রঙের প্যান্ট পরা দীর্ঘদেহী, সুদর্শন মানুষটিকে দেখে কে বলবে, তাঁর বয়স নব্বই ছুঁতে আর মাত্র তিন বছর?

আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন বিদায় জানালেন। মনে মনে বললাম, বয়স তো শরীরে থাকে না স্যার, থাকে মনে। আপনি এখনো তরুণ। আপনার সৃষ্টিমুখর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

বিশ্বজিৎ চৌধুরী

শারদীয় দুর্গোৎসব

অলংকরণ : এস এম রাকিবুর রহমান

পূজার অর্থ, পূজার মাহাত্ম্য

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

কেউ কেউ বলেন, আমরা যে পূজা করি, তার উদ্দেশ্য আরাধ্য দেবতা বা দেবীকে প্রসন্ন করে পার্থিব জগতে সমৃদ্ধি লাভ করা। তাঁরা আরও বলেন, পূজা যেন দোকানদারি—আমি তোমাকে দিচ্ছি, বিনিময়ে তুমি আমাকে দাও। পূজা যেন এই দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার।

এমনকি এ কথাও বলতে শোনা যায়, পূজা আর কিছুই নয়—দেবতাকে উৎকোচ প্রদান। পূজা-উপচারে দেবতা খুশি হবেন, তখন তাঁর কাছ থেকে অভীষ্ট বস্তু লাভ হবে, মামলায় জয়লাভ হবে, পুত্র-কন্যার পরীক্ষায় সাফল্য লাভ হবে, বেকার থাকলে চাকরি হবে, ব্যাধিগ্রস্ত প্রিয়জন ব্যাধিমুক্ত হবে, মুমূর্ষু প্রিয়জন মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে আসবে ইত্যাদি।

উদাহরণ হিসেবে বলা হয়, দেবতার উদ্দেশে আমরা যে স্তবগান করি, যে প্রার্থনা উচ্চারণ করি, তা তো শুধু 'দেহি' 'দেহি'রই দীর্ঘ তালিকা :

'ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।'
(চণ্ডী)

(হে দেবী, আমার মনোবৃত্তির অনুসারিণী, অর্থাৎ আমার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী সুন্দরী ভার্যা দাও। আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার প্রতি যারা বিদ্বেষপূর্ণ, অর্থাৎ যারা আমার শত্রু, তাদের নাশ করো।)

সাধারণভাবে এখন পূজার তাৎপর্য প্রায় এটাই দাঁড়িয়েছে, আপাতদৃষ্টে দেবতার উদ্দেশে স্তবস্তোত্রাদি বাচ্যার্থে এটাই বোঝায়।

পূজা সান্ত মানুষকে অনন্তে উত্তরণ করানোর একটি পদ্ধতি। পূজার প্রক্রিয়ার মধ্যে আমাদের প্রাজ্ঞ পূর্বপুরুষেরা অনন্তে উন্নীত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছিলেন।

সাধারণ মানুষও যাতে উত্তরণের এই 'বিজ্ঞান'-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়, সে জন্য তাঁরা পূজার অনুষ্ঠানাদির মধ্যে একটি আপাত ও লোকপ্রিয় রূপ সংযুক্ত করেছিলেন।

সাধারণ মানুষ প্রথমেই উচ্চ দর্শনকে গ্রহণ করতে পারে না, তাদের সেই মানসিক প্রস্তুতিও থাকে না।

পূজার মধ্যে সন্নিবিষ্ট 'শুদ্ধি', 'ন্যাস' প্রভৃতি অনুষ্ঠানের যে একটি লোকপ্রিয় আবেদন আছে, তা অনস্বীকার্য। আবার পূজার সঙ্গে যুক্ত স্তবস্তোত্রাদির মধ্যে যে পার্থিব প্রাপ্তির অঙ্গীকার রয়েছে, তা সাধারণ মানুষকে সহজেই আকর্ষণ করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, 'এহ বাহ্য' এই অনুষ্ঠানাদি ও প্রার্থনার দুটি তাৎপর্য রয়েছে। একটি বাচ্যার্থ, অপরটি লক্ষ্যার্থ।

'রূপং দেহি' ইত্যাদিতে 'রূপ' প্রভৃতি প্রতিটি শব্দের একটি আপাত-অর্থ আছে, আবার একটি মর্মার্থ বা নিগূঢ় অর্থও রয়েছে। 'রূপ' মানে যেমন বাহ্য সৌন্দর্য, তেমনি অন্তরের সৌন্দর্যও। 'জয়' মানে যেমন জীবনসংগ্রামে জয়লাভ, তেমনি অন্তরের সংগ্রামেও, অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মানসসংগ্রামেও জয়লাভ।

'ভার্যা' মানে যেমন স্ত্রী, তেমনি আবার যা ভরণীয়—অন্তরে একান্ত লালনীয়, অর্থাৎ ভক্তি, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি অব্যভিচারিণী অনুরক্তি। 'শুদ্ধি', 'ন্যাস' প্রভৃতি পূজার বিভিন্ন অঙ্গ সম্পর্কেও একই কথা।

'শুদ্ধি'র অর্থ শুদ্ধিকরণ এবং 'ন্যাস'-এর অর্থ স্থাপন বা সমর্পণ। প্রথমে 'শুদ্ধি', তারপর 'ন্যাস'। প্রথমে আচমনাদির দ্বারা পূজকের 'দেহশুদ্ধি' করতে হয়। পূজক প্রথমে নানা অশুদ্ধ উপাদান ও পদার্থে নির্মিত ও পূর্ণ তাঁর দেহভাণ্ডটিকে মন্ত্রপূত জল দ্বারা শুদ্ধ করেন। 'দেহশুদ্ধি'র সময় তিনি ভাবেন, তাঁর দেহ সমস্ত মালিন্যরহিত হয়ে উঠছে, তাঁর মন অশুদ্ধ চিন্তারাশি থেকে মুক্ত হয়ে উঠছে এবং তাঁর আত্মা দেবময় হয়ে যাচ্ছে।

এভাবে 'বাহ্য-অভ্যন্তর' বা দেহ-মন-আত্মার শুদ্ধিকরণের পর 'জলশুদ্ধি'। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী—এই সপ্তনদী হিন্দু ঐতিহ্যে পবিত্রতম নদী বলে প্রসিদ্ধ। নদীমাতৃক ভারতবর্ষে এই নদীগুলো শুধু পবিত্রই নয়, এরা দেবী হিসেবেও বন্দিত, আবার জননীরূপেও পূজিত।

'জলশুদ্ধি'র সময় পূজক যে অপূর্ব মন্ত্রটি উচ্চারণ করেন, উদাহরণস্বরূপ এখানে তা উল্লেখ করা যেতে পারে :

> জীব আসলে ব্রহ্মই, অজ্ঞানতাবশত জীব জানে না যে সে ব্রহ্ম। 'জীব শিব'—এই অদ্ভুত সমীকরণ পৃথিবীকে ভারতবর্ষই প্রথম উপহার দিয়েছে। বর্তমানে ধর্ম যেমন নানা মহলে সমালোচিত ও নিন্দিত, তেমনি পূজাদির মতো অনুষ্ঠানাদিও তথাকথিত আধুনিক শিক্ষিত মহলে উপহাসিত।

'ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেহস্মিন সন্নিধিং কুরু।'

(হে নদীতমা, দেবীতমা, অম্বিতমা গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী, তোমরা এই জলপাত্রে অধিষ্ঠান করো)

এই আহ্বানের দ্বারা পূজার জলপূর্ণ পাত্রটি যেন পবিত্রতম সপ্তনদীর ক্ষুদ্র সঙ্গমে পরিণত হয়। এরপর সেই পবিত্র জল পূজার সব উপকরণ ও উপচারে সিঞ্চন করে তাদের পরিশুদ্ধ করে নেওয়া হয়।

জলশুদ্ধির মন্ত্রটি আরেক দিক দিয়েও লক্ষণীয়। এই মন্ত্রের মধ্যে রয়েছে আমাদের পূর্বপুরুষদের জাতীয় সংহতির উদার উপলব্ধি।

অবিভক্ত ভারতবর্ষের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণের বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে এই সাত নদী প্রবাহিত। সাংস্কৃতিক প্রেরণা ও ভাবের দিক থেকে হাজার বছর ধরে এই সপ্তনদী ভারতবর্ষকে এক অপূর্ব ঐক্যের প্রেরণামন্ত্রে সংবদ্ধ করে রেখেছে।

বস্তুত, সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রেরণাই ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যবোধকে সঞ্জীবিত করে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা শুধু যে পূজার অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে নিজ দেহকে দেবময় করতে চেয়েছিলেন তা নয় আমাদের মাতৃভূমির ভৌগোলিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দেহকেও তাঁরা দেবময় বলে ভেবেছেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আমাদের পূর্বপুরুষের কাছে ভারতবর্ষ শুধু মাতৃভূমিই ছিল না, ভারতবর্ষকে তাঁরা দেখেছেন পুণ্যভূমিরূপে, দেবাত্মভূমিরূপে।

এভাবে ভারতবর্ষ তাঁদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে একটি আধ্যাত্মিক সত্তা হিসেবে।

পূজার অন্য অনুষ্ঠানাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ন্যাস'। জীবন্যাস, মাতৃকান্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস ইত্যাদির মাধ্যমে পূজকের দেহের প্রতিটি অঙ্গে পঞ্চাশৎ বর্ণের মাধ্যমে পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী মাতৃশক্তিকে 'ন্যাস', অর্থাৎ স্থাপন করা হয়।

জীব আসলে ব্রহ্মই, অজ্ঞানতাবশত জীব জানে না যে সে ব্রহ্ম। 'জীব শিব'—এই অদ্ভুত সমীকরণ পৃথিবীকে ভারতবর্ষই প্রথম উপহার দিয়েছে। বর্তমানে ধর্ম যেমন নানা মহলে সমালোচিত ও নিন্দিত, তেমনি পূজাদির মতো অনুষ্ঠানাদিও তথাকথিত আধুনিক শিক্ষিত মহলে উপহাসিত। এরা আমাদের ঐতিহ্যের মূল্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে কিছুমাত্র অবহিত না হয়ে আমাদের ঐতিহ্যকে, আমাদের ধর্মকে, আমাদের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানকে আক্রমণ করে। সত্য বটে, কালের গতিতে আমাদের ঐতিহ্যে, আমাদের ধর্মে, আমাদের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানাদিতে নানা বিকৃতি এসে উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু তাই বলে আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের ধর্ম, আমাদের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানাদি প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেনি। প্রয়োজন অন্তর্দৃষ্টির, প্রয়োজন মুক্ত মন, উদার বোধ ও সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির, যাতে আমরা বুঝব আমাদের পূর্বপুরুষেরা কত বড় বিজ্ঞানদৃষ্টির, কত গভীর প্রজ্ঞা ও লোকদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। বস্তুত আজ তাঁদেরই সৃষ্ট ভিত্তিভূমিতেই নিহিত ভারতবর্ষ নামের দেশটির মূল প্রাণরস। সেই আদি প্রাণরস থেকেই উদ্ভূত ভারতবর্ষের সব গৌরব, সব মহিমা। ভারতবর্ষ যে স্থূল থেকে সূক্ষ্মের দিকে তার অধিবাসীদের চেতনাকে অগ্রসর করাতে চেয়েছে, জড়ের শক্তিকে অস্বীকার করে চৈতন্যের শক্তিকে আবিষ্কার করতে সর্বতোভাবে প্রণোদিত করেছে, ভূলোকের ধূলিকে ঝেড়ে ফেলে দ্যুলোকের সৌরভকে অঙ্গে মাখতে অনুপ্রাণিত করেছে, পূজাবিজ্ঞানের কিছু অনুষ্ঠানের আলোচনার মাধ্যমে তা আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি। বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়ের পরিসমাপ্তি একত্বের আবিষ্কারে, একত্বের উপলব্ধিতে। পূজার মতো একটি লোকপ্রিয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দুর ধর্ম সেই একত্বকে, সেই অদ্বৈতকেই আবিষ্কার করতে, উপলব্ধি করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। পূজাবিজ্ঞানের এই তত্ত্ব আমাদের সবারই জানা একান্ত প্রয়োজন।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, অধ্যক্ষ ও সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা

এ এক মাতৃশক্তির আরাধনা

তারাপদ আচার্য্য

বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা। মানবিক দৈন্য। স্বার্থপরতায় টালমাটাল বিবেক ও মন। ক্ষমতার দম্ভ আকাশচুম্বী। বাদ পড়েনি বাংলাদেশও। তারপরও প্রকৃতির নিয়মেই ঋতু রং বদলায়।

গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা। বর্ষার পর স্বচ্ছ শরৎ। শিউলি সুঘ্রাণ নিয়ে ফোটে। নদীর কূলে দোল খায় সাদা কাশফুল। ড্যাং কুরাকুর ড্যাং কুরাকুর বেজে ওঠে দুর্গাপূজার ঢাক। ঢং ঢঙা ঢং ঢং বাজে কাঁসর। পুরোহিতের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় মধুর চণ্ডীপাঠ।

শঙ্খ আর উলুধ্বনিতে চারপাশ মুখর হয়ে ওঠে। ধূপধুনোয় ভক্তিময় আবেশ ছড়ায় চারপাশে। মহালয়ার দিনে মা আসেন। মা দুর্গা আসেন বাবার বাড়ি, মর্ত্যে। ছেড়ে আসেন স্বামীর বাড়ি কৈলাসধাম; কিন্তু বাবা ভোলানাথ আর ছেলে কার্তিক ও গণেশ, মেয়ে সরস্বতী ও লক্ষ্মীকে ছেড়ে আসেন না। সবাই একসঙ্গে আসেন।

মায়ের আগমনে রংবাহারি হয়ে ওঠে পৃথিবী। ভক্তের মন খুশিতে নেচে ওঠে। আনন্দ-উচ্ছ্বাসের জোয়ার উছলে ওঠে।

ভক্তরা জানেন, মা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। বিপদনাশিনী। ভক্তের রোগশোক, বিপদ-আপদ—সবই মা দূর করে দেবেন। হারানো ধনসম্পদ ফিরিয়ে দেবেন।

এই বিশ্বাস ধারণ করেই পূজা হয়ে আসছে রাজা সুরথ ও বণিক সমাধি বৈশ্যর সময় থেকে।

তখন শারদীয় পূজার পরিচিতি ছিল 'বাসন্তী পূজা' নামে। দুর্গাপূজার বিধিসম্মত সময়কাল ছিল চৈত্র মাস, অর্থাৎ বসন্তকাল। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রয়েছে, রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য মেধস মুনির পরামর্শে তাঁরই আশ্রমে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী ও নবমী তিথিতে শাস্ত্রবিধিমতে দেবী দুর্গতিনাশিনীর পূজা করেছিলেন।

মনের ইচ্ছা পূরণ হয়েছিল তাঁদের। রামচন্দ্র লঙ্কাধিপতি রাবণের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধার করতে দুর্গা মাকে খুশি করে শক্তি, সাহস, বিজয় ছিনিয়ে আনতে শরৎকালে পূজা করেছিলেন। সেই থেকে শরৎকালেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব 'দুর্গাপূজা'। তাই কেউ কেউ শারদীয় দুর্গাপূজাকে 'অকালবোধন' বলে উল্লেখ করে থাকেন।

জীবনে অশুভ অসুর শক্তির বিনাশ করে শুভ সুর শক্তির প্রতিষ্ঠা দুর্গাপূজার শাশ্বত দর্শন। দেবী মহিষাসুরমর্দিনী এবং সেই কারণেই শিরে শিবধারিণী। মহিষাসুরকে যদি বিনাশ করা যায়, তবে সর্বোপরি শিরে শিবকে, তথা কল্যাণ বা মঙ্গলকে ধারণ করা সম্ভব হয়।

দুর্গাকাঠামোতেও দেখা যায় মহিষাসুর দেবীর পদতলে বিমর্দিত, দেবী রণরঙ্গিণী আর শিব দেবীর মস্তকোপরি অধিষ্ঠিত—এই কাঠামো উন্নত জীবনতত্ত্বের নির্দেশক।

দুর্গাপূজায় ষষ্ঠীতে দেবীর ষষ্ঠ্যাদিকল্প; অর্থাৎ আবাহন, বোধন, আমন্ত্রণ, অধিবাস প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ষষ্ঠীতে সন্ধ্যাকালে দেবীর বোধন হয়। শাস্ত্রাতে, দেবীর বোধন হয় বিল্ববৃক্ষে বা বিল্ব শাখায়।

সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত প্রতিমায় দেবীর অর্চনা করা হয়ে থাকে। সপ্তমীতে অন্যতম অনুষ্ঠান নবপত্রিকা প্রবেশ কদলীবৃক্ষসহ আটটি উদ্ভিদ এবং জোড়া বেল একসঙ্গে বেঁধে শাড়ি পরিয়ে বধূর আকৃতির মতো তৈরি করে দেবীর পাশে স্থাপন করা হয়। প্রচলিত ভাষায় একে বলা হয় 'কলাবউ'।

অষ্টমীতে বিশেষ অনুষ্ঠান—অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিতে দেবীর বিশেষ পূজা 'সন্ধিপূজা'। অষ্টমী তিথিতে কোনো কুমারী বালিকাকে পূজা করা হয়।

নবমীতে হোম যজ্ঞের দ্বারা পূজার পুণ্যাহুতি দেওয়ার রীতি। দশমী তিথিতে হয় দেবীর বিসর্জন। এই দশমী তিথি 'বিজয়া দশমী' নামে খ্যাত।

দেবী দুর্গাই সব শক্তির আধার। নিখিল দেবগণের শক্তিগুলোর ঘনীভূত মূর্তি। মা দুর্গা স্নেহময়ী জননী। তাঁর নয়ন থেকে করুণাধারা সতত বর্ষিত হচ্ছে, 'মায়ের স্নেহ-চক্ষে প্রেম-বক্ষে অমিয় ঝরে'।

যুদ্ধে যখন তিনি অতি ভীষণা, তখনো তাঁর আঁখি করুণায় ঢল ঢল। 'চিত্তে কৃপা সমর নিষ্ঠুরতা'—হৃদয়ে মুক্তিপ্রদ কৃপা এবং যুদ্ধে মৃত্যুপ্রদ কঠোরতা, মায়ের মধ্যে এই দুই ভাবের অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়।

দুর্গাপূজা এক বিশাল দেবযজ্ঞ। এই পূজা সনাতনী সমাজের বৈচিত্র্যকে লালন করছে আপন বক্ষে।

দুর্গাপূজা মানবের এক মহান মিলনমেলা। তিনি যে আমাদের মা। সবাই আমরা তাঁরই সন্তান। মাতৃপূজায় সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ দেখা যায়। কুমার প্রতিমা, ঘট প্রভৃতি তৈরি করেন। আলোকসজ্জাকারী যাঁরা থাকেন, তাঁরাও তাঁদের কাজ করেন। মালি ফুল দেন, ঢাকি ঢাক বাজান। পূজায় ছানা লাগে, সেটা আসে ঘোষবাড়ি থেকে। নরসুন্দর সম্প্রদায়ের মানুষ দেন দর্পণ।

বর্তমানে বারোয়ারি পূজার যুগ। সবাই চাঁদা দিয়ে অংশগ্রহণ করেন, পুরোহিত পূজা করেন। এমনকি মায়ের পূজায় বেশ্যাদ্বারের মাটি পর্যন্ত দরকার হয়। সহজ কথায়, সমাজের সর্বস্তরের মানুষ মাতৃ আরাধনার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন।

দেবীর চালচিত্রে মাথার ওপর রয়েছেন নির্বিকার ব্রহ্মরূপী শিব। শিবশক্তির মিলনেই এই বিশ্বসংসার ক্রিয়াশীল। অপর দিকে মানবমনে সর্বদা চলে সুরাসুরের যুদ্ধ।

মায়ের কৃপা হলে তিনি ত্রিশূলে বধ করেন মানুষের মধ্যে থাকা অসুর শক্তিকে। সাধন দৃষ্টিতে ত্রিশূলের আঘাতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই তিন গুণকে অতিক্রম করে, মানবাত্মার ব্রহ্মচৈতন্যে লয়প্রাপ্তি হয়।

তারাপদ আচার্য্য, তারাপদ আচার্য্য, সাধু নাগ মহাশয় আশ্রম, দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ

শারদীয় দুর্গোৎসব ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

সঞ্চিতা গুহ

বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। পূজা শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সম্মান প্রদর্শন, শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন বা আদর্শ অনুসরণ।

দুর্গাপূজা প্রচলনের নানাবিধ উপাখ্যান আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, দেবী ভাগবত পুরাণ, দেবীমাহাত্ম্য, রাজা সুরথের গল্প, মধু-কৈটভের কাহিনি, মহিষাসুরের কাহিনি, শুম্ভ-নিশুম্ভের কাহিনি, কালিকা পুরাণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, শ্রীশ্রী চণ্ডী ইত্যাদি গ্রন্থে দেখতে পাই।

তবে মহিষাসুরমর্দিনীরূপে শরৎকালে দেবী দুর্গার অকালবোধনই বঙ্গদেশে সুপ্রচলিত। কালিকা পুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণ অনুসারে, রাম ও রাবণের যুদ্ধের সময় শরৎকালে দেবী দুর্গার আরাধনা করা হয়েছিল।

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে, শরৎকালে দেবতারা ঘুমিয়ে থাকেন, তাই এই সময় তাঁদের আরাধনার যথাযথ সময় নয়। অসময়ের পূজা বলে এই পূজার নাম হয় অকালবোধন।

অন্যদিকে শ্রীশ্রী চণ্ডীর কাহিনি অনুসারে, পুরাকালে মহিষাসুর শতবর্ষব্যাপী এক যুদ্ধে দেবতাদের পরাস্ত করে স্বর্গলোক অধিকার করেন। বিতাড়িত দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে মুখপাত্র করে মহেশ্বর ও বিষ্ণুর কাছে উপস্থিত হন।

মহিষাসুরের অত্যাচারের কাহিনি শুনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন এবং তাঁদের মুখমণ্ডল থেকে মহাতেজ নির্গত হয়। একই সঙ্গে ইন্দ্র অন্য দেবতাদের দেহ থেকেও সুবিপুল তেজ নির্গত হয়ে সেই মহাতেজের সঙ্গে মিলিত হয় এবং সুউচ্চ হিমালয়স্থিত ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে সেই বিরাট তেজপুঞ্জ একত্র হয়ে এক নারীমূর্তি ধারণ করে।

এই দেবীই কাত্যায়নী বা দুর্গা নামে অভিহিত হলেন। পরবর্তী সময়ে এই দুই রূপের মিলিত ধারায় মহিষাসুরমর্দিনীরূপে শরৎকালে দেবী দুর্গার আরাধনা করা হয়।

আবহমান বাংলার অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো শারদীয় দুর্গোৎসব। ব্রিটিশ বাংলায় এই পূজা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। তবে অনেকের মতে, সম্ভবত মোগল আমল থেকেই ধনী পরিবারগুলোয় দুর্গাপূজা করা হতো। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে দুর্গাপূজা স্বাধীনতার প্রতীকরূপে জাগ্রত হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই পূজা ঐতিহ্যবাহী বারোয়ারি হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। অবিভক্ত ভারতের খুলনা জেলার কপোতাক্ষ তীরবর্তী উথলী গ্রামে ১০৭৬ বঙ্গাব্দে দুর্গাপূজা প্রচলনের ইতিহাস স্বর্গীয় বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের বাড়ি থেকে প্রাপ্ত এক প্রাচীন নথিতে লিপিবদ্ধ আছে।

এরই ধারাবাহিকতায় বিভক্ত বাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশেও দুর্গাপূজার বহুল প্রচলন আরম্ভ হয় বলে ধারণা করা যায়।

বাংলায় দেবী দুর্গার যে মূর্তি সচরাচর দেখা যায়, সেটি পরিবার সমন্বিত বা সপরিবার দুর্গামূর্তি, যার মধ্যস্থলে মহিষাসুরমর্দিনীরূপে অবস্থান করেন দেবী দুর্গা।

মহিষাসুর ও মহিষাসুরমর্দিনীর সংগ্রাম ও পরিশেষে মহিষাসুরমর্দিনী কর্তৃক মহিষাসুরের পরাভব মূলত মানুষের অন্তরস্থিত শুভ শক্তি ও অশুভ শক্তির সংগ্রাম এবং পরিশেষে শুভ শক্তির কাছে অশুভ শক্তির পরাজয়ের প্রতীক।

উৎসবের সঙ্গে গভীর যোগসূত্র রয়েছে শান্তির। ভাটিখানা মন্দির, বরিশাল। ছবি : সাইয়ান

আমাদের দেশে দুর্গাপূজাকে বলা হয় শারদ উৎসব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, উৎসবের সম্মিলনে আমরা অর্জন করি 'আমরা' হওয়ার বোধ-উপলব্ধি। তাই সব ধর্ম-বর্ণের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে দুর্গোৎসব হয়ে ওঠে সর্বজনীন শারদ উৎসব।

এই সর্বজনীনতা সব সংকীর্ণতা ও ভেদাভেদ ভুলে আমাদের একে অপরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার শক্তি দান করে। উৎসব তাই সবার জন্যই সতত সুখের ও আনন্দের।

একইভাবে দুর্গাপূজার মতো ঈদ, বড়দিন, বুদ্ধপূর্ণিমা প্রভৃতি ধর্মীয় আচারও হয়ে ওঠে উৎসবমুখর। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে ছাপিয়ে এসব উৎসব ঘোষণা করে মানুষে মানুষে মিলনের আহ্বান, পরস্পরের বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী হয়ে ওঠার এক অমোঘ বার্তা।

> একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী মানুষ কৌশলে ধর্মীয় আচার ও উৎসবের মধ্যে বিরোধ স্থাপন করে উৎসব ও শান্তির পরিবেশকে বিঘ্নিত করার চেষ্টায় সদা নিয়োজিত থাকে। তাদের ভুললে চলবে না যে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।

উৎসবের সঙ্গে গভীর যোগসূত্র রয়েছে শান্তির। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান ও সহমর্মিতা থেকে যে সামাজিক শান্তির পরিবেশ তৈরি হয়, তা উৎসবের আনন্দকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী মানুষ কৌশলে ধর্মীয় আচার ও উৎসবের মধ্যে বিরোধ স্থাপন করে উৎসব ও শান্তির পরিবেশকে বিঘ্নিত করার চেষ্টায় সদা নিয়োজিত থাকে। তাদের ভুললে চলবে না যে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।

আমাদের দেশের সংস্কৃতির অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিটি ধর্মীয় উৎসবে অন্য ধর্মের মানুষের আন্তরিক অংশগ্রহণ ও উৎসবের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার প্রবণতা। যে যার মতো ধর্মচর্চা করবে, কিন্তু মনে রাখতে হবে, ধর্মসাধনার মূলমন্ত্র হচ্ছে মনুষ্যত্বের সাধনা।

জীবনের পবিত্রতা ও অপর মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি কামনার মধ্যেই ধর্মসাধনার সারবস্তু নিহিত। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা উচ্চারণ করি সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের মন্ত্র।

আর ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনের মাধ্যমে জাগ্রত করতে পারি মানবধর্ম ও মানবিক মূল্যবোধ। তাই অশুভ শক্তির বিনাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে মুক্তচিন্তার মানুষদের। কারণ, মুক্তবুদ্ধি দৃষ্টিভঙ্গি উদার করে, ঐক্যে বিশ্বাস করতে শেখায়।

বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলোর মৌলিক দর্শন এক ও অভিন্ন। অহিংসা, মৈত্রী ও সাম্যই যেকোনো ধর্মের মূল উপজীব্য। মানুষের কল্যাণসাধনই সব ধর্মের মূল শিক্ষা।

তাই আমাদের সমাজে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে হবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবার মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ় করতে হবে। নিজের ধর্মকে যেমন ভালোবাসতে হবে, তেমনি অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি থাকতে হবে অতল শ্রদ্ধা। আর এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ। এ দেশে সব ধর্মের মানুষ যেন বৈষম্যহীনভাবে ধর্ম ও ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনের সুযোগ পায়। বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীরা দুর্গাপূজার আয়োজন করলেও মূলত এই আয়োজনে আমরা জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সব মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখতে পাই।

দুর্গাপূজা আয়োজনের সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের যে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আমরা দেখি, তা আমাদের পুলকিত করে তোলে। আয়োজনটি যেন তখন আর কোনো নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বী মানুষের আয়োজন হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না।

এ আয়োজন যেন বাংলাদেশের সব মানুষের সম্মিলিত আয়োজনে পরিণত হয়। দুর্গাপূজা উপলক্ষে সব ধর্মের মানুষ ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে একটি সমন্বিত আয়োজনে নিজেদের ব্রতী করে। শারদীয় দুর্গাপূজা তখন হয়ে ওঠে শারদীয় দুর্গোৎসব। এ যেন এক অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি।

ড. সঞ্চিতা গুহ, সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দুর্গাপূজা ও জেন-জি

প্রণব চক্রবর্তী

‘জেন-জি’ তাঁরা, যাঁদের জন্ম ১৯৯৭ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত। এঁদের বর্তমান বয়স ১২ থেকে ২৭ বছর। এঁদের বেশির ভাগই নিয়মিত কাজে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

আর যাঁরা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, তাঁরা শিক্ষা সমাপনের দ্বারপ্রান্তে। এঁদের ‘জেনারেশন জেড’ বা সংক্ষেপে ‘জেন-জি’ নামে অভিহিত করা হয়।

এই প্রজন্ম যৌবনের দূত। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে এই জেন-জি সদস্যরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। ২০২২ সালের এক প্রতিবেদনে মার্কিন আদমশুমারি জেন-জিকে প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যদের সঙ্গে সর্বকনিষ্ঠ প্রজন্ম হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস ২০২১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদনে জেন-জিকে সংজ্ঞায়িত করতে ১৯৯৬ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণকারীদের চিহ্নিত করেছে।

সাধারণ মানুষ জানেন না, এমন অনেক বিষয়ে কিছু কিছু জেন-জি সদস্য চমৎকার ধারণা রাখেন, যা মূল্যায়নের দাবি রাখে। কারণ, তাঁরা ইন্টারনেটে এ-সম্পর্কিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামত পরীক্ষা করেছেন।

কৌতূহলও কম নয় জেন-জিদের। যেমন চলতি বছরের দুর্গাপূজা নিয়ে একজন আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন। তিনি বললেন, এটি কীভাবে সম্ভব? অষ্টমী ও নবমী ১১ অক্টোবর ২০২৪ শুক্রবার। আবার নবমী ও দশমী ১২ অক্টোবর ২০২৪ শনিবার।

ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পাঁচ দিন; কিন্তু এবার তা চার দিন; অর্থাৎ ৯ অক্টোবর বুধবার ষষ্ঠী দিয়ে শুরু হয়ে ১২ অক্টোবর শনিবার দশমীতে দুর্গাপূজা পঞ্জিকা অনুযায়ী শেষ, অর্থাৎ চার দিন।

রাষ্ট্রীয়ভাবে দশমী ১৩ অক্টোবর, রোববার ঘোষিত হলেও সেদিন একাদশী। একসঙ্গে এত তথ্য জানিয়ে জেন-জির এক সদস্য আমাকে কিছুটা অবাক করে দিলেন।

আমরা যারা মনে করি, জেন-জির সদস্যরা ধর্মকর্মে কিছুটা উদাসীন, তারা কিন্তু ঢালাওভাবে এই প্রজন্মকে মূল্যায়ন করি। এটি যথাযথ নয়। আমি যখন সংক্ষেপে তাঁকে বোঝালাম, তিনি শুধু শুনলেনই না, আমাকে থামিয়ে দিয়ে ফোনে নোট নিলেন।

সনাতন ধর্মের যাবতীয় অনুষ্ঠান পঞ্জিকায় বর্ণিত চান্দ্রবর্ষ অনুযায়ী হয়। এগুলো তিথিনির্ভর। ক্রান্তিবৃত্তের ওপর সূর্য ও চন্দ্রের পারস্পরিক দূরত্বের আনুপাতিক হারের ওপর তিথি নির্ভর করে। সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে যখন দূরত্ব বা স্প্যান ১৮০ ডিগ্রি হয়, তখন চন্দ্র ঠিক সূর্যের বিপরীত দিকে অবস্থান করে।

এ সময় চন্দ্র পূর্ণ আলোয় আলোকিত হয়। একে আমরা বলি পূর্ণিমা। ক্রান্তিবৃত্তের মান ৩৬০ ডিগ্রি। শুক্লপক্ষের ১৫টি তিথি (প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা) এবং কৃষ্ণপক্ষের ১৫টি তিথি (প্রতিপদ থেকে অমাবস্যা)।

এই পূজায় সনাতনীদের পক্ষ থেকে বিশ্বশান্তির আরাধনা করা হয়। বনানী পূজা মণ্ডপ, ফাইল ছবি

৩৬০ ডিগ্রিকে ৩০টি তিথি দিয়ে ভাগ করলে প্রতি তিথি আনুমানিক ১২ ডিগ্রি পরিমাণ; কিন্তু যেহেতু পৃথিবী একটু তির্যকভাবে ঘোরে, তাই ৩৬০ দিনে বছর হয় না।

তেমনি প্রতিটি তিথির পরিমাপ বা সময় সমান হয় না; অর্থাৎ কিছুটা কমবেশি হয়। এ কারণে তিথির শুরু ও শেষ ওই পরিমাপের ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়।

যেমন এ বছর বৃহস্পতিবার সপ্তমী তিথি সকাল ৭টা ৫৩ মিনিট ৫৭ সেকেন্ড পর্যন্ত। পরে অষ্টমী তিথির শুরু। শুক্রবার অষ্টমী তিথি সকাল ৭টা ১৭ মিনিট ১১ সেকেন্ড পর্যন্ত। এরপর নবমী শুরু। নবমী তিথি শনিবার ৬টা ১২ মিনিট ৫০ সেকেন্ড পর্যন্ত। এরপর দশমী তিথি শুরু। দশমী তিথির সমাপ্তি ওই দিন দিবাগত রাত ৪টা ৪৩ মিনিট ২৯ সেকেন্ড পর্যন্ত।

পরে একাদশী। ফলে রোববার; অর্থাৎ ১৩ অক্টোবর পঞ্জিকামতে একাদশী। পূজার সময়কাল নবমী ও দশমী একই দিনে; অর্থাৎ শনিবার। অষ্টমীর দিন অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে ৪৮ মিনিটব্যাপী সন্ধিপূজা অনুষ্ঠিত হয়। অষ্টমী উপলক্ষে অধিকাংশ পূজারি উপবাসব্রত পালন করেন। অষ্টমী ব্রতের উপবাস অন্তে পারণ শনিবার।

> কৌতূহলও কম নয় তাঁদের। যেমন চলতি বছরের দুর্গাপূজা নিয়ে একজন আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন। তিনি বললেন, এটি কীভাবে সম্ভব? অষ্টমী ও নবমী ১১ অক্টোবর ২০২৪ শুক্রবার। আবার নবমী ও দশমী ১২ অক্টোবর ২০২৪ শনিবার।

ওই জেন-জি সদস্য বিষয়টি কিছুটা জটিল আখ্যা দিয়ে এই তাড়াহুড়া বর্জন করা যায় কি না, জিজ্ঞাসা করলে আমি পঞ্জিকার বিষয় উদ্ধৃত করে তাঁকে জানাই যে এটি নির্ভুল। নির্ভুল বলেই সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের প্রকৃত সময়কাল ও দর্শনযোগ্য স্থানের যে বিবরণ পঞ্জিকায় দেওয়া হয়, তা সম্পূর্ণ সঠিক। জ্যোতির্বিদ্যা যে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান, সে কথা স্বীকারে তিনি দেরি করলেন না।

জেন-জির পরবর্তী প্রশ্ন ছিল, দান ও দক্ষিণার প্রভেদ কী? আমি ক্ষুদ্র জ্ঞানে জানালাম, দান হচ্ছে ‘বিনিময়প্রাপ্তির আশা না করে কাউকে কিছু দেওয়া।’ তিনি হেসে বললেন, পুণ্য অর্জনের ইচ্ছা অন্তত কি থাকে না?

আমি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগযোগের নিম্নোক্ত শ্লোকটি তাঁকে শোনালাম—

‘দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।
২০’

‘দান করা উচিত, তাই দান করি,’ এরূপ কর্তব্যবুদ্ধিতে উপযুক্ত দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করে অনুপকারী ব্যক্তিকে (অর্থাৎ প্রত্যুপকারে আশা না রেখে) যে দান করা হয়, তাকে সাত্ত্বিক দান বলে।’

আর দক্ষিণা হলো সম্মানী বা পারিতোষিক। পুষ্পাঞ্জলি প্রদানসহ পূজামণ্ডপের আনুষঙ্গিক কাজে পুরোহিত যে শ্রমদান করেন, সে জন্য সম্মানী বা পারিতোষিক হিসেবে পূজারি তাঁকে যে অর্থ প্রদান করেন, তা-ই দক্ষিণা।

এটা শুনেই জেন-জি সদস্য বললেন, ‘বিভিন্ন কারণে অনেক পূজারি বাসা বা পূজামণ্ডপ থেকে দূরবর্তী স্থানে থেকে অঞ্জলি প্রদান অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত হতে পারেন, তাহলে তিনি তাঁর প্রদেয় দক্ষিণা বিকাশ, নগদ ইত্যাদি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রদান করতে যেন পারেন, তার ব্যবস্থা আপনারা করেছেন কি?’

এই প্রশ্নে আমি হার মেনে বললাম, অঞ্জলি প্রদান অনুষ্ঠানটি ‘লাইভ সম্প্রচার’ করা আপনার প্রজন্মের জন্য যেমন সহজ, দান-দক্ষিণা দেওয়ার ক্ষেত্রে পূজা কমিটির ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে যোগাযোগ করাও কঠিন না হওয়ারই কথা।

জেন-জি এরপর জানতে চাইলেন, দুর্গাপূজার দশমীতে শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ কি বিশ্বশান্তির প্রত্যাশায় করা হয়? না পূজারিদের নিজস্ব শান্তিপ্রত্যয় দৃঢ় করার জন্য করা হয়? আমি এর উত্তর শান্তিমন্ত্রে পূর্ণ বিধৃত আছে বিধায় মন্ত্রটি তাঁর কাছে উপস্থাপন করলাম।

‘ওঁ কয়ানশ্চিত্র ইতস্য মহাবামদেব্যঋষির্বিরাড় গায়ত্রীচ্ছন্দ। ইন্দ্রদেবতা শান্তিকর্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতী সদাবৃধঃ সখা। ওঁ কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা। ওঁ কস্তাসত্যোমদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়াচিদারুজে বসু। ওঁ অভী যু ণঃ সখীনাম্ অবিতা জরীতৃণাং শতং ভবাঃ স্যুতয়ে। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ। ওঁ দ্যৌঃ শান্তিঃ, অন্তরীক্ষং শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তিঃ, আপো শান্তিঃ, ওষধয়ো শান্তিঃ, বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ, বিশ্বেদেবাঃ শান্তিঃ, ব্রহ্মং শান্তিঃ, সর্ব্বং শান্তিঃ, শান্তিরেব শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।’

বিজয়া দশমীতে তাই সনাতনীদের পক্ষ থেকে বিশ্বশান্তির আরাধনা করা হয়। কারণ, অন্যায়, অনাচার, আসুরিক কর্ম দমন করে বিশ্বজনীন শান্তিই সমৃদ্ধ মানবতার পথ উন্মুক্ত করতে পারে। উপরোক্ত মন্ত্রে তা স্পষ্ট।

ওঁ তৎ সৎ।

প্রণব চক্রবর্তী অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব ও উপদেষ্টা পুরোহিত, ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পূজামণ্ডপ।

টোকন ঠাকুর

ধুকপুক

কী কী লেখা যায়
আর কী কী লেখা যায় না!
মাঠের ওপারে মাঠ, দিগন্ত
দিগন্ত একপ্রকার আয়না

আয়নাকে ভালোবাসি
নাকি বাসি আমারই বিম্বিত রূপ?
হাত-পা মেলেছি হাওয়ায়
হাওয়ায় দিয়েছি ডুব
খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে
দেখি, ঘরের জানালায় এসে
ডাক দেয় স্বরচিত মগ্ন ঘোর—
ঘোরে ঘোরে আমি গিয়েছি ফেঁসে

তখন কবিতা নিজে
হামাগুড়ি দিয়ে আসে বিছানায়
তখন ভাবনা-সন্দেশ
আমাকে জাপটে ধরে কার ইশারায়?

তখন ভাবতে থাকি
কী কী লেখা যায়—
আর কী কী লেখা যায় না?

মাথায় যা ধুকপুক করে, লেখার পরে
লেখাতে সেই ধুকপুকানি আর খুঁজে পাই না

কুমার চক্রবর্তী

বৃষ্টিফুল

একটি বৃষ্টিফুলের জন্যই আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম,
পথেই দেখা মিলল নাগলিঙ্গমগাছটির সঙ্গে;
ফুল ঝরে পড়ে আছে বৃক্ষতলে :
ফুলের মৃত্যুও সুন্দর,
আমি তো ফুলের মতো মরতে চাই—
রূপ আর গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে,
ঝরে পড়তে চাই নিজেরই জীবনের আবেশভূমিতে।

এই দগ্ধ দেহকাল, শুধু নদীর কাছেই যেতে চায়
যেতে চায় সেই সমুদ্রটির কাছে, যার কাছে গেলে
আমি আর আমি থাকব না, ঝরে-পড়া ফুল হয়ে
ভেসে চলে যাব দক্ষিণের দেশে!
আমার হারানো রঙে রাঙিয়ে উঠবে সমুদ্র
আমারই হারানো সৌরভে
সুগন্ধা হবে তার শুয়ে-থাকা জীবন।

হেমন্ত যায় যায়—দূরে হোগলার বন,
সরসর শব্দ হয়;
শীতের শুরুতে খঞ্জনা পাখিরাও দূরে চলে যায়,
উড়ে যায় সেইখানে, যেখানে দিগন্ত খুলে রেখেছে
তার বুলন্দ দরজা।

আমি হতে চেয়েছিলাম একটি বৃষ্টিফুল,
যেন ঝরে পড়তে পারি
রূপ আর গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে,
তোমারই বেদনাধারার গভীরে!

শুভাশিস সিনহা

চাঁদ আর মেয়ে

যে-গাঁয়ে বয়ান হয় চাঁদপাড়ানির
কুড়ানি কুড়ায় চাঁদ পূর্ণিমার দিন
সেখানে ঝরবে আজও জোছনাপ্রলাপ,
উনুনের অগ্নিচুলে পালতোলা রাতের নৌকায়
ফেরারি যাত্রায় যাবে পুরোনো আগুন।
যেখানে কুড়ানি থাকে, জল থাকে, স্রোত থাকে, আর
জলজ পূর্ণিমা জাগে ভাটির শিথান
সেখানে বয়ান হয় চাঁদপাড়ানির
সেখানে বয়ান হয় চাঁদকুড়ানির,
মন্দিরার তালে তালে শেষ প্রহরের তারা
মুদ্রা হয়ে দোলে।

নাচের ভেতরে আর শ্লোকের ভেতরে আর
ধ্বনির ভেতরে সেই গাঁয়ে
অপার্থিব আকাশের দোলনায় দোল খায়
চাঁদ আর মেয়ে।

সেদিনের-এদিনের দুর্গোৎসবে আমি ও আমরা

ফারুক মঈনউদ্দীন

স্মৃতি

আমার বাবা ছিলেন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের স্নাতক। ইংরেজি, আরবি ও ফারসি—তিন ভিনদেশি ভাষাতেই ছিল তাঁর পূর্ণ দখল। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান।

অবিভক্ত ভারতের সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে আমার বাবার চাকরিজীবনের প্রথমভাগ কেটেছে পশ্চিমবঙ্গ ও ওডিশার কয়েক জায়গায়।

মায়ের মুখে গোপীবল্লভপুর আর মেদিনীপুরের বহু গল্প শুনতে শুনতে আমাদের প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আমার তরুণী মায়ের সঙ্গে সই পাতিয়েছিলেন গোপীবল্লভপুরের এক সাঁওতাল রমণী।

তাঁদের বাড়িতে নিমন্ত্রণে যেতেন মা। দরিদ্র সাঁওতাল সইটি এক সরকারি বাবুর স্ত্রীকে কী দিয়ে আপ্যায়ন করবেন, ভেবে দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। আমাদের বাসায়ও ছিল তাঁর অবাধ আসা-যাওয়া।

সেই হিন্দুপ্রধান এলাকায় মা-বাবা এতটাই স্বচ্ছন্দ ছিলেন যে দেশভাগের সময় কর্মরত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তা হিসেবে দুই দেশের যেকোনো একটির নাগরিকত্ব বেছে নেওয়ার সুযোগ ছিল বলে ভারতের নাগরিকত্ব নিতে চেয়েছিলেন বাবা। কিন্তু আমার মা হয়তো আত্মীয়-পরিজনকে পাকিস্তানে রেখে সদ্য ভিনদেশ বনে যাওয়া ভারতে থাকতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার বাবাকে পাকিস্তানের পক্ষে অপশন দিতে হয়েছিল। সেদিন আমার মা বেঁকে না বসলে আজ হয়তো আমরা ভারতের নাগরিক থাকতাম।

এসব আমাদের জন্মের বহু আগের ঘটনা। শৈশবে দেশের রাজনীতি না বুঝলেও ফাতেমা জিন্নাহর হারিকেন আর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের গোলাপ ফুল মার্কার লড়াইটা বুঝতে শুরু করেছি মামা-চাচাদের কল্যাণে। আইয়ুব খানের বেসিক ডেমোক্রেসির ভোটের মারপ্যাঁচ বুঝতে আরও কিছু সময় লেগেছিল, কিন্তু কখনোই বুঝতে পারিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য কী।

আমাদের গ্রামের বাড়ির কাছেই ছিল দ্বোয়ারী মহাজনের বাড়ি। তাঁদের ঠাকুরঘর থেকে প্রতি সন্ধ্যায় কাঁসরের ‘কাঁই নানা কাঁই নানা’ ধ্বনি মিশে গিয়েছিল আমাদের নিত্যদিনের জীবনের সঙ্গে; যেমন মিশে গেছে আজানের শব্দও।

স্কুলে আমাদের প্রিয় শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন নাকের ওপর বাইফোকাল চশমা নাগানো অঙ্কের শিক্ষক সুরেন্দ্র স্যার, সুঠাম দেহের ফুটবল রেফারি বাংলার শিক্ষক প্রবীর স্যার। তাঁর কাছেই ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের কঠিন শব্দগুলোর অর্থ বুঝতে শিখেছিলাম। ছিলেন বার্ষিক নাটকে ফি বছর মূল চরিত্রে অভিনয় করা দীপক স্যার, কঠিন ইংরেজি সহজ করে পড়ানো সত্যেন্দ্র স্যার, ভূগোলের সুবোধ বাবু কিংবা ঢোলা পাজামা আর হাফশার্ট পরে সাইকেল চালিয়ে স্কুলে আসা ত্রিকোণমিতির শিক্ষক শান্তি বাবু স্যার। সংস্কৃতের পণ্ডিত মহেন্দ্র লাল ভট্টাচার্যকে সবাই ডাকত জ্যাঠামণি। প্রাইমারি স্কুলের শান্তি বালা দেবীর নাম জানতাম না কেউ, তিনি ছিলেন সবার মাসিমা।

স্কুলের দপ্তরি নারায়ণ ফি বছর কার্তিকের প্রথম দিনে বাড়িতে আশ্বিনসংক্রান্তির রাতে রান্না করা সরু চালের পান্তা, শাপলাডাঁটা, কাঁচকলা, পেঁপেসহ নানা সবজির তরকারি; গুড় মেশানো নারকেলকুচি সহযোগে ব্রতের ভাত নিয়ে আসতেন হেড স্যারের বাসায়। সেই সুস্বাদু প্রসাদ তৃপ্তিভরে খাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। কারণ, হেড স্যার ছিলেন আমার মামা।

স্কুলে সরস্বতীপূজার সময় বন্ধুদের দেখতাম দেবীর পায়ের কাছে বই রেখে দিয়েছে। ওদের কেউ কেউ ক্লাসের ভালো ছাত্র, পরীক্ষার ফলাফলে ওপরের দিকে থাকে ওদের নাম। ওদের সঙ্গে প্রতিমা দেখতে যেতাম। তারপর পূজার পর দেওয়া প্রসাদ আনন্দ করে খেয়েছি সবার সঙ্গে। প্রসাদে থাকত সন্দেশ, শসা, টুকরা করে কাটা আখ, আপেল, বাতাসা ইত্যাদি।

সে সময় দুর্গাপূজার আয়োজনটাই চোখে পড়ত বেশি। বাঙালি সনাতন ধর্মের সবচেয়ে বড় উৎসব বলে আয়োজনও বড় হবে, সেটিই স্বাভাবিক। দেবীর বহরের প্রতিমার সংখ্যা ও আকারও বড়। তাই মাসাধিক কাল আগে থেকে শুরু হয়ে যেত প্রতিমা গড়ার কাজ। কলেজ রোডের পাশে বড় একটা দরমার বেড়ার ঘরে ফি বছর কারিগরদের কাজ দেখতে যেতাম স্কুল ছুটির পর। নামযশহীন কারিগরদের হাতের নিখুঁত কাজ দেখে কৈশোরের মুগ্ধতা শেষ হতো না যেন। অর্ধসমাপ্ত প্রতিমা দেখে ঢুকে পড়তাম কখনো নির্মল বণিক, কখনো প্রদীপ বিশ্বাসের বাসায়। হারমোনিয়াম নামিয়ে গান গাইতে বসত প্রদীপ। সেই সঙ্গে থাকত মাসিমার হাতে বানানো মোয়া-নাড়ু, কখনো তেলেভাজা। কখনো উদয় ভানুদের বাড়ির পেছনে বিশাল দিঘির শানবাঁধানো সিঁড়িতে বসত গানের আসর। উদয় ভানুর বাবা ছিলেন এলাকার নামকরা হোমিওপ্যাথ। সেখানে থাকত আরজু, প্রদীপ বা কেশব দাশের মতো ভালো শিল্পীরা। গানের সঙ্গে চা-জলখাবার ছিল নিত্য অনুষঙ্গ। ভালো রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া প্রদীপ বিশ্বাস পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ বেতারের নিয়মিত শিল্পী হয়েছিল। আমি অবশ্য গান গাইতে পারতাম না, কিন্তু এসব আসরে আমার উপস্থিতি ছিল প্রায় অনিবার্য।

দুর্গাপূজার দিন ওদের মতো নতুন জামাকাপড় না পরলেও চারদিকে মনে হতো একটা উৎসবের আমেজ। বড় বাজার, প্রেমতলা, ভোলাগিরি আশ্রম, নামারবাজারে মল্লিকপাড়ার মণ্ডপগুলোর প্রতিটিতে প্রতিমা দেখার জন্য সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পাশে এলাকার মুসলমানের সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। আরতি দেখার সন্ধ্যার পর এই সমাগম হতো সবচেয়ে বেশি। দশমীর দিন বিকেল থেকে বাড়ির সামনের বড় রাস্তা ধরে ঢাকের শব্দে চারপাশ সচকিত করে একের পর এক প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হতো ব্যাসকুণ্ডের বিশাল দিঘিতে বিসর্জনের জন্য। ছোটবেলায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দেখলেও লায়েক হওয়ার পর সেই বিসর্জনের মিছিলের পেছনে অবলীলায় ঢুকে পড়েছি। সর্বজনীন উৎসব বলে কথা। আজকাল আর দেশের বাড়ির দুর্গোৎসবে যাওয়ার সুযোগ হয় না, নবমীর সন্ধ্যায় আরতি দেখতে যাই ঢাকেশ্বরী বা বনানী মণ্ডপে।

> দুর্গাপূজার দিন ওদের মতো নতুন জামাকাপড় না পরলেও চারদিকে মনে হতো একটা উৎসবের আমেজ। বড় বাজার, প্রেমতলা, ভোলাগিরি আশ্রম, নামারবাজারে মল্লিকপাড়ার মণ্ডপগুলোর প্রতিটিতে প্রতিমা দেখার জন্য সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পাশে এলাকার মুসলমানের সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। আরতি দেখার সন্ধ্যার পর এই সমাগম হতো সবচেয়ে বেশি।

ঈদের দিন এই বন্ধুরাই দল বেঁধে হাজির হতো আমাদের বাড়িতে। আমার মা তখনো বেঁচে। ওরা এসেই মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম সেরে বলত, ‘মাসিমা, কী কী খাবারদাবার আছে, সব নিয়ে আসেন।’

এখন প্রদীপদের বাড়িতে যাই ছুটিছাটায়, ঈদে-পার্বণে। সামনে প্রশস্ত বাগানওয়ালা ওদের টিনের ঘরটির জায়গায় এখন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে চারতলা ভবন। সেখানে সান্ধ্য প্রার্থনা ও শ্লোক-মন্ত্র শেষ করে এখনো হারমোনিয়াম নিয়ে বসে প্রদীপ, আমিও যোগ দিই একমাত্র শ্রোতা হিসেবে। এখন মাসিমার স্থান দখল করেছেন মেজদি।

আজকাল পত্রপত্রিকায় খবর হওয়া মণ্ডপে-মন্দিরে হামলাকারী দুর্বৃত্তদের কথা বাদ দিলে এ রকমই ছিল বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রীতির চেহারা। তখনকার এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চেহারাই ভেসে ওঠে মনে। আমাদের বুঝতে হবে, কেবল ধর্মের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর মুসলমানদের জন্য গঠিত আজব রাষ্ট্রটি ২৫ বছরও টেকেনি, অথচ বাংলাদেশ টিকে আছে তারও দ্বিগুণ সময়। ধর্ম নিয়ে বিভাজন সৃষ্টিকারীরা এ কথা মনে রাখলে তাদের কাছেও বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

জাকির হোসেন রোডের সুপারহিরো পরিবার

শিবব্রত বর্মন

গল্প

জাকির হোসেন রোডের শেষ বাড়িটার আগের বাড়িটায় একটা সুপারহিরো পরিবারের বসবাস ছিল। এটা আমরা আগে জানতাম না।

আমরা ওটাকে মিজানদের বাড়ি বলে চিনতাম। বাড়ির উঠানে একটা চালতা আর একটা শরিফাগাছ। কালচে সবুজ এক আমগাছ একতলার ছাদটাকে ছায়া করে রাখত। সেই ছাদে পড়ে থাকত ডানহিলের প্যাকেট, কনডমের খোসা, বোতলের ছিপি—আশপাশের উঁচু ভবনের জানালা থেকে ছুড়ে ফেলা।

শহরে দরদালানের মাঝখানে এ রকম যেকোনো বেখাপ্পা একতলা বাড়ি দেখলেই যে কেউ অনুমান করে, শরিকানার ঝামেলা। বাড়িগুলো যেন অপেক্ষা করছে। ভেঙে ফেলার। ডেভেলপার এজেন্টের।

মিজানদের বাড়িটাও অপেক্ষা করত। ঠিক বাড়িটা নয়, মিজানদের পরিবার। পুরো পরিবার। ওরা একটা লোকের জন্য অপেক্ষা করত। একজন আগন্তুকের। লোকটা ছয় ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা। শুকনা, কালো। মিশমিশে কালো। আর লোকটার কপালে একটা কাটা দাগ। অনেক দিন আগের শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতচিহ্ন।

ওরা জানত, একদিন না একদিন লোকটা এই মহল্লায় পা রাখবে। ভাড়া নেবে একটা বাসা। লোকটাকে দেখে বাইরে থেকে কিছু বোঝা যাবে না। মনে হবে—কোনো সাধারণ একটা লোক। নিরীহ। লোকটা এমন ভঙ্গি করবে, যেন এখানে এ মহল্লায় বাসা ভাড়া নেওয়াই তার উদ্দেশ্য। এখানে থাকতে আসাই তার অভিপ্রায়।

মিজানরা জানত, যেদিন লোকটাকে দেখা যাবে, সেদিনটা হবে তাদের শেষ দিন। সেদিনই তাদের সরে পড়তে হবে। পুরো পরিবারটাকে। গা ঢাকা দিতে হবে তাদের। কিছুই নেওয়ার সময় পাবে না তারা। উঠানে মোরগের খাঁচা, কলপাড়ের সন্ধ্যামালতী, তারে শুকাতে দেওয়া গামছা—সবকিছু ফেলে। সবার অগোচরে। এমনকি একটা ঠেলাগাড়ি বা রিকশাভ্যান ডাকারও সুযোগ পাবে না তারা।

লোকটা তাদের সেই সময় দেবে না। লোকটা ক্ষিপ্রগতির, যদিও তার হাঁটাচলার ভঙ্গিতে থাকবে আপাত আলস্য।

লোকটা তাদের জন্যই আসবে। এ পাড়ায়।

মিজানদের বাড়িতে মিজান নামে কেউ ছিল কি না, আমরা জানি না। রফিক নামে একজন ছিল। আর ছিল সুজন। তারা কাজিন। রফিক বড়, সুজন ছোট। তাদের ভালো নাম আমরা কখনো জানতে পারিনি। কারণ, তারা ভিন্ন স্কুলে পড়ত। মহল্লার কাছের কোনো স্কুলে নয়। তাদের ইউনিফর্ম ভিন্ন। অচেনা। জিজ্ঞেস করলে বলত, খিলগাঁও গ্রামার স্কুল।

এ রকম নামের কোনো স্কুলের কথা আমরা আগে শুনিনি। তা ছাড়া এত দূরের একটা স্কুলে তারা কেন পড়তে যাবে, আমরা বুঝতাম না।

মিনহাজ বলত, এ নামে নাকি কোনো স্কুলই নেই। ভুয়া। ওরা কেন স্কুলের মিথ্যা নাম বলবে আমরা বুঝতাম না।

তিনটা বোন ছিল তাদের। তামান্না, মোশারেফা আর কাজল। এই তিন বোনকেও আমরা ভিন্ন স্কুলে যেতে দেখতাম, ভিন্ন পোশাকে।

অলংকরণ: আপন জোয়ার্দার

কাজল বড়। তার প্রতি সোহান ভাইয়ের একটা আকর্ষণ ছিল। সেই সোহান ভাইও ওদের স্কুলটা বের করতে পারেনি। অনুসরণ করে পেছন পেছন গিয়েও।

রফিক আর সুজন খেলতে আসত না আমাদের সঙ্গে। বাসার ভেতরেই থাকত। আমরা কয়েকবার জোরাজুরি করে সুজনকে আনতে পেরেছিলাম। সিলি পয়েন্টে ভ্যাবলাকান্তর মতো দাঁড়িয়ে থাকত।

আমরা ওদের বাড়ির নিচু দেয়ালে ঝুলে ভেতরে উঁকি দিয়ে কয়েকজন বয়স্ক লোককে দেখতে পেতাম। তারা অলস বসে থাকত।

সবচেয়ে বয়স্ক লোকটা ছিল রফিকের দাদা। তার নাম আমরা জানতে পারিনি। রফিকের তিন চাচার মধ্যে একজন গাড়ির মেকানিক। বাংলামোটরে কোনো এক দোকানে কাজ করত। এটা রফিক বলেছে আমাদের। মিনহাজের মতে, এটাও ভুয়া।

রফিকের বাবা ও দুই চাচা কোনো কাজ করত না। বেকার। তাদের আমরা ভেতরের বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে থাকতে দেখতাম। শুধু রফিকের বাবাকে দেখতাম মাঝেমধ্যে পটারি করতে। একটা ছোট প্যাডেল হুইলে তিনি এঁটেল মাটির দলা বসিয়ে ফুলের টব বানাতেন। সেগুলো রিকশায় করে কোথায় দিয়ে আসা হতো।

বাড়িতে তিন মহিলাকে দেখা যেত, শাড়ি পরা। রফিকের মাকে আমরা চিনতাম। বাকি দুই মহিলার কোনটা তার কোন চাচি, আমরা বুঝতাম না। মেহেদি নামে রফিকের এক মামা নাকি থাকত তাদের সঙ্গে। আমরা কোনো দিন তাকে দেখিনি।

এই পরিবার যে সাধারণ কোনো পরিবার ছিল না, আমরা বুঝতে পারিনি। ওরা চলে যাওয়ার পর, বহু পরে, আমরা জানতে পেরেছি, পরিবারের সবার, প্রত্যেক সদস্যের, একটা না একটা ক্ষমতা ছিল। অস্বাভাবিক ক্ষমতা। সেগুলো কীভাবে তাদের ওপর ভর করেছিল, আমরা জানি না। কিন্তু করেছিল। হয়তো বংশানুক্রমিক ছিল ব্যাপারটা। একটা রোগের মতো। বংশানুক্রমিক রোগ।

সেই ক্ষমতা কি একটা আশীর্বাদ ছিল, নাকি রোগ—এ নিয়ে আমাদের মধ্যে দুরকম মত আছে। কোনো বিশেষ দক্ষতা, যেটা আর কারও মধ্যে নেই, তা তো একপ্রকার রোগই। যেমন, ধরা যাক, রফিকের মামা মেহেদির অদৃশ্য থাকতে পারার ক্ষমতাকে কি একটা সুবিধা নাকি একটা ত্রুটি হিসেবে দেখা হবে, এ নিয়ে আমার নিজেরই দ্বিধা কাটেনি এখনো।

মিজানদের পরিবারের সদস্যদের একেকজনের ছিল এ রকম একেক ধরনের ক্ষমতা। সেগুলো ছিল অসীম এবং বিপজ্জনক। আমাদের মহল্লাটা পুড়ে যেতে পারত একটু এদিক-ওদিক হলে। এ কারণে তারা সেগুলো লুকিয়ে রাখত। গোপন করত জনসমক্ষে। কোনো অবস্থায় কেউ যেন কিছু টের না পায়, কোনো ক্ষমতা প্রকাশ হয়ে না পড়ে, এ ব্যাপারে তারা খুবই সতর্ক ছিল।

আমরা শুনেছি, রফিকের দাদা সবাইকে কড়া শাসনে রাখতেন। তিনি চাইতেন না, মহল্লার কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাক যে তারা একটা সুপারহিরো পরিবার।

আমার অনুমান এই সতর্কতা, এই গোপনীয়তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মিজানদের নিজেদের নিরাপত্তা। পরিবারটি আসলে লুকিয়ে ছিল। অন্য কোথাও থেকে তারা পালিয়ে এসেছিল এখানে। অনেক দূরের কোনো জায়গা থেকে। তারা জানত, একদিন কেউ তাদের খুঁজতে আসবে। একটা লম্বা লোক। লম্বা, শুকনা আর কালো। কপালে অনেক দিন আগের শুকিয়ে যাওয়া কাটা দাগ। গন্ধ শুঁকে শুঁকে একদিন এসে পড়বে লোকটা। আসবেই।

এ কারণে তারা অপেক্ষা করত।

শরিফা আর চালতাগাছের ছায়ায় মিজানদের নিরীহ বাড়িটা অপেক্ষা করত।

অলিভিয়া মার্শের প্রথম একক

একক গানে আত্মপ্রকাশ কে-পপ গায়িকা অলিভিয়া মার্শের; '৪২' শিরোনামে গানটি আসবে ১৬ অক্টোবর। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

মুক্তি পাচ্ছে 'শরতের জবা'

দর্শকদের সামনে নতুনভাবে আসছেন অভিনেত্রী কুসুম সিকদার। প্রথমবার সিনেমা পরিচালনা করছেন। সিনেমার নাম *শরতের জবা*। আজ থেকে সিনেমাটি বসুন্ধরা স্টার সিনেপ্লেক্স, ধানমন্ডির সীমান্ত সম্ভার, মহাখালীর এসকেএস টাওয়ার, মিরপুরের সনি স্কয়ার, ব্লকবাস্টার সিনেমাস ও চট্টগ্রামের বালি আর্কেডে মুক্তি পাচ্ছে। সিনেমায় কুসুম ছাড়াও অভিনয় করেছেন ইয়াশ রোহান, জিতু আহসান, নিদ্রা দে নেহা, নরেশ ভূঁইয়া প্রমুখ। **বিনোদন প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

শরতের জবার পোস্টার

যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে

অয়ন মুখার্জির *ওয়ার ২* সিনেমার একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং হবে নভেম্বরে। জানা গেছে, এখন থেকেই দৃশ্যটির শুটিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন হৃতিক রোশন ও জুনিয়র এনটিআর। জানা গেছে, ২০ দিন ধরে দৃশ্যটির শুটিং হবে। যশ রাজের স্পাই ইউনিভার্সের ছবিটিতে আরও আছেন কিয়ারা আদভানি ও জন আব্রাহাম। ছবিটি ২০২৫ সালে মুক্তি পাবে। **বিনোদন ডেস্ক**

হৃতিক রোশন ও জুনিয়র এনটিআর। কোলাজ

গাই রিচির সিরিজে তাঁরা

প্যারামাউন্ট প্লাসের জন্য *দ্য অ্যাসোসিয়েট* নামে একটি সিরিজ তৈরি করছেন গাই রিচি। এ সিরিজে দেখা যেতে পারে টম হার্ডি, হেলেন মিরেন, পিয়ার্স ব্রসনানের মতো তারকাদের। গ্যাংস্টার ঘরানার সিরিজটি পরিচালনার পাশাপাশি নির্বাহী প্রযোজকের দায়িত্বও সামলাবেন রিচি। **বিনোদন ডেস্ক**

গাই রিচি। ছবি : রয়টার্স

গাধা-বিতর্ক

রিয়েলিটি শো 'বিগ বস'-এর ১৮তম মৌসুমের প্রতিযোগীদের নাম প্রকাশ্যে এসেছে গত রোববার। সেই সঙ্গে মঞ্চে দেখা গেছে একটি গাধাকে। শেষ প্রতিযোগী হিসেবে মঞ্চে উদ্যোক্তারা একটি গাধার সঙ্গে দর্শকের পরিচয় করান। সঞ্চালক সালমান খান সেই গাধার নাম জানান 'গধরাজ'। ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে প্রাণী সুরক্ষায় কর্মরত সংস্থা 'পিপল ফর দ্য এথিক্যাল ট্রিটমেন্ট অব অ্যানিমেলস' (পেটা)। সংস্থার পক্ষ থেকে সালমানকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিবাদ করেছেন প্রাণিপ্রেমীরাও। তবে এটা নিয়ে 'বিগ বস' কর্তৃপক্ষ বা সালমান খানের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। **বিনোদন ডেস্ক**

সালমান খান। ছবি : এএফপি

কুমার বিশ্বজিৎ, বাপ্পা মজুমদার, পূজা সেনগুপ্ত, বিদ্যা সিনহা মিম, বাপ্পী চৌধুরী, পূজা চেরী। কোলাজ

পূজায় তারকারা কে কোথায়

শারদীয় দুর্গাপূজা

শারদীয় দুর্গাপূজার আজ অষ্টমী। তারকাদের কেউ পরিবারের সঙ্গে উৎসব উদ্‌যাপন করছেন, কেউ ব্যস্ত শুটিংয়ে। খোঁজ নিয়েছেন **মনজুর কাদের**

দেড় বছরের বেশি সময় ধরে কানাডায় আছেন কুমার বিশ্বজিৎ। একমাত্র ছেলের অসুস্থতার কারণে তাঁর সেখানে থাকা। এবারের পূজাও সেখানেই করছেন। কথায়-কথায় জানালেন, পূজা এলেই তাঁর মনে পড়ে ছেলেবেলার কথা। দেশের জনপ্রিয় এই সংগীতশিল্পীর শৈশব কেটেছে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে। বড় আয়োজনে সেখানে পূজা হতো। তিনি বলেন, 'পূজার যত আনন্দ এক জীবনে পেয়েছি, সবই ছেলেবেলায়। ওই সময় আর আসবে না। এই দিনগুলো কেটেছে গ্রামে। পূজা এলেই মায়ের শাড়ি ও অন্যদের শাড়ি দিয়ে প্যান্ডেল বানানো হতো। ১৫ দিন আগে থেকে উৎসব উৎসব আমেজ ছিল। পূজার সময়ে আমাদের ওখানে রাউজান থেকে একজন ঢুলি আসতেন। এখনো চোখে ভাসে তাঁর ঢোল বাজানোর দৃশ্য।' কয়েক বছর আগে পৃথিবীর মায়া কাটান বিশ্বজিতের মা। তিনি বলেন, 'ছেলেবেলায় পূজায় পাচন রান্না করতেন মা। সেই পাচনের স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে। আরও কত-কী রান্না করতেন! তাই পূজা এলে মাকে ছাড়া খারাপ লাগে।'

নতুন একটি গান প্রকাশ করে শ্রোতাদের শারদীয় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাপ্পা মজুমদার। গতকাল প্রকাশিত হয়েছে নতুন গান 'শহরের চোখ'। বাপ্পা নতুন অ্যালবামও করছেন। গজল আঙ্গিকের সেই অ্যালবামের নাম *অনুভব*। এরই মধ্যে দুটি গান তৈরি হয়ে আছে। এবারের পূজায় একটি কনসার্টে গাওয়ার কথা রয়েছে। গত বুধবার বিকেলে বাপ্পা বললেন,

> গত বছরও মায়ের সঙ্গে কত আনন্দ করেছি। কিন্তু এবার তা হবে না ভাবতেই খারাপ লাগছে।
>
> **বাপ্পী চৌধুরী**, চিত্রনায়ক

'পূজার আয়োজন দেখতে বাসার বাইরে যাওয়া হবে। বাসার কাছে বনানী পূজামণ্ডপ, একদিন পরিবারের সবাই মিলে ঘুরব। আপাতত এ রকমই পরিকল্পনা।'

সাধারণত পূজায় রাজশাহীতে যান মডেল ও অভিনয়শিল্পী বিদ্যা সিনহা মিম। সেখানেই তাঁর দাদা-নানার বাড়ি। বিনোদন অঙ্গনে কাজ শুরুর পর এবারই প্রথম রাজশাহীতে যাওয়া হচ্ছে না। রাজশাহীর বাঘার নারায়ণপুরে মিমের দাদাবাড়িতে পূজার আয়োজন হয়। ছোটবেলা থেকেই এই পূজার আয়োজন দেখে আসছেন। মায়ের অসুস্থতার কারণে এবার যাওয়া হবে না। কয়েক মাস ধরে মাকে নিয়ে ঢাকা ও দিল্লি যাওয়া-আসা করেছেন মিম। চিকিৎসার ফলোআপ করতে আবার দিল্লিতে যাবেন মিম। জানালেন, পূজার ছুটি শেষে ১৭ অক্টোবর মাকে নিয়ে ভারতে যাবেন। তাই পূজা এবার ঢাকাতেই কাটাবেন মিম। বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা ও বনানীর পূজামণ্ডপে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে। তবে ঢাকার পূজায় নিজেকে 'অতিথি' মনে হয় তাঁর। বললেন, 'রাজশাহীতে আত্মীয়স্বজন সবাই আসেন। দেখা হয়। দারুণ সময় কাটে।' পূজা উপলক্ষে উপহার পান অনেক। শুধু নিজের নয়, মা-বাবা ও স্বামীর জন্যও আসে। এত বেশি উপহার পান, অনেক সময় কাছের অনেকের মধ্যেও তা উপহার হিসেবে দিয়ে দেন, জানালেন মিম।

মাকে ছাড়া প্রথম পূজা

অনেক দিন নতুন ছবিতে অভিনয় করছেন না বাপ্পী চৌধুরী। তাঁর মতে, 'ভালো কোনো গল্প পাচ্ছি না, তাই ছবিতে কাজ করার আগ্রহ নেই।' চলচ্চিত্রের কাজ কমায় পারিবারিক ব্যবসায় সময় দিচ্ছেন। মাস চারেক আগে মাকে হারিয়েছেন বাপ্পী। তাই এবারের পূজায় মনটা খুব খারাপ। কেনাকাটা করেননি। বুধবার জানালেন, নতুন কিছু কেনাকাটার আগ্রহও নেই। মনটা বিষণ্ন। বললেন, 'গত বছরও মায়ের সঙ্গে কত আনন্দ করেছি। কিন্তু এবার তা হবে না ভাবতেই খারাপ লাগছে।' নানিবাড়ি পূজা দেখতে আজ শুক্রবার নরসিংদীর মাধবদীতে যাবেন। সেখানকার পূজার আয়োজন শেষে নারায়ণগঞ্জে ফিরবেন। নারায়ণগঞ্জের ছেলে বাপ্পীর পূজা হয় আমলাপাড়ার দরিদ্র ভান্ডার এলাকায়। জন্ম থেকেই এখানকার পূজার আয়োজন দেখছেন তিনি। একটা সময় পূজার পুরোটা সময় এখানে কাটলেও চলচ্চিত্রে ব্যস্ত হওয়ার পর অন্যদিন না পারলেও দশমীতে সেখানে থাকেন। এবারও থাকবেন।

ছয় মাস আগে মাকে হারিয়েছেন পূজা চেরী। বাপ্পীর মতো তাঁরও মন ভালো নেই। কাজের জন্য বাইরে থাকলেও ঘরে ফিরে মাকে খুঁজে বেড়ান। গত বছর মাকে নিয়ে পূজামণ্ডপে ঘুরে বেড়িয়েছেন পূজা চেরী। এবার সেই সুযোগ নেই। পূজা নিজেও এবার ঢাকায় নেই। মঙ্গলবার সিরাজগঞ্জে গেছেন, সেখানে ওয়েব সিরিজ *ব্ল্যাকমানি*র শুটিং চলছে। রায়হান রাফীর সিরিজটির শুটিং চলবে অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত। শুটিংয়ের ফাঁকে আশপাশের কোনো পূজামণ্ডপে হয়তো ঢুঁ মারতে পারেন। তবে নিজের জন্য কেনাকাটা করেননি। একমাত্র ভাই ও তাঁর সন্তানদের জন্য আগেই পূজার কেনাকাটা সেরেছেন।

নৃত্যশিল্পী পূজা সেনগুপ্তও এবারের পূজায় কেনাকাটা করেননি। গত কয়েক মাসে দেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে এত মানুষ মারা গেছে, তাই মনটাও বিষণ্ন। বরাবরের মতো এবারের পূজাও ঢাকায় কাটবে। ঢাকার বনানী ও বারিধারার পূজামণ্ডপে কাটবে তাঁর সময়। এর বাইরে জগন্নাথ হল, ঢাকেশ্বরী মন্দির, রমনা কালীমন্দিরেও যাবেন। বললেন, 'ধর্মীয় যেসব রীতিনীতি আছে, তা পালন করব। পরিবার আর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সময় কাটবে।'

জাতীয় নাট্যশালা মঞ্চের আলো জ্বলবে আজ

মঞ্চনাটক

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

৮৪ দিন পর আজ আবার জাতীয় নাট্যশালার মঞ্চে আলো পড়বে। মূল মিলনায়তনে বাংলাদেশ থিয়েটার মঞ্চায়ন করবে *সী-মোরগ*। এই মঞ্চে আগামীকাল আরণ্যকের *ময়ূর সিংহাসন* ও ১৩ অক্টোবর এথিকের *রাজদ্রোহী* নাটক মঞ্চস্থ হবে।

জাতীয় নাট্যশালা সর্বশেষ খোলা ছিল গত ১৮ জুলাই। ১৯ জুলাই পরীক্ষণ থিয়েটার মিলনায়তনে *আনা ফ্রাঙ্ক*-এর প্রদর্শনী ছিল। কিন্তু বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কারণে শেষ পর্যন্ত নাটকটি আর মঞ্চস্থ হয়নি। দীর্ঘ বিরতির পর নাটক মঞ্চায়নের খবরে তাই নাট্যকর্মী, দর্শকেরা খুশি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও এর প্রকাশ দেখা গেছে। গ্রুপগুলোতেও ইতিবাচক আলোচনা হচ্ছে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মঞ্চ ব্যবস্থাপক ফজলে রাব্বি গতকাল বৃহস্পতিবার *প্রথম আলো*কে জানান, 'ভাবতে ভালো লাগছে, শুক্রবার থেকে শিল্পকলায় টানা তিন দিন নাটক প্রদর্শনী হবে। এরপর ১৮ অক্টোবর প্রাচ্যনাটের *পুলসিরাত* নাটকের বুকিং রয়েছে। পরদিন শনিবার লালন তিরোধান দিবস উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমির নিজস্ব অনুষ্ঠান থাকবে। পরের সপ্তাহে শুক্র ও শনিবার স্বপ্নদল ও থিয়েটারের (আরামবাগ) বুকিং রয়েছে। আমাদের ধারণা, শিগগিরই নাট্যদলগুলোর কাছ থেকে আরও বেশি আবেদন পাব, নিয়মিতই নাটকের শো হবে।'

এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দিয়েছেন একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ, 'বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি রাষ্ট্রের এক ইতিবাচক পালাবদলের প্রেক্ষাপটে অনিচ্ছাকৃত বিরতির পর নতুন করে নাট্যশিল্পচর্চার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ থেকে ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে যে বহুত্ববাদী সাংস্কৃতিক আত্মার স্বর আমরা শুনতে পাই, তার ভিত্তিতে, একক কোনো দলীয় বয়ানের বিপরীতে, ভয়হীন প্রশ্নজাগানিয়া মুক্তচিন্তা ও কল্পনার সাংস্কৃতিক চর্চাকে বেগবান করুন। বহুবৈচিত্র্যময় শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী সিভিল সোসাইটি গড়ে তুলুন, যারা সব ধরনের কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে সব সময় শিল্পের ভাষায় আপামর জনগণের হৃৎস্পন্দনকে তুলে ধরবে।'

বাংলাদেশ থিয়েটারের দলনেতা খন্দকার শাহ আলম *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। সংস্কৃতি অঙ্গনে একধরনের শূন্যতা বিরাজ করছিল। নতুন ডিজিকে ধন্যবাদ। দায়িত্ব গ্রহণের পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে তিনি শিল্পকলা একাডেমি সংস্কৃতিকর্মীদের জন্য খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র বন্ধ থাকলে সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে হতাশা আরও বাড়ত, এতে অশুভ শক্তি সুযোগ নিত। আমার বিশ্বাস, ধীরে ধীরে পুরোদমে শিল্পকলা একাডেমি খুলবে, সারা দেশে সংস্কৃতিচর্চা বাড়বে। এটা খুব জরুরি।' তিনি জানান, *সী-মোরগ* নাটকের সর্বশেষ শো হয়েছিল ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে, সেটা ছিল ৩০০তম মঞ্চায়ন।

শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ জাতীয় নাট্যশালার মূল থিয়েটার হল এবং ১ ও ২ নম্বর কক্ষ নাটক ও মহড়ার জন্য সীমিত পরিসরে খুলে দেওয়ার ঘোষণা দেয় ৭ অক্টোবর। হল ও মহড়াকক্ষ বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতিমালার পাশাপাশি বিরাজমান পরিস্থিতি বিবেচনায় বিশেষ কিছু সতর্কতা অবলম্বন করার সিদ্ধান্তও জানিয়েছে একাডেমি।

আজ সন্ধ্যায় জাতীয় নাট্যশালায় মঞ্চস্থ হবে *সী-মোরগ*। ছবি : বাংলাদেশ থিয়েটারের সৌজন্যে

আলিয়া, নাকি তৃপ্তি

বলিউড

প্রতিনিধি, *মুম্বাই*

আজ মুক্তি পাচ্ছে আলিয়া ভাট অভিনীত *জিগরা* আর তৃপ্তি দিমরি অভিনীত *ভিকি বিদ্যা কা ওহ ওয়ালা ভিডিও*। একই দিনে মুক্তি, তাই বক্স অফিসে দুই নায়িকার অঘোষিত লড়াইয়ের কথা উঠে আসছে বারবার। শেষ পর্যন্ত কে হাসবেন শেষ হাসি?

উৎসব মানেই বড় বাজেটের বড় ছবি। তবে এবার দশেরায় ভারতে তেমন বড় বাজেটের ছবি মুক্তি পাচ্ছে না। দশেরার ঠিক এক দিন আগে মুক্তি পাওয়া *জিগরা* ও *ভিকি বিদ্যা কা ওহ ওয়ালা ভিডিও*—দুটিই অল্প বাজেটের ছবি। তবে দুটি দুই ধরনের সিনেমা।

বসন বালা পরিচালিত *জিগরা*র কাহিনি আবর্তিত হয়েছে ভাই-বোনের ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে। অ্যাকশন থ্রিলার ছবিটিতে আলিয়ার ভাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন বেদাং রায়না। তরুণ এই অভিনেতাকে আগে নেটফ্লিক্সের ওয়েব ফিল্ম *দ্য আর্চিজ*-এ দেখা গেছে। বলতে গেলে, আলিয়ার কাঁধেই আছে গোটা ছবি। তবে বসন বালার মতো পরিচালকের কাছ থেকে সবার প্রত্যাশা অনেকটা বেশি। অতীতে আলিয়ার কাঁধে ভর করে *রাজি*, *গাঙ্গুবাই কাঠিয়াবাড়ি*র মতো হিট ছবি হয়েছে। ছবিতে আলিয়ার চরিত্রটির নাম 'সত্য আনন্দ'। আদরের ভাইকে রক্ষা করতে যেকোনো কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করতে পারে বোন, তা-ই ছবিতে দেখানো হয়েছে। জেলবন্দী ভাইকে মুক্ত করতে সত্যরূপী আলিয়াকে অনেক ঝড়ঝাপটার মধ্য দিয়ে যেতে দেখা যাবে। তাঁকে এমনকি অস্ত্র নিয়ে লড়াই করতেও দেখা যাবে। দীর্ঘদিন পর ভাই-বোনের কাহিনি নিয়ে বলিউডে ছবি মুক্তি পেতে চলেছে। ভিন্ন স্বাদ পেতে তাই হয়তো এই ছবি দেখতে হলে ভিড় করতে পারেন দর্শক। কিছু সংবাদমাধ্যমের দাবি, ছবিটি *গুমরাহ*র রিমেক। ১৯৯৩ সালে মুক্তি পাওয়া এই ছবিতে ছিলেন শ্রীদেবী ও সঞ্জয় দত্ত। তবে যশ জোহর প্রযোজিত ও মহেশ ভাট পরিচালিত এ ছবিতে তাঁদের রোমান্টিক জুটি হিসেবে দেখা গিয়েছিল। *জিগরা*য় আলিয়া শুধু অভিনয়ই করেননি, ছবির সহপ্রযোজকও তিনি।

অন্যদিকে রাজ শান্ডিল্য পরিচালিত *ভিকি বিদ্যা কা ওহ ওয়ালা ভিডিও*তে আছে ভরপুর কমেডি। রাজকুমার রাও যে কমেডিতে সিদ্ধহস্ত, তা *স্ত্রী*, *বরেলি কি বরফি*র মতো ছবিতে প্রমাণিত। *স্ত্রী ২*-এর তুমুল সাফল্যের পর তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বেড়েছে। অনেকের মতে, রাজকুমারের দুর্দান্ত ফর্ম এ ছবিকে হিট করাতে পারে। তিনি ছাড়াও এ ছবিতে আছেন বিজয় রাজ, রাকেশ বেদি, টিকু তলসনিয়া ও অর্চনা পূরণ সিংয়ের মতো কৌতুক অভিনেতারা। এ ছাড়া দীর্ঘদিন পর বড় পর্দায় ফিরছেন মল্লিকা শেরাওয়াত, তাঁকে নিয়েও দর্শকের আগ্রহ থাকতে পারে। তবে যথারীতি আলোচনার কেন্দ্রে আছেন তৃপ্তি দিমরি। গত বছর *অ্যানিমেল*-এর ব্যাপক সাফল্যের পর থেকেই আলোচনার কেন্দ্রে এই তরুণ অভিনেত্রী।

এখন প্রশ্ন, *জিগরা* বনাম *ভিকি বিদ্যা*র মধ্যে কার দিকে পাল্লা ভারী? অগ্রিম বুকিংয়ের দৌড়ে কিছুটা এগিয়ে আলিয়ার ছবি। বাণিজ্যিক বিশ্লেষকদের মতে, এ দুই ছবির পাল্লা প্রায় সমান সমান থাকবে। তাঁদের মতে, দুই ছবি মুক্তির প্রথম দিন পাঁচ-ছয় কোটি রুপি আয় করতে পারে। কেউ আবার মনে করেন, বক্স অফিসের দৌড়ে একটু এগিয়ে থাকবেন আলিয়া। তবে এদিনই মুক্তি পেতে চলেছে রজনীকান্তর *ভেট্টাইয়ান*। এ ছবিতে আরও আছেন বলিউড অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। ৩৩ বছর পর একসঙ্গে রজনীকান্ত আর অমিতাভ। তামিল এ ছবি যে আলিয়া ও তৃপ্তির ছবিকে চাপে রাখবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আলিয়া ভাট ও তৃপ্তি দিমরি। কোলাজ

ওটিটি : কী দেখবেন, কোথায় দেখবেন

প্রতি সপ্তাহে ওটিটিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন কনটেন্ট। চলতি সপ্তাহে মুক্তি পাওয়া ও মুক্তির অপেক্ষায় থাকা নতুন ওয়েব সিরিজ, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্র ও রিয়েলিটি শোর খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন।

চক্র
ধরন : সিরিজ
স্ট্রিমিং : আইস্ক্রিন
দিনক্ষণ : চলমান
১৭ বছর আগে ময়মনসিংহের একটি পরিবারের ৯ সদস্য 'আত্মহত্যা' করেছিলেন। আলোড়ন তোলা সেই ঘটনা থেকে প্রেরণা নিয়ে ২০ পর্বের ওয়েব সিরিজটি বানিয়েছেন ভিকি জাহেদ। গতকাল মুক্তি পাওয়া সিরিজটিতে অভিনয় করেছেন তাসনিয়া ফারিণ, তৌসিফ মাহবুব প্রমুখ।

ত্রিভুজ
ধরন : সিনেমা
স্ট্রিমিং : দীপ্ত প্লে
দিনক্ষণ : চলমান
সমাজের তিন স্তরের তিন দম্পতিকে গিয়ে গড়ে উঠেছে আলোক হাসানের ওয়েব ফিল্মটির গল্প। এক দম্পতির একটি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো গল্প এগোবে, যার প্রভাব বাকি দুই দম্পতির জীবনেও পড়ে। ৮০ মিনিটের সিনেমাটিতে তিন দম্পতির চরিত্রে অভিনয় করেছেন শাহরিয়ার নাজিম জয়-আনিকা কবির শখ, ইমতিয়াজ বর্ষণ-ফারিন খান ও সোহেল মণ্ডল-মৌসুমী মৌ।

আপরাইজিং
ধরন : সিনেমা
স্ট্রিমিং : নেটফ্লিক্স
দিনক্ষণ : ১১ অক্টোবর
চলতি বছর এই সিনেমা দিয়েই শুরু হয়েছে বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। এই প্রথম স্ট্রিমিং সার্ভিসের কোনো সিনেমাকে বুসানে উদ্বোধনী সিনেমা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রিমিয়ারের পর ১১ অক্টোবর এটি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে। পার্ক চ্যান-উক এই সিনেমার প্রযোজক ও সহচিত্রনাট্যকার। পরিচালক কিম সাং-মান। জোসেন রাজবংশ নিয়ে তৈরি সিনেমাটির মূল দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন পার্ক জিউন মিন ও গাং ডং উন।

আপরাইজিং-এর দৃশ্য। ছবি : নেটফ্লিক্স

স্ত্রী ২
ধরন : সিনেমা
স্ট্রিমিং : অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও
দিনক্ষণ : চলমান
গত ১৫ আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে ঝড় তোলে অমর কৌশিকের হরর-কমেডি সিনেমাটি। এবার এসেছে ওটিটিতে। রাজকুমার রাও, শ্রদ্ধা কাপুর ছাড়াও এ ছবিতে আছেন পঙ্কজ ত্রিপাঠি, অপারশক্তি খুরানা, অভিষেক ব্যানার্জি।

লা ম্যাকুইনা
ধরন : সিরিজ
স্ট্রিমিং : ডিজনি প্লাস হটস্টার
দিনক্ষণ : চলমান
এক বক্সারের গল্প। যাকে শুধু রিংয়ের চ্যালেঞ্জ নিয়ে ভাবলেই চলে না, সামলাতে হয় আন্ডারওয়ার্ল্ডের নানা বাধাও। এমন গল্প নিয়ে স্পোর্টস-ড্রামা ঘরানার সিরিজটি বানিয়েছেন ফারনান্ডো কোপেল ও মার্কো রামিরেজ। গতকাল মুক্তি পেয়েছে সিরিজটির প্রথম মৌসুম। এতে অভিনয় করেছেন গায়েল গার্সিয়া বার্নেল, দিয়াগো লুনা প্রমুখ।

ডিসক্লেইমার-এ কেট ব্লানচেট। ছবি : অ্যাপল টিভি প্লাস

ডিসক্লেইমার
ধরন : সিরিজ
স্ট্রিমিং : অ্যাপল টিভি প্লাস
দিনক্ষণ : ১১ অক্টোবর
এক প্রখ্যাত সাংবাদিকের গল্প। হঠাৎ নিজেকে যে উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র হিসেবে আবিষ্কার করে। যেখানে তার এত দিন ধরে আড়াল করে রাখা সব তথ্য উঠে এসেছে। এমন গল্প নিয়ে আট পর্বের সাইকোলজিক্যাল মিনি সিরিজটি বানিয়েছেন আলফোনসো কুয়ারোন। অভিনয় করেছেন কেট ব্লানচেট, লেইলা জর্জ। ২০১৫ সালে প্রকাশিত রিনি নাইটের একই নামের উপন্যাস থেকে এটি নির্মিত হয়েছে।

পূজার নাটক

বিসর্জনে অর্জন নাটকের দৃশ্য। দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিশেষ নাটক নির্মাণ করেছেন চয়নিকা চৌধুরী। অভিনয় করেছেন জোনায়েদ বোগদাদী, তানিয়া বৃষ্টি, ইমতু রাতিশ, আবুল হায়াত, মিলি বাশারসহ আরও অনেকে। আজ রাত ১০টা ৩০ মিনিটে মাছরাঙা টিভিতে নাটকটি দেখা যাবে। ছবি : মাছরাঙা টিভির সৌজন্যে

“ আমি সব সময় চেয়ে এসেছি, এই দিনটা যেন কখনো না আসে।

রজার ফেদেরার
রাফায়েল নাদালের বিদায়ের ঘোষণায় তাঁর **একসময়কা**র তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বী

‘ই’ থেকে একলাফে ‘এ’ রিশাদ

বিপিএলের প্লেয়ার্স ড্রাফট

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গত বিপিএলের ড্রাফটেও তিনি ছিলেন ‘ই’ শ্রেণিতে। একজন উঠতি লেগ স্পিনার হিসেবে সেখানেই থাকার কথা ছিল রিশাদ হোসেনের। কিন্তু এবারের ড্রাফটে একলাফে তিনি সর্বোচ্চ ‘এ’ শ্রেণিতে চলে এলেন। এটাও স্বাভাবিকই। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে রিশাদ যে এখন জাতীয় দলেরই অপরিহার্য অংশ!

আসন্ন বিপিএলের স্থানীয় ক্রিকেটারদের প্লেয়ার্স ড্রাফটের চূড়ান্ত তালিকার ছয়টি শ্রেণিতে রিশাদসহ ক্রিকেটার আছেন মোট ১৮৮ জন। চূড়ান্ত হয়ে গেছে টুর্নামেন্টের সাতটি ফ্র্যাঞ্চাইজিও। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের জায়গায় এবার নতুন এসেছে দুর্বার রাজশাহী। আগামী ২৭ ডিসেম্বর শুরু হওয়ার কথা বিপিএলের ১১তম আসর। তার আগে ১৪ অক্টোবর রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে প্লেয়ার্স ড্রাফট, যা শুরু হবে বেলা ১১টায়।

বিপিএলে এবার তিনটি শ্রেণিতে ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক কমানো হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে খেলোয়াড়দের সম্মতি নিয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি। স্থানীয় খেলোয়াড়দের ড্রাফটে গতবার সাতটি শ্রেণি থাকলেও এবার থাকবে ছয়টি শ্রেণি। ৫ লাখ টাকা পারিশ্রমিকের ‘জি’ শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে ১০ লাখ টাকার ‘এফ’ শ্রেণিতে।

গত বিপিএলে ‘এ’ শ্রেণির ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক ছিল ৮০ লাখ টাকা। এবার সেটি কমে হয়েছে ৬০ লাখ টাকা। ‘বি’ শ্রেণিতে ৫০ লাখ থেকে হয়েছে ৪০ লাখ টাকা ও ‘সি’ শ্রেণিতে ৩০ লাখ থেকে হয়েছে ২৫ লাখ টাকা। ‘ডি’, ‘ই’ ও ‘এফ’ শ্রেণির পারিশ্রমিক আগের মতোই ২০, ১৫ ও ১০ লাখ টাকা রাখা হয়েছে।

‘এ’ শ্রেণির ১২ ক্রিকেটারের মধ্যে রিশাদ ছাড়াও আছেন লিটন দাস, মাহমুদউল্লাহ, শরীফুল ইসলাম, মেহেদী হাসান মিরাজ, রিশাদ হোসেন, মুশফিকুর রহিম, মোস্তাফিজুর রহমান, নাজমুল হোসেন, সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল, তাসকিন আহমেদ ও তাওহিদ হৃদয়।

মাশরাফি বিন মুর্তজা আছেন ৪০ লাখ টাকার ‘বি’ শ্রেণির ১২ ক্রিকেটারের তালিকায়। এই শ্রেণির অন্য ১১ ক্রিকেটার—আফিফ হোসেন, এনামুল হক বিজয়, হাসান মাহমুদ, জাকের আলী, শামীম হোসেন, নুরুল হাসান, পারভেজ হোসেন, মেহেদী হাসান, তানভীর ইসলাম, তানজিদ হাসান ও তানজিম হাসান।

বিদেশি খেলোয়াড়দের তালিকা চূড়ান্ত হয়নি এখনো। সূত্র জানিয়েছে, খেলোয়াড়দের এজেন্টদের অনুরোধে তাঁদের রেজিস্ট্রেশনের শেষ সময় এক দিন বাড়িয়ে আজ পর্যন্ত করা হয়েছে। বিদেশি খেলোয়াড়দের তালিকা চূড়ান্তভাবে জানা যাবে কাল।

পারিশ্রমিক কমানো হয়েছে বিদেশি ক্রিকেটারদেরও। ‘এ’ শ্রেণির বিদেশি ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক ৮০ হাজার ডলার থেকে কমে হয়েছে ৭০ হাজার ডলার। ‘বি’ শ্রেণির ৬০ হাজার ডলার থেকে কমে ৫০ হাজার ডলার, ‘সি’ শ্রেণির ৪০ হাজার ডলার থেকে ৩০ হাজার ডলার, ‘ডি’ শ্রেণির ৩০ হাজার ডলার থেকে কমে ২৫ হাজার ডলার ও ‘ই’ শ্রেণির বিদেশি ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক ২০ হাজার ডলার থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ১৫ হাজার ডলার।

টুর্নামেন্টের আগের সাত ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে এবারও থাকছে ফরচুন বরিশাল, রংপুর রাইডার্স, খুলনা টাইগার্স ও সিলেট স্ট্রাইকার্স। অন্য তিনটি ফ্র্যাঞ্চাইজি আসছে নতুন পরিচয়ে। ওয়ালটন ও হারলান অ্যান্ড রিমার্কসের প্রতিষ্ঠান চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস লিমিটেড নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস দল না করায় তাদের জায়গায় বিপিএলে ফিরছে রাজশাহী। দুর্বার রাজশাহী নামে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির মালিকানায় আছে ভ্যালেন্টাইন। এসকিউ স্পোর্টস এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড নিয়েছে চিটাগং কিংস। চিটাগং কিংসকে অবশ্য নতুন বলা যাবে না। বিপিএলের প্রথম দুই আসরেও চট্টগ্রামের ফ্র্যাঞ্চাইজি ছিল একই মালিকানায়।

সভাপতি হতে চান অচেনা মিজানুর

বাফুফের নির্বাচন

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় বাফুফের নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা আগেই দিয়েছেন তরফদার রুহুল আমিন ও তাবিথ আউয়াল। তরফদার শেষ পর্যন্ত এই পদে প্রার্থী হন কি না, জানা যাবে আগামীকাল মনোনয়নপত্র কেনার তৃতীয় ও শেষ দিনে। গতকাল মনোনয়নপত্র বিক্রির দ্বিতীয় দিনে তাঁর সভাপতি প্রার্থী হওয়া নিয়ে অবশ্য অনিশ্চয়তার কথাই শোনা গেছে।

তবে এদিন দুপুরে বাফুফে ভবন থেকে সভাপতি পদের জন্য তাবিথের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন নোফেল স্পোর্টিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত ভুঁইয়া। তাবিথ এই ক্লাবের সভাপতি।

সভাপতি পদের জন্য চমক দেখিয়ে দ্বিতীয় দিনে মনোনয়নপত্র কিনেছেন এ এফ এম মিজানুর রহমান চৌধুরী নামের দিনাজপুরের এক ব্যক্তি। ফুটবলে একেবারেই অচেনা ৬৮ বছর বয়সী মিজানুর একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে এক লাখ টাকায় মনোনয়নপত্র কেনেন। ফুটবলের প্রতি নেশার টানেই সভাপতি পদে ফরম কিনেছেন বলে দিনাজপুর থেকে ফোনে *প্রথম আলোকে* জানান মিজানুর। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘দিনাজপুরের ফুটবল কারিগর বলতে পারেন আমাকে। লোকে আমাকে ফুটবলপাগলও বলে।’

মিজান বাফুফের নির্বাচনে কাউন্সিলর নন, কাউন্সিলর হওয়া আবশ্যকও নয়। যে কেউই প্রার্থী হতে পারেন। তবে কাউন্সিলরদের (ভোটার) মধ্য থেকে মনোনয়নপত্রে একজন প্রস্তাবক ও সমর্থকের স্বাক্ষর লাগে। সেই সমর্থন এখনো জোগাড় করতে পারেননি তিনি, ‘আমি প্রস্তাবক ও সমর্থক খুঁজতেছি। শনিবার ঢাকায় আসব। আশা করি, কাউন্সিলর পেয়ে যাব, সমস্যা হবে না।’

দ্বিতীয় দিনে সদস্যপদের জন্য বিক্রি হয়েছে তিনটি ফরম। প্রথম দিনে বিক্রি হওয়া ২৫টির মধ্যে সিনিয়র সহসভাপতি পদে মনোনয়নপত্র কেনেন ইমরুল হাসান। আগামীকাল মনোনয়নপত্র কেনার শেষ দিন। জমা দেওয়ার তারিখ ১৪ ও ১৫ অক্টোবর।

ছোট পর্দায় আজ

মুলতান টেস্ট-৫ম দিন *টি স্পোর্টস ও পিটিভি স্পোর্টস*

পাকিস্তান-ইংল্যান্ড	বেলা ১১টা

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ *নাগরিক ও টফি*

অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান	রাত ৮টা

উয়েফা নেশনস লিগ *রাত ১২-৪৫ মি.*

বসনিয়া-জার্মানি	সনি স্পোর্টস ২
হাঙ্গেরি-নেদারল্যান্ডস	সনি স্পোর্টস ১
আইসল্যান্ড-ওয়েলস	সনি স্পোর্টস ৫
তুরস্ক-মন্টেনেগ্রো	সনি স্পোর্টস ৩

ট্রিপল সেঞ্চুরির পর হ্যারি ব্রুক। ইংল্যান্ডের ষষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্টে ট্রিপল সেঞ্চুরি পেলেন ব্রুক। গতকাল মুলতানে। ছবি : এএফপি

রুট-ব্রুকে পিষ্ট পাকিস্তান

মুলতান টেস্ট

প্রথম ইনিংসে ৫০০ রানের বেশি করেও আবার হারের মুখে পাকিস্তান। ইনিংস হার এড়াতেই তাদের করতে হবে আরও ১১৫ রান।

খেলা ডেস্ক

‘বিস্ময়কর। সত্যি বলতে আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। দল এই ম্যাচ জেতার মতো শক্ত অবস্থানে আছে ভাবতেই ভালো লাগছে, অবিশ্বাস্য ব্যাপার।’

হ্যারি ব্রুকসের কথাটাই মুলতান টেস্টের চতুর্থ দিনের সারাংশ। কাল যখন দিনের খেলা শুরু হলো কে ভাবতে পেরেছিল দিনটা স্বাগতিকেরা ইনিংস ব্যবধানে হারের শঙ্কা নিয়ে শেষ করবে! শেষ বিকেলে আমের জামালকে নিয়ে আগা সালমান প্রতিরোধ না গড়লে তো চার দিনের মধ্যেই এই ম্যাচ হেরে যেতে পারত প্রথম ইনিংসে ৫৫৬ রান করা পাকিস্তান!

অবিশ্বাস্য দিনটাতে কী হয়নি মুলতানে! হ্যারি ব্রুকের ব্যাটে ৩৪ বছর পর প্রথম ট্রিপল সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছে ইংল্যান্ড। ৩২২ বলে ৩১৭ রান করার পথে টেস্ট ইতিহাসের দ্বিতীয় দ্রুততম ট্রিপল সেঞ্চুরিয়ান হয়ে গেছেন ব্রুক। আগের দিন টেস্টে ইংল্যান্ডের হয়ে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড গড়া জো রুটও খেলেছেন ক্যারিয়ার সর্বোচ্চ ইনিংস, করেছেন ২৬২ রান। চতুর্থ উইকেটে ৪৫৪ রানের রেকর্ড জুটি গড়েছেন রুট-ব্রুকরা, সেটিও কিনা ৫২২ বলে! আর তাঁদের দল ইনিংস ঘোষণা করেছে ৮২৩ রানে। ১৯৯৭ সালের পর প্রথমবার ও সব মিলিয়ে চতুর্থবার ৮০০ রানের ইনিংস দেখল ১৪৭ বছর বয়সী টেস্ট ক্রিকেট।

ইংল্যান্ডের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক ওলি পোপ যখন দ্বিতীয় সেশনে ইনিংস ঘোষণা করলেন তাঁর দল এগিয়ে ২৬৭ রানে। এরপর পাকিস্তান করল, আজকাল প্রায়ই তারা যা করে তেমন ব্যাটিং। ইনিংসের প্রথম বলেই আবদুল্লাহ শফিককে হারানো দলটি ২৫ ওভারের মধ্যেই ৮২ রান তুলতে হারিয়ে ফেলে ৬ উইকেট। তাতে ২০২২ সালে ইংল্যান্ডের পাকিস্তানের সফরের প্রথম টেস্টের দুঃস্মৃতিটাই আবার ফিরে এসেছে, এবার আরও ভয়ংকরভাবে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ৫৭৯ রান করেও সিরিজের প্রথম টেস্টে হেরেছিল পাকিস্তান। রাওয়ালপিন্ডিতে ইংল্যান্ড জিতেছিল ৭৪ রানে। এরপর তো পরের দুই টেস্টেও হেরে নিজেদের দেশে প্রথমবারের মতো টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হতে হয় পাকিস্তানকে।

সালমান-জামালের প্রতিরোধে দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেটে ১৫২ তুলে দিন শেষ করেছে পাকিস্তান, ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের চেয়ে যা এখনো ১১৫ কম। শেষ পর্যন্ত যদি পাকিস্তান ইনিংস ব্যবধানে হেরেই যায়, তবে ইতিহাসের প্রথম দল হিসেবে ৫০০ রান করেও ইনিংস ব্যবধানে হারের রেকর্ড গড়বে তারা।

শেষ বিকেলে পাকিস্তান যে এমন ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়বে প্রথম সাড়ে তিন দিনের খেলায় সেটা বোঝার উপায় ছিল না। উইকেট তো সেভাবে ভাঙেনিও। তাহলে কেন এমন হলো সেই ব্যাখ্যা দিলেন ৬০১ মিনিট ব্যাটিং করা রুট। দিনের খেলা শেষে তিনি বললেন ব্যাপারটা পুরোপুরিই মানসিক, ‘আমাদের মনে রাখতে হবে ওরা অনেক লম্বা সময় ফিল্ডিং করেছে। এমন পরিস্থিতিতে অনেক সময়ই মানসিকভাবে ভঙ্গুর অবস্থায় পড়তে হয়। লম্বা সময় ব্যাটিংয়ের জন্য অপেক্ষা করা কতটা যন্ত্রণার সেটি তো জানেনই। এরপর প্রথম বলটা এল খুব নিচু হয়ে। আর তাতে মনে হয় হঠাৎ করেই যেন বদলে গেছে পিচ, খেলাটাও যেন ঘুরে যায়।’

পাকিস্তানের ক্ষেত্রে যে এমন কিছু হয়েছে সেটি তো বোঝাই গেছে। ‘বনের বাঘে’র চেয়ে ‘মনের বাঘ’ই বেশি খেয়েছে তাঁদের। আপাত নিরীহ বলে আউট হয়েছেন বেশির ভাগ ব্যাটসম্যান। সাবেক অধিনায়ক বাবর আজম তো টেস্টে টানা ফিফটিহীন ইনিংসের সংখ্যাকে ১৮ বানিয়ে বাবর এবার ফিরেছেন ৫ রানে।

অবিচ্ছিন্ন সপ্তম উইকেট জুটিতে ৭০ রান যোগ করা সালমান ও জামাল আজ দলকে ইনিংস হারের লজ্জা থেকে বাঁচাতে পারেন কি না, প্রশ্ন সেটিই।

সং ক্ষি প্ত | স্কো র

পাকিস্তান : ৫৫৬ ও ৩৭ ওভারে ১৫২/৬ (সালমান ৪১*, শাকিল ২৯, জামাল ২৭*, সাইম ২৫; অ্যাটকিনসন ২/২৮, কার্স ২/৩৯)।
ইংল্যান্ড : ১৫০ ওভারে ৮২৩/৭ ডি. (ব্রুক ৩১৭, রুট ২৬২, ডাকেট ৮৪, ক্রলি ৭৮, স্মিথ ৩১; সাইম ২/১০১, নাসিম ২/১৫৭)।
(৪র্থ দিন শেষে)

রেকর্ড আর রেকর্ড

মুলতানে ইংল্যান্ডের পাহাড়সম ইনিংস নতুন করে লিখেছে রেকর্ড বইয়ের অনেক পাতাই

টেস্টে দলীয় সর্বোচ্চ

স্কোর	দল	বিপক্ষ	ভেন্যু	সাল
৯৫২/৬ ডি.	শ্রীলঙ্কা	ভারত	কলম্বো	১৯৯৭
৯০৩/৭ ডি.	ইংল্যান্ড	অস্ট্রেলিয়া	ওভাল	১৯৩৮
৮৪৯	ইংল্যান্ড	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	কিংস্টন	১৯৩০
৮২৩/৭	ইংল্যান্ড	পাকিস্তান	মুলতান	২০২৪
৭৯০/৩ ডি.	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	পাকিস্তান	কিংস্টন	১৯৫৮

জুটিতে ৪৫৪

হ্যারি ব্রুক-জো রুটের জুটি টেস্টে যেকোনো উইকেটেই ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ। আগের সর্বোচ্চ ৪১১, ১৯৫৭ সালে এজবাস্টনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে পিটার মে ও কলিন কাউড্রের ৪১১।

টেস্টে চতুর্থ উইকেটে সর্বোচ্চ। আগের রেকর্ড ৪৪৯, ২০১৫ সালে হোবার্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ান শন মার্শ ও অ্যাডাম ভোজেসের। যেকোনো উইকেটেই এটি চতুর্থ সর্বোচ্চ জুটি।

৩১০

ট্রিপল সেঞ্চুরি পেতে হ্যারি ব্রুকের খেলা বল। টেস্টে এর চেয়ে কম বলে ট্রিপল সেঞ্চুরি আছে শুধু ভারতের বীরেন্দর শেবাগের, ২০০৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২৭৮ বলে।

সেই ফতেহ ময়দান এখন অতীত

মোহাম্মদ জুবাইর, *হায়দরাবাদ থেকে*

হায়দরাবাদের আধুনিকতার ছোঁয়া একটু বেশিই চোখে পড়বে, যদি আপনি এই শহরে আসেন দিল্লি থেকে। দিল্লি ইতিহাস-ঐতিহ্যের শহর। এর স্থাপনাগুলোতেও সেই স্পর্শ। অন্যদিকে হায়দরাবাদ শহরের অবকাঠামোতে সর্বত্রই নতুনত্বের ঝলক।

নতুনত্বের এ শহরের একটা ঐতিহ্য লাল বাহাদুর শাস্ত্রী স্টেডিয়াম। ক্রিকেট-ঐতিহ্যের নিদর্শন বলতে পারেন। মনসুর আলী খান, মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন, ভিভিএস লক্ষ্মণসহ ভারতীয় ক্রিকেটের অনেক কিংবদন্তির ক্রিকেটের হাতেখড়ি ‘ফতেহ ময়দান’ নামে পরিচিত এ মাঠে। ১৬৮৭ সালে আট মাসের গোলকুন্ডা অবরোধের সময় মোগল সৈন্যরা একটি বিস্তীর্ণ খোলা মাঠে শিবির স্থাপন করেছিল। তাদের বিজয়ের পর এই মাঠের নামকরণ করা হয় ফতেহ ময়দান (বিজয় স্কয়ার)।

২০০৫ সাল পর্যন্ত এই মাঠই ছিল হায়দরাবাদ শহরের ক্রিকেটের কেন্দ্রবিন্দু। বিশ্বকাপের ম্যাচসহ ১৪টি ওয়ানডে ও ৩টি টেস্টের আয়োজক মাঠটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশ ক্রিকেটের ইতিহাসও। ১৯৯৮ সালে এ মাঠেই তিন জাতি ওয়ানডে সিরিজের এক ম্যাচে কেনিয়ার বিপক্ষে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ম্যাচ জয়ের স্বাদ পায় বাংলাদেশ।

পিঞ্চ হিটারের ভূমিকায় তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে নেমে সেদিন ৭৭ রানের দারুণ এক ইনিংস খেলেছিলেন মোহাম্মদ রফিক। দক্ষিণ ভারতের এই শহরে বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছিল সেদিনই। এরপর ২০১৭ সালে খেলেছে টেস্ট। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম জয়ের মঞ্চটা দেখার কৌতূহল থেকেই কাল দিল্লি থেকে হায়দরাবাদে পৌঁছেই ফতেহ ময়দানে ঘুরতে যাওয়া।

লাল বাহাদুর শাস্ত্রী স্টেডিয়ামের বর্তমান ছবি (ওপরে)। ১৯৯৮ সালে কেনিয়াকে হারিয়ে এই মাঠেই প্রথম জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ (নিচে)।

একসময়কার ক্রিকেটের প্রাণকেন্দ্র এখন জীর্ণশীর্ণ ধ্বংসস্তূপের মতো। গত পরশু এ মাঠে সরকারি দলের বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ধূসর দেয়ালের পুরোনো গ্যালারির স্টেডিয়ামে ঢুকেই সেই সভার মঞ্চ ভাঙার আয়োজন দেখা গেল। দেখে মনেই হয় না এ মাঠে একসময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটও হতো। বিশাল গ্যালারির এখানে-সেখানে ছিন্নমূল মানুষ। মাঠের চারপাশে ময়লা-আবর্জনা। ফ্লাডলাইটগুলোয় নেই প্রাণ, নেই কোনো নিরাপত্তা। যে কেউ এসে মাঠের মধ্যে ঢুকে যেতে পারেন। এর মধ্যেই দেখা গেল দেয়ালে ইংরেজিতে লেখা ‘স্পোর্টস অথরিটি অব তেলেঙ্গানা’। উল্টো পাশের গ্যালারিতে লেখা ‘ফতেহ ময়দান ক্লাব হাউস অফিস।’ ওই দুটি লেখা থাকাতেই যেন রক্ষা। না হলে এ মাঠকে একেবারেই অভিভাবকশূন্য মনে হতো।

মুরালিকৃষ্ণ নামের একজন মাঠটা দেখাশোনার কাজ করছেন ২০ বছর ধরে। ফতেহ ময়দানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আয়োজনের স্মৃতি এখন তাঁর কাছেও ধূসর, ‘এখন আর কিছুই হয় না। ক্রিকেট বন্ধ হওয়ার পর ফুটবল আর হকি খেলা হতো। এখন সেটাও কমে এসেছে। বাচ্চাদের ক্রিকেট অনুশীলনও বন্ধ হয়ে গেছে। বৃষ্টি এলে তো মাঠে পা-ই রাখা যায় না।’

২০০০ সালের শুরুর দিকে শহরে রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম হওয়ার পর থেকেই নাকি এ মাঠ হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কাছে অবহেলিত, ‘অ্যাসোসিয়েশন এখন রাজীব গান্ধী স্টেডিয়াম নিয়ে ব্যস্ত। ওদের এ মাঠ নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। সরকার যদি কিছু করে, তাহলে হয়তো কিছু হবে। কিন্তু নতুন করে স্টেডিয়ামটা ঠিক করতে হলে ১০-২০ কোটি চলে যাবে। তেলেঙ্গানা ক্রীড়া বিভাগের এত সামর্থ্য নেই।’

রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম যেহেতু আছে, স্থানীয় ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আরেকটা স্টেডিয়ামের জন্য অত টাকা খরচ করবেই কেন! আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ভেন্যু রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামেই আগামীকাল বাংলাদেশ দল ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচ খেলবে। এখানে নিয়মিত হয় ভারতীয় দলের বড় বড় ম্যাচের আয়োজনও। বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ফতেহ ময়দান এখন শুধুই অতীত।

বাংলাদেশকে হারিয়ে সেমির স্বপ্ন উজ্জ্বল ওয়েস্ট ইন্ডিজের

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ১০ বছরের জয়-খরা কাটানোর প্রাথমিক লক্ষ্য প্রথম ম্যাচেই পূরণ করেছে বাংলাদেশ। নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ডকে অল্প রানে আটকে রাখতে পারলেও জয়ের দেখা পায়নি। নিগার সুলতানারা আশা করেছিলেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে বিশ্বকাপটা আরেকটু রঙিন করার। কিন্তু শারজায় গতকাল নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে পাত্তাই পেল না বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে মাত্র ১০৩ রান করতে পারে বাংলাদেশ। ছোট লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৪৩ বল ও ৮ উইকেট হাতে রেখে জয় তুলে নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বাংলাদেশকে হারাতে কারিশমা রামহারাকের দুর্দান্ত বোলিংয়ের পর ব্যাট হাতে জ্বলে ওঠেন ওপেনার হেইলি ম্যাথুজ ও চার নম্বরে নামা ডিয়ান্ড্রা ডটিন। অধিনায়ক ম্যাথুজ ২২ বলে ৬ চারে ৩৪ রান করেছেন। আরেক ওপেনার স্টেফানি টেলর ২৯ বলে ২৭ রান করে আহত অবসর হয়েছেন।

টেলরের আহত অবসরের আগে ম্যাথুজ ও পরে শেমাইন ক্যাম্পবেল আউট হয়েছেন। তবে এর কোনো প্রভাব দলের ইনিংসে পড়তে দেননি ডটিন। ৭ বলে ১ চার ও ২ ছয়ে অপরাজিত ১৯ রান করেছেন তিনি।

এর আগে বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ে একাই লড়াই করেছেন অধিনায়ক নিগার। ৪৪ বলে ৪ চারে খেলা তাঁর ৩৯ রানের ইনিংসে ভর করেই ১০০ পেরোনো স্কোর পায় বাংলাদেশ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৯ রান করেছেন ওপেনার দিলারা আক্তার। তৃতীয় সর্বোচ্চ ১৬ রান করেছেন তিন নম্বরে নামা সোবহানা মোসতারি। বাংলাদেশের যে ৮টি উইকেট পড়েছে, এর ৭টিই নিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিন স্পিনার, একটি হয়েছে রানআউট।

৪ ওভারে ১৭ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন অফ স্পিনার রামহারাক, ম্যাচসেরার পুরস্কারও জিতেছেন তিনিই। লেগ স্পিনার আফি ফ্লেচার নিয়েছেন ২ উইকেট, অফ স্পিনার ম্যাথুজ একটি। ৩ ম্যাচের ২টিতে জিতে ৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই গ্রুপ থেকে সেমিফাইনালের দুটি জায়গার জন্য লড়াইয়ে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডও। দুই দলের পয়েন্টই সমান ৪। তবে ইংল্যান্ড ম্যাচ খেলেছে একটি কম।

সং ক্ষি প্ত | স্কো র

বাংলাদেশ : ২০ ওভারে ১০৩/৮ (দিলারা ১৯, সাথী ৯, সোবহানা ১৬, নিগার ৩৯, তাজ নেহার ১, স্বর্ণা ০, রিতু মনি ১০, ফাহিমা ২, রাবেয়া ১*, নাহিদা ২*; রামহারাক ৪/১৭, ফ্লেচার ২/২৫, ম্যাথুজ ১/১৯)। **ওয়েস্ট ইন্ডিজ :** ১২.৫ ওভারে ১০৪/২ (ম্যাথুজ ৩৪, টেলর ২৭, ক্যাম্পবেল ২১, ডটিন ১৯*, হেনরি ২*; নাহিদা ১/২২, মারুফা ১/২০)। **ফল :** ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৮ উইকেটে জয়ী। **ম্যাচসেরা :** কারিশমা রামহারাক।

টেনিস ছাড়ছেন নাদাল

খেলা ডেস্ক

‘জীবনে সবকিছুরই শুরু এবং শেষ আছে।’

টেনিস থেকে অবসরের ঘোষণা দিতে গিয়ে শাশ্বত এ সত্যটা তুলে ধরলেন রাফায়েল নাদাল। ২০০১ সালে শুরু নাদালের পেশাদার টেনিস ক্যারিয়ার শেষ হচ্ছে এ বছরের নভেম্বরে। আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক ভিডিওতে স্পেনের হয়ে ডেভিস কাপ খেলার পর টেনিসকে বিদায় জানানোর ঘোষণা দিয়েছেন নাদাল।

বিদায়ের ঘোষণায় শাশ্বত সত্যের সঙ্গে জীবনের কঠিন এক বাস্তবতাও তুলে ধরেছেন ৩৮ বছর বয়সী নাদাল। কয়েক বছর ধরে পিঠ ও উরুর চোট ভোগাচ্ছে তাঁকে। সর্বশেষ দুই বছর তো কোর্টের বাইরেই সময় বেশি কেটেছে। অবশেষে সেই চোটের কাছে হার মেনেই টেনিসকে বিদায় বলতে হলো ২২টি গ্র্যান্ড স্লামজয়ী নাদালকে।

ভিডিও বার্তায় নাদাল বলেছেন, ‘বাস্তবতা হচ্ছে যে কয়েকটি বছর খুব কঠিন কেটেছে, বিশেষ করে সর্বশেষ দুটি বছর। (চোটের কারণে শারীরিক) কিছু সীমাবদ্ধতা নিয়েই আমাকে খেলতে হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে কঠিন একটি সিদ্ধান্ত। এ কারণেই সিদ্ধান্ত নিতে আমার সময় লেগেছে। কিন্তু এই জীবনে সবকিছুরই শুরু আর শেষ আছে।’

চোটের কারণে প্রায় এক বছর কোর্টের বাইরে থাকার পর এ বছরের জানুয়ারিতে প্রতিযোগিতামূলক টেনিসে ফিরেছিলেন। কিন্তু আবার উরুর চোটে পড়ে ছিটকে যান অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে। ইউরোপিয়ান ক্লে কোর্টের চলতি মৌসুমে ফ্রেঞ্চ ওপেনসহ চারটি টুর্নামেন্ট খেলেছেন। ফ্রেঞ্চ ওপেনের প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে যাওয়ার পর মাত্র দুটি টুর্নামেন্টই খেলেছেন—রোলাঁ গারোতে বাস্তাদ ও প্যারিস অলিম্পিক গেমস।

২৩ বছরের ক্যারিয়ারে নাদালের ২২টি গ্র্যান্ড স্লামের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৪টি ফ্রেঞ্চ ওপেনে। এক গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্টে এত শিরোপা আর কারও নেই। ক্যারিয়ারে সব মিলিয়ে জিতেছেন ৯২টি শিরোপা। টেনিসের উন্মুক্ত যুগে যেটা পঞ্চম সর্বোচ্চ। যে ত্রয়ী টেনিসকে মাতিয়ে রেখেছিলেন, নাদালের অবসরের ঘোষণায় তাঁদের মধ্যে এক নোভাক জোকোভিচই থাকছেন টেনিসে। রজার ফেদেরার তো অবসর নিয়েছেন বছর দুয়েক আগেই।

একটা সময় পুরুষদের গ্র্যান্ড স্লামের এককে সর্বোচ্চ শিরোপা জয়ের রেকর্ডটি ছিল নাদালেরই। জোকোভিচ তা কেড়ে নিলেও ক্যারিয়ারে যা পেয়েছেন, তা নিয়েই খুশি নাদাল, ‘আমি মনে করি, যা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে লম্বা আর বেশি সাফল্যময় ক্যারিয়ার শেষ করার এটাই সঠিক সময়।’

এক সময়ের তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিদায়ের ঘোষণায় ইনস্টাগ্রামে এক বার্তায় রজার ফেদেরার বলেছেন, ‘কী ক্যারিয়ার রাফা! আমি সব সময় চেয়ে এসেছি, এই দিনটা যেন কখনো না আসে। আমাদের ভালোবাসার খেলাটিতে তোমার অবিস্মরণীয় স্মৃতি আর অসাধারণ সব অর্জনের জন্য ধন্যবাদ।’

১ থেকে ২২—এক ফ্রেমে রাফায়েল নাদালের জেতা সব গ্র্যান্ড স্লাম। সর্বকালের অন্যতম সেরা টেনিস তারকা কাল অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন। ছবি : এএফপি

গোলটেবিল বৈঠক শেষে কিশোরী প্রতিনিধি ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ইউনিসেফ বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি এমা ব্রিগহাম। গতকাল রাজধানীর কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে। ছবি : সাবিনা ইয়াসমিন

মেয়েদের নেতৃত্বের স্থানে নিতে হবে

গোলটেবিল বৈঠক

'ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে কন্যাশিশুর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব' শিরোনামে ইউনিসেফ বাংলাদেশ এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সমাজে মেয়েদের দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। মেয়েদের শুধু ভুক্তভোগী হিসেবে নয়, নেতা হিসেবে দেখতে হবে। ভবিষ্যতের সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে হলে নারীকে নেতৃত্বের স্থানে নিতে হবে। সেই পরিবেশ তৈরিতে নিরাপত্তাহীনতা, বৈষম্য, অপুষ্টি, নির্যাতন, শিশুশ্রম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে পড়া, বাল্যবিবাহের মতো বড় বাধাগুলো দূর করতে হবে। আজ ১১ অক্টোবর শুক্রবার আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস পালন উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর *প্রথম আলো* কার্যালয়ে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে এ মত প্রকাশ করেন তরুণী ও কিশোরীরা।

'ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে কন্যাশিশুর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব' শিরোনামে জাতিসংঘের শিশু তহবিল ইউনিসেফ বাংলাদেশ এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। এতে প্রচার সহযোগী ছিল *প্রথম আলো*।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের নারী শিক্ষার্থী ও কিশোরীরা দুটি দলে তাঁদের মতামত তুলে ধরেন। তাঁরা সমস্যার পাশাপাশি কীভাবে সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে বৈষম্যহীন সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তোলা যায়, সেই উপায়ও তুলে ধরেন।

কিশোরী প্রতিনিধিরা জানায়, মেয়েদের ক্ষেত্রে পরিবার থেকেই বৈষম্য শুরু হয়। একজন মেয়ে সংসারের দায়িত্ব নেবে না, সেই প্রথাগত ভাবনা থেকে অনেক পরিবার থেকে মেয়েশিশুর পড়াশোনায় যত্ন নেওয়া হয় না। পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তাকে অজুহাত করে মেয়েকে বাল্যবিবাহ দিয়ে দুশ্চিন্তামুক্ত হতে চান। তাই বৈষম্য দূর করে মেয়েদের ক্ষমতায়িত করতে পরিবার থেকে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। যেকোনো ফোরামে নারীর মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা বলেন, নিরাপত্তাহীনতা মেয়েদের চলার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নারী নির্যাতন, নিপীড়ন দেশের উন্নয়নকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলে। নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করে নারীকে ক্ষমতায়িত করার পথে এগিয়ে নিতে হবে। নেতৃত্বের স্থানে নারীকে নিতে রাজনৈতিক দলগুলোকে আরও বেশি গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে। মেয়েদের ভুক্তভোগী হিসেবে না দেখে নেতৃত্বের জায়গায় নিয়ে আসতে হবে।

গোলটেবিল বৈঠকে সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে ইউনিসেফ বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি এমা ব্রিগহাম বলেন, মেয়েরা একটি দেশের হৃৎপিণ্ড। ১৮ বছরের কম বয়সী অর্ধেকসংখ্যক মেয়ের বাল্যবিবাহ হচ্ছে। বাল্যবিবাহ মানেই কম বয়সে গর্ভধারণ, দায়িত্ব গ্রহণ ও স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন হওয়া। ৪০ শতাংশ কিশোরী রক্তশূন্যতায় ভুগছে। এ দেশে যেসব মেয়ে সামনে এগোচ্ছে, তাদের অনেক প্রতিবন্ধকতা পাড়ি দিতে হচ্ছে। সমস্যাগুলো সহজ নয়। আর এর সমাধানও সরলরেখায় করা সম্ভব নয়। কিশোরীরা ভবিষ্যতের ভোটার। তাদের মতামতকে খাটো করে দেখা যাবে না। তারা তাদের দাবিগুলো নিয়ে সোচ্চার হয়েছে। সেই দাবিগুলো নীতিনির্ধারকদের টেবিলে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করবে ইউনিসেফ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে গড়া দলটিতে ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুই সমন্বয়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী উমামা ফাতেমা ও ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নাজিফা জান্নাত। এই দলে আরও ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমা চাকমা ও রাফিয়া রেহনুমা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যামেলিয়া শারমিন চূড়া, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারিহা হোসেন, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজিয়া সুলতানা এবং সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেঘা খেতান।

স্কুল ও কলেজপড়ুয়া শিক্ষার্থীদের নিয়ে গড়া কিশোরী দলে ছিল এসসি প্ল্যান বাংলাদেশ স্কুলের মিম আক্তার, বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের কাজী আশরাফি আন্নি, সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের ইশাল খান, মিরপুর বাংলা স্কুল অ্যান্ড কলেজের সানজিদা আক্তার, বিএএফ শাহীন কলেজের ফারাবী জামান, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের ফারিয়া সুলতানা ও মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের জুনাইরা ইসলাম নুবা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাফিয়া রেহনুমা বলেন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ অনেক জায়গায় নারীর প্রতিনিধিত্বকে সীমাবদ্ধ করে। এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে দাঁড়াতে হবে। একজন মেয়ে কী পোশাক পরবে, কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবে, সেই স্বাধীনতা থাকতে হবে।

বৈঠকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক উমামা ফাতেমা বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের ভাগ্য নির্ধারণ করে। তাই রাজনৈতিক দলগুলোকে নারীর জন্য আরও বেশি গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এই পরিবর্তনগুলো আনতে হবে।

বৈঠকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আরেক সমন্বয়ক নাজিফা জান্নাত বলেন, সমাজে নারীর প্রতি কী ধরনের বৈষম্য রয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে কীভাবে দাঁড়াতে হয়, তা শিখিয়েছিল ইউনিসেফের মীনা কার্টুন। বিনোদনের মাধ্যমে বৈষম্যের বিরুদ্ধে চর্চা করা যায়, শিক্ষা নেওয়া যায়, এ ধরনের আরও অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী লাবণ্য প্রজ্ঞা।

» কন্যাশিশুদের স্বপ্ন দেখাতে হবে পৃষ্ঠা ৩

হান কাং। ছবি : এএফপি

সাহিত্যে নোবেল পেলেন দক্ষিণ কোরিয়ার হান কাং

বিবিসি

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার লেখক হান কাং। সাহিত্যে বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাবান এ পুরস্কারের জন্য তাঁকে মনোনীত করার কারণ হিসেবে নোবেল কমিটি বলেছে, হান কাংয়ের গদ্য তীক্ষ্ণ ও কাব্যময়। তাতে ইতিহাসের যন্ত্রণাবিদ্ধ বিষয়ের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে বোঝাপড়ার প্রচেষ্টা আছে। তাঁর গদ্যে আছে মানবজীবনের ভঙ্গুরতার কথাও।

৫৩ বছর বয়সী হান কাংয়ের লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল দক্ষিণ কোরিয়ার একটি সাময়িকীতে একগুচ্ছ কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে। ১৯৯৫ সালে তাঁর একটি ছোটগল্প সংকলন বের হয়। আর সেটির মধ্য দিয়েই তাঁর গদ্য পাঠকের সামনে আসে।

পরে হান কাং দীর্ঘাকার গদ্য লিখতে শুরু করেন। *দ্য ভেজেটারিয়ান* তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বইয়ের একটি। ২০০৭ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসের জন্য ২০১৬ সালে ম্যান বুকার পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। এ উপন্যাসে হান কাং মানুষের নিষ্ঠুরতায় আতঙ্কিত এক তরুণীর 'বৃক্ষের মতো' বেঁচে থাকার লড়াইয়ের কথা তুলে ধরেন।

হান কাংয়ের জন্ম ১৯৭০ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়াংজু শহরে। সাহিত্যনুরাগী একটি পরিবারে বেড়ে উঠেছেন হান কাং। তাঁর বাবা হান সুং-ওনও দক্ষিণ কোরিয়ায় সুপরিচিত একজন ঔপন্যাসিক।

হান কাংকে নিয়ে ১৮ জন নারী সাহিত্যে নোবেল পেলেন। এ ছাড়া প্রথম দক্ষিণ কোরিয়ান নারী হিসেবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তিনি। একই সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে দ্বিতীয়বারের মতো নোবেল পুরস্কার পাওয়া ব্যক্তি হান কাং। তাঁর আগে প্রথম দক্ষিণ কোরিয়ান হিসেবে নোবেল পুরস্কার পান দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট কিম দায়ে-জুং। শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি।

নোবেল পুরস্কার বোর্ড তাঁর পরিচিতি দিতে গিয়ে বলেছে, তিনি এমন একজন, যিনি সংগীত ও শিল্পকলার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। মানুষের জীবনের নানা দিক নিয়ে এগিয়েছে হান কাংয়ের অনুসন্ধিৎসু মন। তাই তাঁর কাজকে কোনো সীমানায় আটকে ফেলা যায় না। সহিংসতা, দুঃখ-কষ্ট ও পিতৃতন্ত্রের মতো নানা বিষয় উঠে এসেছে তাঁর লেখায়।

হান কাংয়ের উপন্যাস *দ্য ভেজেটারিয়ান* প্রকাশের প্রায় এক দশক পর ২০১৫ সালে উপন্যাসটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ডেবোরাহ স্মিথ। পরের বছর এই উপন্যাস ম্যান বুকার পুরস্কার পেলে লেখক হিসেবে হান কাংয়ের জীবন পাল্টে যায়। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *দ্য হোয়াইট বুক*, *হিউম্যান অ্যাক্টস*, *গ্রিক লেসনস্*, *ইওর কোল্ড হ্যান্ডস* ও *স্কারস*।

হান কাংয়ের দুটি উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। ২০০৯ সালে নির্মিত *দ্য ভেজেটারিয়ান* ও ২০১১ সালে নির্মিত *স্কারস* নামের চলচ্চিত্র দুটি পরিচালনা করেছেন লিম উ-সিওং।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ঘোষণার অনুষ্ঠানে সুইডিশ একাডেমির স্থায়ী সচিব ম্যাটস মাম বলেন, মানুষের শরীর ও আত্মার এবং জীবিত ও মৃতের যোগাযোগ বিষয়ে হান কাংয়ের সচেতনতা অসাধারণ। তাঁর গদ্য কাব্যিক ও নিরীক্ষাধর্মী। সমসাময়িক গদ্যসাহিত্যে তিনি একজন উদ্ভাবকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছেন।

নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান আন্দ্রেস ওলসেন বলেন, ঐতিহাসিক নানা যন্ত্রণাবিদ্ধ বিষয় ও অদৃশ্য অনুশাসনের বিরুদ্ধে লড়েছেন হান কাং।

নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য হিসেবে ১ কোটি ১০ লাখ ক্রোনার (সুইডিশ মুদ্রা) পাবেন হান কাং। গত বছর এ সম্মাননা পেয়েছিলেন নরওয়ের কবি, লেখক ও নাট্যকার ইয়োন ফসে।

প্রকৃতি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ উদ্যানে ফুটেছে গোলাপি রঙের কেও ফুল। ছবি : লেখক

গোলাপি রঙের কেও ফুল

মোকারম হোসেন, *প্রকৃতি ও পরিবেশবিষয়ক লেখক*

একসময় কেও ফুল সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। গাছ হয়তো অনেকবার চোখে পড়েছে; কিন্তু ফুল না থাকায় আলাদা করে বোঝার উপায় ছিল না। প্রায় এক দশক আগে শরতের শেষ দিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানাপ্রাচীর লাগোয়া কেওগাছগুলোয় শুভ্র ফুলের প্রাচুর্য দেখে ফুলটি সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠি। ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখি, গাছের পাতা ও কাণ্ডের বিন্যাস বেশ শৈল্পিক। গাছটির লালচে মঞ্জরি ঢাকনার কোল থেকে বেরিয়ে আসা সাদা রঙের ফুলগুলো সেই সৌন্দর্য আরও হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। বর্ষার অঝোর জলধারায় স্নান সেরে নেওয়া পরিচ্ছন্ন পত্রপল্লবের ভেতর শুভ্রতা ছড়ানো কেও ফুল আমাদের মনে সত্যিই প্রশান্তি এনে দেয়।

শরৎ-হেমন্তের স্নিগ্ধতার ভেতর কেও ফুলের এই মায়া-মুগ্ধতাকে প্রকৃতির আশীর্বাদ হিসেবেই ধরে নেওয়া যায়। এমন সুষম আঙ্গিক-বিন্যাস ও মাধুর্যমণ্ডিত বৈশিষ্ট্যের কারণে ইদানীং অনেকেই বাগানে রাখছেন গাছটি। তবে তা সংখ্যায় খুবই কম। বুনো ফুল বলেই হয়তো অবহেলিত। বাগান বা গৃহপ্রাঙ্গণকে বৈচিত্র্যময় করে তুলতে গাছটির আরও ব্যাপক ব্যবহার প্রয়োজন। শরৎ-হেমন্তে আমাদের চারপাশে ফুলের সংখ্যা নিতান্তই কম। এ ক্ষেত্রে এই দুই ঋতুর পুষ্পসজ্জায় কেও ফুল বিবেচিত হতে পারে; কিন্তু এমন সুদর্শন একটি উদ্ভিদ নগর উদ্যানে প্রায় অনুপস্থিতই বলা যায়। কেও ফুল নিয়ে এতসব স্তুতিবাক্যও গাছটির সুনামের পক্ষে যথেষ্ট নয়!

কেও ফুল নিয়ে যখন এতটাই বিভোর আমি, তখন রূপকথার রাজ্যে দেখা কোনো এক মায়াবী ফুলের মতো অসাধারণ আরেকটি রূপে ধরা দিল কেও ফুল। কিছুদিন আগে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেনে কেও ফুলের লোভনীয় রং দেখে ফুলটির প্রতি পক্ষপাতিত্ব আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এমন চোখধাঁধানো রঙের কেও ফুল আর কখনো দেখিনি। একই পরিবারের গাছ হলেও আমাদের বনবাদাড়ে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো কেও ফুলের সঙ্গে এ গাছের প্রধান পার্থক্য বর্ণগত। সাদামাটাভাবে যাকে দুধে আলতা রং হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। গাছটি ২০১৮ সালে এখানে রোপণ করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক অধ্যাপক আশরাফুজ্জামান। তিনি এ গাছের কন্দমূল সংগ্রহ করেন থাইল্যান্ড থেকে। ২০১৯ সাল থেকে গাছে ফুল ফুটতে শুরু করে। এই উদ্যানে গিয়ে পাশাপাশি থাকা কেও ফুলের তিনটি রকমফের দেখার বিরল সুযোগ হলো।

গোলাপি কেও ফুল (*Costus phyllocephalus*) বহুবর্ষজীবী কন্দজ গাছ। পাতাগুলো সর্পিলভাবে সাজানো থাকে, সরল; খাপ নলাকার, বন্ধ এবং ৩ সেন্টিমিটার চওড়া। শাখার প্রান্তে সুদর্শন পাতার কোলে ফুলগুলো ফোটে। ফুলের পাপড়ির সংখ্যা ৩, গোড়ার দিকে গলার অংশটি সাদা রঙের। পুংকেশর দেখতে অনেকটা পাপড়ির মতো, প্রায় ৩ সেন্টিমিটার লম্বা। দুধসাদা রঙের সঙ্গে গোলাপি রঙের মিশেলে অপূর্ব এই ফুল।

আমাদের বনবাদাড়ে ফোটা সাধারণ কেও ফুল (*Hellenia speciosa*) বীরুৎ শ্রেণির বহুবর্ষজীবী গাছ, ৩ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে, সাধারণত শাখাহীন। কাণ্ডের নিচের দিকে কিছুটা কাষ্ঠল। পাতা বোঁটাহীন, ডিম্বাকৃতির। মঞ্জরির ঢাকনি উজ্জ্বল লাল রঙের। পাপড়ি সাদা। ইন্দো-মালয়েশিয়া, পাপুয়া নিউগিনি ও অস্ট্রেলিয়ায় এ গাছ সহজলভ্য।

এ গাছের কন্দমূল, পাতা ও বীজ গিঁটব্যথা, অজীর্ণ, পেটফাঁপা ও কুকুরের কামড়ের প্রতিষেধক হিসেবে কাজে লাগে। অজীর্ণ, পেটফাঁপা ও বদহজমে কচি পাতা ও ডগা রান্না করে সবজি হিসেবে দিনে অন্তত একবার ভাতের সঙ্গে খেতে হয়। তা ছাড়া জ্বর, মাথাধরা, ক্ষুধামান্দ্য, প্রমেহ, কৃমির সমস্যা, অপুষ্টি, জন্মনিরোধ ও চর্মরোগেও এ গাছের বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। জ্বর, সর্দি-কাশি ও মাথাধরায় এক থেকে দেড় চা-চামচ কন্দরস চার-পাঁচ চামচ পানিতে মিশিয়ে গরম করে প্রতিদিন সকাল-বিকাল দু-তিন দিন সেবন করলে আরোগ্য হয়। বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগে পরিমাণমতো কন্দরস বাহ্যিকভাবে ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।

দুর্গাপূজার মহাসপ্তমীর দিনে বনানী পূজামণ্ডপে ঢাকঢোল বাজাচ্ছেন ঢাকিরা। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

রতন টাটা

রতন টাটার মৃত্যু

উত্তরাধিকারী কে হবেন

প্রথম আলো ডেস্ক

রতন টাটার মৃত্যুর পর এখন প্রশ্ন উঠেছে—টাটা-সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী কে হবেন? ভারতের অন্যতম ধনী রতন এন টাটা গত বুধবার ৮৬ বছর বয়সে মারা গেছেন। টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি ২০ বছর দায়িত্ব পালন করে ২০১২ সালে অবসরে যান। একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি সারা বিশ্বেই সুপরিচিত ছিলেন।

রতন টাটা বিয়ে করেননি। বিয়ে করেননি তাঁর আপন ভাই জিমি টাটাও। তাঁরা দুজন নাভাল টাটা ও সুনি কমিসারিয়াতের সন্তান। রতন টাটার বয়স যখন মাত্র ১০ বছর, তখন তাঁর মা-বাবার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। বলা হয়ে থাকে, মা-বাবার অসুখী জীবন দেখেই দুই ভাইয়ের কেউই আর বিয়ের পথে হাঁটেননি।

টাটা পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত পারসি ধর্মের অনুসারী জামশেদজি টাটা। ১৮৭০-এর দশকে একটি কাপড়ের কারখানা স্থাপন করে তিনি শিল্পপতি হিসেবে যাত্রা শুরু করেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী হীরাবাই ডাবুর এক মেয়ে ও দুই ছেলে ছিল। বড় মেয়ে ছিলেন ধুনবাই টাটা। বড় ছেলে দোবারজি টাটা ছিলেন টাটা গ্রুপের দ্বিতীয় চেয়ারম্যান। শিল্পপতি হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল। তাঁর কোনো সন্তান ছিল না।

জামশেদজি টাটার দ্বিতীয় ছেলে রতনজি টাটা। লোকহিতৈষী হিসেবে খ্যাতি পাওয়া রতনজির স্ত্রী ছিলেন নাভাজবাই টাটা। তাঁদেরও কোনো সন্তান ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সম্প্রসারিত টাটা পরিবারের শিশু নাভালকে দত্তক নেন। এই নাভাল পরে টাটা গ্রুপের বেশ কয়েকটি কোম্পানির পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

টাটা গ্রুপের মূল্যমান ৩৩ লাখ ৭০ হাজার কোটি রুপি। পৃথিবীর ৬টি মহাদেশের ১০০টি দেশে এই ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কার্যক্রম রয়েছে। জ্বালানি, গাড়ি, প্রকৌশল, তথ্যপ্রযুক্তি, যোগাযোগসহ বিভিন্ন খাতে তাদের ব্যবসা রয়েছে। বিশ্বজুড়ে টাটা কোম্পানিগুলোতে কাজ করেন আট লাখ কর্মী। বিশাল এই ব্যবসায়ী সাম্রাজ্য পরিচালনা করার দায়িত্ব পড়বে এখন নতুন নেতৃত্বের হাতে।

সুনি কমিসারিয়াতের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর নাভাল টাটা আবার বিয়ে করেছিলেন। তাঁর চেয়ে ২৬ বছরের ছোট ফরাসিভাষী সুইস নারী সিমোন ডুনেয়ারকে ১৯৫৫ সালে বিয়ে করেন তিনি। সুপরিচিত সাজসজ্জার উপকরণ প্রস্তুতকারী কোম্পানি ল্যাকমে পরিচালনা করতেন সিমোন। তাঁদের একমাত্র ছেলে নোয়েল টাটার জন্ম ১৯৫৭ সালে।

নোয়েল টাটার তিন সন্তান। মায়া, নেভিল ও লিয়া। টাটার যে পরম্পরা, এই তিনজন এর উত্তরাধিকার হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

» রতন টাটার নেতৃত্বে সাফল্যের শিখরে পৌঁছায় টাটা গ্রুপ পৃষ্ঠা ১২

ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় উদ্‌যাপিত মহাসপ্তমী

শারদীয় দুর্গোৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ধর্মীয় নানা আনুষ্ঠানিকতা, দেবীর পূজা ও ভক্তদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় গতকাল বৃহস্পতিবার উদ্‌যাপিত হলো শারদীয় দুর্গোৎসবের মহাসপ্তমী। এদিন ছিল বাঙালি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার দ্বিতীয় দিন। রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে গত বুধবার ষষ্ঠীপূজার মধ্য দিয়ে শারদীয় এ দুর্গোৎসব শুরু হয়।

গতকাল সারা দেশের মণ্ডপে মণ্ডপে প্রথম দিনের মতোই ঢাকের বাদ্য, শঙ্খ আর উলুধ্বনিতে দেবী দুর্গার মর্ত্যে আগমনের খবর জানান দেওয়া হয়। পুরোহিতের পূজার মন্ত্রোচ্চারণ, ভক্তদের আরতি, প্রার্থনা আর পুষ্পাঞ্জলিতে মণ্ডপগুলো ছিল ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে পূর্ণ।

গতকাল বিকেলে ঢাকার বনানীর মণ্ডপে গিয়ে দেখা যায়, পূজা আয়োজন ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। মাঠের বাইরে ও ভেতরে নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন র‍্যাব, পুলিশ ও আনসার সদস্যরা। প্যান্ডেলের বাইরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিমা দেখতে যাওয়া ভক্তদের প্যান্ডেলে যেতে হচ্ছে আর্চওয়ের ভেতর দিয়ে।

আর পূজামণ্ডপের জন্য করা প্যান্ডেলের ভেতরে ঢাকঢোলের তালে কাঁসর ও ঘণ্টা বাজানো হচ্ছে। দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নত করে ভক্তরা প্রণাম করছেন। অনেকে হাত জোড় করে প্রার্থনা করছেন। প্রার্থনা শেষে পুরোহিতের কাছ থেকে প্রসাদ নিচ্ছেন কেউ কেউ।

পুরান ঢাকা থেকে পরিবার নিয়ে বনানীতে এসেছেন অশোক বিশ্বাস। সঙ্গে দুই সন্তান ও স্ত্রী। দেবীকে প্রণাম করে তাঁরা পুরোহিতের কাছ থেকে প্রসাদ নিলেন। পরে তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা সবাই যে মিলেমিশে আনন্দে এই দেশে বাস করতে পারি, এটাই মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি। আমাদের এই দেশ আরও সুন্দর হোক, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে উঠুক। সবাই নিজ নিজ ধর্ম নির্ভয়ে চর্চা করতে পারুক।' বনানীতে আসার আগে তিনি ঢাকেশ্বরী ও রমনা কালীমন্দিরে গিয়েছেন বলে জানালেন।

অন্যদিকে প্যান্ডেলের বাইরে দেখা গেল উৎসবমুখর পরিবেশ। মানুষেরা দলে দলে মণ্ডপে যাচ্ছিলেন। কারও সঙ্গে পরিবার-স্বজন, কেউ আবার বন্ধুবান্ধব মিলে প্রতিমা দেখতে এসেছেন। এ সময় পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হলে নমস্কার জানিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় সেরে নিচ্ছিলেন। এরই মধ্যে কেউ ছবি, কেউ সেলফি তুলছিলেন।

মহাসপ্তমীর আয়োজন নিয়ে বনানী পূজামণ্ডপের পুরোহিত পণ্ডিত সুনীল চক্রবর্তী *প্রথম আলো*কে বলেন, সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত নবপত্রিকা প্রবেশ করানো হয়। এ সময় দেবী দুর্গাকে স্নানের মাধ্যমে মন্দিরে প্রবেশ করানো হয়। পরে সপ্তমী বিহিত পূজা শেষে ভক্তরা মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছেন।

সুনীল চক্রবর্তী আরও বলেন, মায়ের কাছে সবারই চাওয়া আগামী এক বছর যেন পরিবার নিয়ে সুখে-শান্তিতে, আনন্দে থাকতে পারে। যাতে কোনো প্রকার আপদ-বিপদ না আসে, দুর্ঘটনা না ঘটে। তবে এ বছর ভোরে পূজার সময় হওয়ায় দেবীকে ভক্তরা আরাধনা করার সময় কম পাচ্ছেন বলেও জানান তিনি।

বিকেলে বনানী মণ্ডপ পরিদর্শনে যান ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হাসান। তিনি বলেন, বিভিন্ন স্তরে নিরাপত্তাবলয় নিশ্চিত করা হয়েছে। দুর্গাপূজা ঘিরে কোনো ধরনের আশঙ্কা, ভয় ও চ্যালেঞ্জ নেই। এ দেশ সবার। এখানে সবার সমান সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে।

এ দেশ ঐতিহ্যগতভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ জানিয়ে ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, 'বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটেনি, এটা আমি বলব না। সব সময় বলে আসছি, যারা উপাসনালয়ে হামলা চালায়, যারা অন্যান্য ধর্মের বাড়ি নষ্ট করে দেয়, অনেক সময় এগুলো রাজনৈতিক কারণে হয়। ক্ষমতার যখন পালাবদল ঘটে, তখন এক দল অপর দলের ঘরে হামলা চালায়। এটা চালানো উচিত নয়।'

অনেক সময় ভুল-বোঝাবুঝি ও গুজব তৈরির মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করা হয় জানিয়ে ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, 'আপনারা নিজ নিজ ধর্ম পালন, ধর্মীয় অনুশীলন চর্চা করবেন। কোনো আশঙ্কা করলে নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রে, স্থানীয় থানায় জানাবেন। সে যে দলের হোক, যে মতের হোক, আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান করা হবে।' অতীতেও যারা উপাসনালয়ে হামলা করেছে, ওই অপরাধীদের ধরে এনে বিচার করতে হবে বলেও জানান তিনি।

হৃদয়কে বড় করার আহ্বান জানিয়ে ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, 'আমি মুসলমানের যেমন ধর্ম উপদেষ্টা, আমি হিন্দুরও, বৌদ্ধেরও, খ্রিষ্টানেরও ধর্ম উপদেষ্টা।'

বাজার পরিস্থিতি

সবজির চড়া দামে অস্বস্তিতে ক্রেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দুই সপ্তাহের ব্যবধানে বাজারে প্রায় সব ধরনের সবজির দামই কমবেশি বেড়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশ সবজি বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকার আশপাশে। এ ছাড়া কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ, বিভিন্ন ধরনের মাছ, ব্রয়লার মুরগি ও ফার্মের মুরগির ডিমের দামও আগের তুলনায় বেশি।

বিক্রেতারা জানান, বাজারে বর্তমানে চাহিদার তুলনায় সবজির সরবরাহ কম। এ কারণে দাম বেড়েছে। আর হঠাৎ করে সবজি, ডিম ও মুরগির দাম বেড়ে যাওয়ায় অস্বস্তিতে পড়েছেন গ্রাহকেরা। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর শেওড়াপাড়া, আগারগাঁও তালতলা, মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট ও নিউমার্কেট কাঁচাবাজার ঘুরে ও বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।

মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে গতকাল সকালে ঢুকতেই সবজির বাড়তি দামের আঁচ পাওয়া গেল। দাম নিয়ে এক সবজি বিক্রেতার সঙ্গে তর্কে জড়ান স্থানীয় বাসিন্দা নুরুল করিম। তিনি সেখান থেকে ১৪০ টাকা দরে আধা কেজি বরবটি ও ১৫০ টাকা দরে এক কেজি বেগুন কিনেছেন। নুরুল করিম বলেন, এক সপ্তাহ আগেই বেগুন ও বরবটির দাম ১০০ টাকার আশপাশে ছিল।

গতকাল বাজারভেদে করলা, ঝিঙা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গা, পটোল, ঢ্যাঁড়স ৮০-১০০ টাকায়; কাঁকরোল ১০০-১২০ টাকায়; বরবটি ১৩০-১৪০ টাকায়, ধরনভেদে বেগুন ১০০-১৬০ টাকায় ও টমেটো ২৬০-২৮০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। সবজির মধ্যে ৫০ টাকার নিচে দাম রয়েছে পেঁপের, কেজি ৪০ টাকা। অবশ্য কারওয়ান বাজারের মতো বড় বাজারে সবজির এ দাম আরও কিছুটা কম।

এদিকে দুই সপ্তাহ আগেও বাজারে ১৮০-২২০ টাকা কেজি দরে কাঁচা মরিচ কেনা যেত। গতকাল খুচরা বাজারে সর্বোচ্চ ৩২০-৩৫০ টাকায় মরিচ বিক্রি হয়েছে। মাঝখানে মরিচের দাম ৫০০ টাকাও ছুঁয়েছিল। বাজারে ধনেপাতার দামও চড়া; প্রতি কেজি ৪০০-৫০০ টাকা। এ ছাড়া কলমিশাক, লালশাক, ডাঁটাশাক, পুঁইসহ বিভিন্ন শাকের দামও (মুঠি) ১০-১৫ টাকা করে বেড়েছে। মসলা পণ্যের মধ্যে পেঁয়াজের দাম কেজিতে পাঁচ টাকা বেড়েছে। গতকাল খুচরা পর্যায়ে প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজ ১২০-১২৫ টাকায় ও আমদানি করা পেঁয়াজ ১০০-১১০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এ ছাড়া আদা, রসুন ও আলুর দাম আগের মতোই রয়েছে।

মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটের সবজি বিক্রেতা আব্বাস আকন্দ বলেন, 'বেশি দামের কারণে গ্রাহকেরা আগের তুলনায় কম পরিমাণে সবজি কিনছেন। আর বিক্রি যত কম হয়, আমাদের লাভের পরিমাণও কমে যায়।'

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ পূর্ব নয়াটোলাতে আবুল হোটেলের পিছনে ৩ বেডের ১০৩০-১২৪৫ বর্গফুটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট কিস্তিতে বিক্রয়। মোবাইল: ০১৭১৩৫০২৪৭৬, ০১৭১৩৫০২৩৯২। মো.বু-৬০১১৩৬

✱ আফতাব নগর আবাসিকে এইচ ব্লকে ১৬৭৫-১৭০০ ও এম ব্লকে-১৫০০ বর্গফুটের নির্মানাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। ০১৭০৪১৭০০৭৬,০১৭০৪১৭০০৭৭। মো.বু-৬০১১২৯

✱ মোহাম্মাদীয়া হাউজিং লি., নবোদয়, বাইতুল আমান হাউজিং লি. ও আদাবরে কর্ণার ও দক্ষিণমুখী (৮৯০-১৮২০ ব.ফু.)-এর ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮১০০৩২৫১০,০১৮১০০৩২৫০৭। মো.বু-৬০১১৪১

✱ কলাবাগান, পান্থপথ, পূর্ব রাজাবাজার, খিলক্ষেতে অবস্থিত নির্মাণাধীন ১৩০০-২৪০০ বর্গফুটের কিছুসংখ্যক ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। মোবা: ০১৭১১-২১৮৪১৫,০১৭৮৩-৮৩৮৩৭২। সি-৬০১২৩৫

✱ আকর্ষণীয় মূল্যে উত্তরা দক্ষিণখান নন্দাপাড়ায় ১৩০০ ও ১২০০ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট ও ২৫০০ বর্গফুটের ছাদ বিক্রয়। মোবাইল: ০১৭৯৯-৭৭৭২৪৪। মো.বু-৬০১১৪২

✱ হাতিরপুল ইষ্টার্ন প্লাজার সন্নিকটে ১৬১০ বর্গফুটের স্বল্পব্যবহৃত দক্ষিণমুখী ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। একদাম ১ কোটি ৩৫ লাখ। মোবাইল: ০১৭৬২১২৩৫০০, ০১৭১২৩৭২৩৫০। সি-৬০১০৩৮

✱ শ্যামলী ও মোহাম্মাদপুর রিং রোড-সংলগ্ন মাহাম্মদিয়া হাউজিং লি. ও নবোদয় হাউজিং লি. এবং আদাবরে ৮৯০-১৮২০ ব.ফু. দক্ষিণমুখী প্রায় রেডি/নির্মানাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা: ০১৮১০০৩২৫১৪, ০১৮১০০৩২৫১১। মো.বু-৬০১১৩৮

✱ গুলশান-১ নম্বরে লেকের কাছে ২৬৫০ বর্গফুট ফ্ল্যাট দুইটি পার্কিংসহ বিক্রি হবে। যোগাযোগ: ০১৬৭০৭৬৫২৫৭। ডি-৬০১০০৪

✱ উত্তরা ১৭নং সেক্টরে, মেট্রোরেল স্টেশন-২, সংলগ্ন ১৮৭৬ বর্গফুটের ৩ বেড ড্রইং ডাইনিংসহ সিঙ্গেল ইউনিট ফ্ল্যাট। ০১৮৯৬২৬২৫৮১। ডি-৬০১৪৫৬

✱ ইষ্টার্ন হাউজিং বনশ্রী জি-ব্লকে মেইন রোডের সন্নিকটে ১২৪১ ও ১২৭৪ বর্গফুটের ৩ বেড ড্রইং ডাইনিংসহ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৪৩৩৩৫৯৯৯। ডি-৬০১৪৫৮

✱ ইষ্টার্ন হাউজিং আফতাবনগর এফ ও এইচব্লকে ১৬৮০ ও ১৩৪৮ বর্গফুটের ৪/৩ বেড ড্রইং-ডাইনিংসহ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল: ০১৮৯৬২৬২৫৮৩, ০১৮৯৬২৬২৫৮৪। ডি-৬০১৪৬০

পাত্র চাই

✱ অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকারের মেয়ে, ঢাকায় স্থায়ী, জন্ম ১৯৯৬, উচ্চতা ৫'-৪", মাষ্টার্স (ব্র্যাক), দেশ/বিদেশের পাত্র চাই। সরাসরি অভিভাবক: ০১৭১০-২৯৬৭৪৬। মো.বু-৬০১১৪৩

✱ ফার্মেসীতে মাষ্টার্স পাস মেয়ের, (২৯+৫'-৪") জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার পাত্র চাই। যোগাযোগ: ০১৭৭১-৪৬১৯৯৭। মো.বু-৬০১১৪৪

✱ উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা (২৯-৫'-১") অর্থনীতিতে মাস্টার্স পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। ০১৭৭৭৫৫৫৭৭৭। ডি-৬০০৮৫১

✱ আর্জেন্ট পাত্র চাই। ঢাকায় স্থায়ী বসবাসরত সুন্দরী ধার্মিক নামাজি বিএ ৫'-৩"-৪০ বছর ডিভোর্সী নিঃসন্তান পাত্রীর জন্য ঢাকায় বসবাসরত পাত্র চাই। সরাসরি অভিভাবক হোয়াটসঅ্যাপ নং: ০১৭১০৯১৩০৩৬। সি-৬০০৮৫৭

✱ সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাইভেট ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার সম্ভ্রান্ত পরিবারের ঢাকায় সেটেল্ড এমবিএ ঢাবি (২৮-৫'-৪") সুদর্শনা পাত্রীর জন্য ঢাকায় সেটেল্ড যোগ্যতাসম্পন্ন চাকরিজীবী প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (ব্যাংকার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার, সরকারী/বিসিএস অফিসার, বিদেশী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী) নো-মিডিয়া সরাসরি পিতা: ০১৬৮২-০৭৪৭৫৮। সি-৬০১০৮৬

✱ সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারের এমবিবিএস সরকারি মেডিক্যাল, এফসিপিএস ২য় পার্ট, (৫'-১"), বয়স ৩৩ সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি মেডিকেল হতে পাস করা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার/সমপর্যায়ের যোগ্য পাত্র চাই। নোমিডিয়া, যোগাযোগ অভিভাবক: ০১৩০৬৩৪৩৩৩০ (হোয়াটসঅ্যাপ) সি-৬০১১১২

✱ সম্ভ্রান্ত পরিবারের মাষ্টার্স কমপ্লিট সুন্দরী পাত্রীর (২৯-৫'-১") জন্য দেশ/বিদেশের বিনয়ী ও যথোপযুক্ত পাত্র চাই। (নো-মিডিয়া) সরাসরি বাবা # ০১৯৭৩৬৮৫৯৯২। সি-৬০১২৫৯

✱ লেকচারার বিইউপি বিএসসি, এমএসসি ঢাবি, উচ্চশিক্ষিত ছোট পরিবার। ঢাকায় সেটেল্ড (২৬-৫'-৪") সুন্দরী পাত্রীর জন্য ঢাকা বেইজড উচ্চশিক্ষিত পাত্র। ০১৭০৬৩১৯৩৩১। ডি-৬০১৩১০

✱ পিআর কানাডা, কর্মস্থল যুক্তরাজ্য, ডাক্তার এমআরসিএম (ইউকে) (৩১+৫'-২") ডাক্তার অগ্রগণ্য, ইঞ্জিনিয়ার, পিএইচডি গ্রহণযোগ্য। বাবা: ০১৯৩৭১৬০১৭২ (হো.অ্যাপ) ডি-৬০১৩০৭

✱ বিএসসি ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বুয়েট/উচ্চশিক্ষিত পরিবার। ঢাকায় কর্মরত সুন্দরী (২৫-৫'-৪") পাত্রীর দেশের/বাহিরের পাত্র। ০১৭৮৭৫১১৭১৭। rubelshisha31@gmail.com ডি-৬০১৩০২

✱ সরকারি প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা (উচ্চতা ৫'-৫", বয়স-২৯, ফর্সা) পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। যোগাযোগ পিতা: ফোন: ০১৭১১২৬৬৩৫১ (হোয়াটসঅ্যাপ) ডি-৬০১৩০১

✱ আইইএলটিএস উত্তীর্ণ মাষ্টার্স (ঢাবি) এসএসসি-২০০৭ (৫'-২") পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র আবশ্যক। অভিভাবক: ০১৭২৯০৯৬৮০৪। ডি-৬০১৩১৮

✱ ঢাকায় স্থায়ী ব্যাংকার পাত্রীর (২৯), মা-বাবাও ব্যাংকার, সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ফর্সা (৫'-৬") পাত্রীর জন্য উপযুক্ত ব্যাংকার/ ইঞ্জিনিয়ার/ প্রবাসী পাত্র। অভিভাবক- ০১৭৭৮-৫৪৬০৮৮। টিবু-৬০১৩৫০

✱ প্রকৌশলী পিতার কন্যা। ঢাকায় বসবাসরত। বিবিএ, এমবিএ, ঢাবি। বেসরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। শর্ট ডিভোর্সড। বয়স: ৩৫। অভিভাবক: ০১৭৯৬০৮৫২৬১। টিবু-৬০১৩৪০

✱ এমএ পাস, ৩৭ বছরের সংসারমনা পর্দানশীল মুসলিম মহিলার প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। এ. কবির, শ্যামলী। ০১৭১১৩৪৩৪৫৫। ডি-৬০১৩৪৬

✱ আমেরিকার সিটিজেন, বিবিএ কমপ্লিট, মাল্টিন্যাশনালে চাকরিরত আমেরিকায়। বাবা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, (৩০-৫'-৩") ডিভোর্স পাত্রীর (আর্জেন্ট) # ০১৯৪২-৯৩০৪২২। সি-৬০১২২৮

✱ ঢাকায় স্থায়ী সরকারি কলেজের অধ্যাপক পিতা-মাতার কনিষ্ঠ কন্যা (২৭+৫'-৩") জা.বি, বিবিএ, এমবিএ, সুশ্রী, নামাজি পাত্রীর জন্য ডাক্তার, প্রকৌশলী, বিসিএস উপযুক্ত নামাজি পাত্র চাই। সরাসরি অভিভাবক (নো মিডিয়া) # ০১৭২৫-০৬২২৬৩। সি-৬০১২৩০

✱ এমবিবিএস, এফসিপিএস পার্ট-১ ডাক্তার (৫'-৩"-২৭) ঢাকায় সেটেল্ড পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। ঢাকা ও উত্তরবঙ্গ অগ্রাধিকার। অভিভাবক: ০১৮১০-৮৮৯২২৭। সি-৬০১২২০

✱ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত সিটিজেনশিপ, শর্ট ডিভোর্সি উচ্চশিক্ষিত পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, অনূর্ধ্ব ৪৫ (১টি সন্তানে অনাপত্তি) পাত্র চাই। অভিভাবক # ০১৭৮৫-৭৯৬৬৩৫। সি-৬০১২২১

✱ শিক্ষিত চাকরিজীবী, ছোট ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মাস্টার্সে অধ্যয়নরত পাত্রীর (২৩-৫'-২") জন্য মধ্যবিত্ত পরিবারের মার্জিত পাত্র চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/বিসিএস প্রশাসন/স্বাস্থ্য/আর্মি অফিসার অগ্রগণ্য। বাবা: ০১৭৮৯-৩৬৫০১৬। সি-৬০১২২২

✱ ইউএসএ সিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং রানিং শর্ট ডিভোর্সি বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর কন্যা (২৬-৫'-৬") পাত্রীর পাত্র চাই। অভিভাবক: ০১৮২৯-৪৩৮৫৩৯, ০১৮৫৫-৯২৪০৮০। সি-৬০১২২৩

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ ঢাকার বিভিন্ন লোকেশন, ৬০ ফিট রোডে ১৫১০/১৩৪০, উত্তরায় ১৮৫০, বসুন্ধরায় ১৭১০, মেট্রোরেল পল্লবী স্টেশনের কাছাকাছি ১৬৫০/২১০০ ব.ফুটের নির্মাণাধীন/প্রায় রেডি। স্টারলিট হোমস লিমিটেড। ০১৬২৮৮৮৬৬৬৮। সি-৬০০৭৮০

✱ বসুন্ধরা ডি ব্লকে সেমি-ফেয়ারফেস সিঙ্গেল ইউনিটের ২০৫০ বর্গফুটের নির্মানাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। ০১৭০৪১৭০০৭৭, ০১৭০৪১৭০০৭৬। মো.বু-৬০১১৩৪

✱ পশ্চিম রামপুরা উলনে ভূমি মালিকের নির্মিত ১০০% রেডি ১২৯০ বর্গফুট (৩ বেড, ৩ বাথ, ড্রয়িং-ডাইনিং) ৩০ ফুট রাস্তার দিকে ৪র্থ তলায় (৯১ লক্ষ)। নো-ব্রোকার # ০১৩১৭২৭১৭০৮। ডি-৬০১৩০৬

✱ সাভার ডিওএইচএস ১৩৯০, গেন্ডারিয়ায় ৭৮৫, ৯৮৫, ওয়ারীতে ৯৮৫ ও উত্তরায় ১৬৭০ বর্গফুট ফ্ল্যাট বিক্রয়। # ০১৮২৯-৪৩১০৩৯, ০১৭৩৪-২০৯৯৯৮। সি-৬০১২৩৩

✱ আশুলিয়ায় ২৪ শতাংশ ও বর্ধিত পল্লবী মিরপুরে ৪ কাঠা জমি ও উত্তরা ১৮ নম্বর সেক্টরে রাজউক অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্পে ১টি ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। মোবা: ০১৯৩৪-৬১৬০৮৭,০১৬৭৭-৯৭৪৬৯৩। সি-৬০১২৩৪

✱ উত্তরা ১০ নম্বর সেক্টরের ১১ রোডে পার্কিং ছাড়া ১৪০০ বর্গফুটের ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। যোগাযোগ: ০১৬৭৭-৯৭৪৬৯৩। সি-৬০১২৩১

✱ তাজমহল রোড মোহাম্মদপুরে ১৬০০ বর্গফুটের ৩ বেডের লাক্সারিয়াস ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। রিহ্যাব মেম্বার। যোগাযোগ: ০১৭৮৮৩২৭৯২৮। ডি-৬০১২৬৯

✱ ধানমন্ডি কেয়ারি প্লাজার পাশে ১৯২০ বর্গফুটের ৩ বেডের সুইমিংপুলসহ লাক্সারিয়াস ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। রিহ্যাব মেম্বার। # ০১৭৮৮৩২৭৯২৮। ডি-৬০১২৭০

✱ বনশ্রী জি-ব্লক ৩ নং রোডে দক্ষিণমুখী নির্মাণাধীন ভবনে সর্বোচ্চ মূল্য ছাড়ে ৪ বেডরুমের ফ্ল্যাট বিক্রি চলছে। যোগাযোগ: ০১৮৯৬০৮৮৮০৪, ০১৮৯৬০৮৮৮০৫। খিলবু-৬০১৪১৩

✱ শ্যামলীতে অবস্থিত সাততলা ভবনের ৭ম তলায় ১১১৫ বর্গফুটের পাশাপাশি দুটি ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। ফোন: ০১৬৭৮৭৪৬৯৪৮। টিবু-৬০১২৬৬

✱ উত্তরা ৬নং সেক্টরের ১নং রোডে ২৪০০ বর্গফুটের ৪ বেডের নির্মাণাধীন দক্ষিণমুখী সিঙ্গেল ইউনিট অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয়। মোবাইল: ০১৭১৩-০৭৭৮৮৬, ০১৭১৩-০৭৭৮৮৫। টিবু-৬০১২৭১

✱ বসুন্ধরা বারিধারা আ/এ, আই-ব্লকে ওয়ালটন অফিসের সন্নিকটে ১৭০০-২৩৫০ ব.ফুটের নির্মাণাধীন বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় হইবে। মোবাইল: ০১৭১২-০০৫৬৩৩। টিবু-৬০১২৮০

পাত্র চাই

✱ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সুশ্রী কন্যা (এসএসসি-২০২৪, ৫'-২") অস্ট্রেলিয়ায় (ব্রিজবেন) মাস্টার্স (সাইবার সিকিউরিটি) অধ্যয়নরত। অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত উপযুক্ত পাত্র চাই। অভিভাবক-০১৩২৭৮০৮৪৪৬। ডি-৬০১২৯৮

✱ মেয়ে এমবিবিএস ডাক্তার বাবা মা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার (৫'-১", প্রা.মে.ফর্সা, সুন্দর), ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস কর্মকর্তা পাত্র চাই। সরাসরি অভিভাবক: ০১৫৫১১৯২৭৫৪, সিভি পাঠান, care.satbd@gmail.com ডি-৬০১৪৩১

✱ ঢাকায় স্থায়ী, প্রতিষ্ঠিত পরিবারের উচ্চশিক্ষিত, দ্বীনদার, পর্দানশীল, বয়স-২৭, (৫'-২") ফর্সা, পাত্রীর জন্য কোরআনে হাফেজ বা সহীশুদ্ধ কোরআন পড়া, সুন্নতি দাড়ি, মেধাবী, উচ্চশিক্ষিত দ্বীনদার পাত্র চাই। মোবাইল-০১৯৭১৮৬৪১৭৪, হোয়াটসঅ্যাপ: ০১৯৩৬১৫৭১৬৩। ডি-৬০১২৭৫

✱ সি,এ (ইউকে) ইউএনডিপি ঢাকাতে কর্মরত সুশ্রী নামাজি পাত্রীর জন্য সুদর্শন (ডিভোর্স চলবে) ৩২-৩৮ নন-স্মোকার (ঢাকা বিভাগ অগ্রাধিকার) নামাজি পাত্র আবশ্যক। সরাসরি নো-মিডিয়া (শর্তসাপেক্ষ মিডিয়া) ০১৯৭০০৮৯২২৩,০১৯৮৫৫৫৩৩৬৫ (হোয়াটসঅ্যাপ)। ডি-৬০১২৭৮

✱ ঢাকায় স্থায়ী কর্মকর্তার একমাত্র কন্যা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার কম্পিউটার (৫'-৩"-৩৪) মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে প্রিন্সিপাল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। সরাসরি-০১৩২৫৬৯৭৪৮১। ডি-৬০১২৬৫

✱ ব্যবসায়ী বাবার অনার্স (২৩-৫'-৫") অভিজাত সুন্দরী পাত্রীর জন্য আর্মি নেভি বিমান বা অন্যান্য পাত্র। কান্তা আপা # ০১৯৭১৮৬০২৬১, ০১৭১১৮৬০২৬১। খিলবু-৬০১৪১৮

✱ শিক্ষিত, ভদ্র পরিবারের মাস্টার্স (৫'-২") ফর্সা,নামাজি (লেটম্যারিজ) (বয়স-৪৫) পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (ডিভোর্স/বিপত্নীক চলবে) (ইস্যুবিহীন অগ্রগণ্য) মিডিয়া নয়। সরাসরি # ০১৮৬৬৩৩৩৪৬৯ (অভিভাবক) ডি-৬০১৩৯২

✱ ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত। সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবার। আর্কিটেক্ট (বুয়েট) স্বনামধন্য কোম্পানিতে কর্মরত (৩০+৫'-৩") পাত্রীর পাত্র চাই। অভিভাবক যোগাযোগ: ০১৭০৬৬৮৭১৪৪। সি-৬০১৩৬৮

✱ ঢাকার স্থানীয় মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের শিক্ষিকা (এমএ, বিএড) (৩৫+৫'-৫") মার্জিত স্মার্ট পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র সরাসরি-০১৭৯৬৬২৫১০০। mohanallah56408@gmail.com ডি-৬০১৩৮৬

✱ বিএসসি সিভিল বুয়েট, লেকচারার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, ঢাকায় সেটেল্ড (২৪+৫'-৩") সুন্দরী পাত্রীর দেশের সিটিজেন পাত্রের অভিভাবকগণ যোগাযোগ-০১৭২৭২৭১০০০। যাবু-৬০১৩৬০

✱ ঢাকায় স্থায়ী ইংরেজিতে মাস্টার্স (৩৪+৫'-৩") ফর্সা হাজী নামাজি পাত্রীর নো-মিডিয়া। অভিভাবক-০১৭৪৭০৯৬১৮৪। সি-৬০০৭৯৪

✱ পাত্রী ধার্মিক (৩০+৫'-৪") এমবিবিএস, এফসিপিএস (১), ইউএসএমএলই(৩) পাস সমপর্যায়ের পাত্র আবশ্যক। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত। # ০১৮৭৩৬৩২১৩৪, +৭১৮২০৮৬৪৬৩। a.h.c1chotmail.com ডি-৬০০৩৮৩

✱ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা (১৯৯৫, ৫'-১") সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র সরাসরি। # ০১৮৭৭৬৫৬৫৭৫, ০১৭৩৭৭২৯০৭৭। bdmail77@gmail.com ডি-৬০০৯৬৮

✱ মেয়ে লন্ডন প্রবাসী অধ্যয়নরত। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিজীবী লন্ডনে স্থায়ী। ফর্সা ৫'-৪" জন্ম ১৯৯৩। সুদর্শন যোগ্য পাত্র চাই। নো-মিডিয়া অভিভাবক যোগাযোগ করুন। সিভি ছবিসহ। # ০১৭৭২৩৬৫৫৯৭। emdadul9664@gmail.com ডি-৬০১০৭৪

✱ সচিবের কন্যা, বিএসসি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় (২৫+৫'-৫") ম্যাল্টিন্যাশনালে চাকরিরত। সাবেক সচিবের কন্যা, অনার্স-মাস্টার্স (ঢাঃবিঃ) (২৮+৫'-৪") সুদর্শন পাত্রীদ্বয়ের। # ০১৭৫১৭৭৫০১১। ডি-৬০১০৭০

✱ ঢাকায় স্থায়ী (ঢাবি) হতে M.S. ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে কর্মরত লম্বা, সুন্দরী পাত্রীর (এসএসসি-২০০০, ৫'-৫") জন্য ঢাকায় স্থায়ী, উচ্চশিক্ষিত, লম্বা পাত্র চাই। সরাসরি-০১৭৭১২৩৮৪৬৬। সি-৬০১১১৪

✱ ঢাকায় সেটেল্ড ডঃ পিতার সুন্দরী কন্যা, মাস্টার্স, মাল্টিন্যাশনাল কর্মকর্তা (৫'+৪"+৪০) পাত্রীর ডিভোর্স বিপত্নীক চলবে। কর্মজীবী পাত্র। # ০১৭৪৪২৭৮২৭২। ডি-৬০১৪২৩

✱ সদ্য পাসকৃত এমবিবিএস, ইঞ্জিনিয়ার, বিবিএ, ট্যালেন্টেড সুদর্শনাদের দেশের/বিদেশের উপযুক্ত। 'গুলশান মিডিয়া' বাড়ি-১৩, রোড-৯, গুলশান-১। ৫৮৮১৪০৪৪,০১৫৫৬৫৯০৮৮৪, www.gulshanmedia.net। ডি-৬০১৪৪১

✱ শিক্ষিত পরিবারের (ও/এ লেভেল) (৫'-৫.৫", ২৯+) সুশ্রী লেকচারার পাত্রীর উচ্চশিক্ষিত উপযুক্ত পাত্র চাই। (হোয়াটসঅ্যাপ: ০১৭৩৩১৬১৯৮৪, নোমিডিয়া। ডি-৬০১৪৬৭

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ উত্তরা ১ নং সেক্টরে ২০৩৭ ও উত্তরা ১০ নং সেক্টরে ১০৬৫, ১১৭৯, ১৮৫০, ১৯১০ ব.ফু. নির্মাণাধীন ও আদাবরে ১১৪৩, ১২২৯ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭০৮১৪৬৩৭৫, ০১৭০৮১৪৬৩৭৬। ডি-৬০১৪০২

✱ উত্তরা ও মেট্রোরেল লাইন ৬ এক্সটেনশনের সন্নিকটে টঙ্গী আনারকলি রোডে আধুনিক কনডোমিনিয়াম প্রকল্পে ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। এখানে রয়েছে সুইমিংপুল, জিম, ছাদবাগান ও নাগরিক জীবনের অন্যান্য সকল সুবিধাদী। মোবা: ০১৩৩২৮০৭০৯৪, ০১৮১৯৮১৫৯৩৭। ডি-৬০১০৮১

✱ ১৮৭২ বর্গফুট (৬ তলা), তিন বেডরুমের, সুইমিংপুল, বাচ্চাদের খেলার মাঠ সুবিধাসহ ফ্ল্যাট বিক্রয়, বিজয় রাকিন সিটি, মিরপুর-১৩। মোবাইল: ০১৯৭০-৫৫৫৫৪২। টিবু-৬০১১০৩

✱ ধানমন্ডি ৮/এ কেয়ারী প্লাজার পাশে সুনামধন্য কোম্পানির ১৯৯০ ব.ফু. পার্কিংসহ ৯ তলায় সামনে কর্নার সাইডে ইন্টেরিয়রকৃত তিতাস গ্যাসসহ ব্যবহৃত ফ্ল্যাট। ০১৭১৯৭৭৩৯৯৩। সি-৬০১৩২৩

✱ এখনই বসবাস উপযোগী কন্ডমিনিয়াম প্রকল্পে, প্রধান রাস্তা-সংলগ্ন আকর্ষণীয় লোকেশনে, আদাবর, মনসুরাবাদ হাউজিং এ সকল আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় এবং অত্যাধুনিক ফিটিংস্ (বাগান করার জায়গাসহ) ১০০% রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে। সাইজ: ১৩০০, ১৪৬০ বর্গফুট। যোগাযোগ: ০১৭৬২৬৮৫১২৪, ০১৭৬২৬৮৫১২৩। সি-৬০১৩৩৬

✱ ধানমন্ডি ২৮ নং (পুরাতন) রোডে ২৮৫০ ব.ফু. পার্কিংসহ ৬ তলা ভবনের ৩য় তলার সামনে ৪ বেডের সম্পূর্ণ রেনোভেশন ও ইন্টেরিয়রকৃত ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৪৮৫৫১১০। সি-৬০১৩২৪

✱ বসুন্ধরা সি-ব্লকে আকর্ষণীয় লোকেশনে ১৮৫০ (রেডি) এবং ১৯২৫-৩৯০০ (প্রায় রেডি) বর্গফুটের অত্যাধুনিক ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে। ০১৭৩০৩১২৫৭৭, ০১৭৩০৩১২৫৭৮। ডি-৬০১৩৫৬

✱ বারিধারা ডিপ্লোম্যাটিক জোনে স্বল্প ব্যবহৃত ২৯৫০ বর্গফুটের ৪ বেডরুমের দক্ষিণমুখী ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭১১৪৭৩১৭৩। ডি-৬০১৩৫১

✱ আকর্ষণীয় মূল্যে বসুন্ধরা, জলসিঁড়ি, মোহাম্মদপুর, পূর্বাচল, ময়নারটেক, আশকোনা, বাড্ডাসহ অন্যান্য এলাকায় ফ্ল্যাট/জমি/বাড়ি ক্রয়/বিক্রয়। ফাইন হোমস লি.। মোবা: ০১৭০৬৩১৪১০১, ০১৭০৬৩১৪১০৫। ডি-৬০১৩৫২

পাত্র চাই

✱ ঢাকায় সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার বাবার ১ কন্যা জন্ম ২২-১০-১৯৯৫, এসএসসি ২০১২ (২৮-৫'-৬") সুন্দর সুদর্শনার ডাঃ/মেধাবী উপযুক্ত পাত্র। (হো.আ.) ০১৩১৯-৪০১৩৩৮। সি-৬০১২৫২

✱ যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্র্যান্ট নামাজী সুশ্রী চাকরিজীবী (বিবিএ) কন্যার (৫'-১"-২৮) জন্য যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত উপযুক্ত মুসলিম পাত্র আবশ্যক। অভিভাবক সরাসরি: ০১৮৬৯৭৬১৩১৮। সি-৬০১২৪৭

✱ ঢাকায় সুপ্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত পরিবারের ইংরেজিতে অনার্স-মাস্টার্স ফর্সা সুদর্শনা (২৯-৫'-৪") নামাজি পর্দানশীলা পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র। সরাসরি-পিতা। # ০১৯৪৫৬৭৮৬৫৬। shamim1959ahmed@gmail.com সি-৬০১২৫১

✱ অভিজাত এলাকায় স্থায়ী উচ্চশিক্ষিত পরিবারের এমবিএ ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ার মাস্টার্সে অধ্যয়নরত সুন্দরী ৫'-৪" পাত্রীর জন্য পিএইচডি প্রাপ্ত পাত্র আবশ্যক। সরাসরি: ০১৯৯৬৪০৯১৬৯। ডি-৬০১৪৫০

✱ বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা। ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত ছোট পরিবার (২৭-৫'-৩") সুন্দরী ডাক্তার পাত্রীর পাত্র চাই। ০১৭২৫-২৪০৩৫০। ডি-৬০১৪৪৬

হিন্দু পাত্র চাই

✱ ২০২০-এ এমবিবিএস, লন্ডন থেকে প্ল্যাব-২ উত্তীর্ণ ও বর্তমানে শিশুরোগ বিষয়ে উচ্চশিক্ষারত (এমআরসিপিএইচ, পার্ট-৩ অধ্যয়নরত) ইংল্যান্ডে রেজিস্টার্ড ডাক্তার পাত্রীর জন্য উপযুক্ত হিন্দু ডাক্তার পাত্র চাই (ব্রাহ্মণ অগ্রগণ্য) অভিভাবক: ০১৮১৯৪২৫৩০২,০১৭৩২৬০৫৭৯১। সি-৬০০৩৬১

✱ আমেরিকাতে জন্মগ্রহণকারী বাংলাদেশী মা-বাবার একমাত্র কন্যা (৫'-৩" এমএসসি চাকরিরত) দেবনাথ পাত্রীর জন্য আমেরিকা বা বাংলাদেশে বসবাসরত উপযুক্ত হিন্দু পাত্র চাই। অসবর্ণে আপত্তি নাই। যোগাযোগ: ১৬৪৬-৬৫১-২৭৬১, ০১৭-৩১৩১-৭৩৩৩ (হোয়াটসঅ্যাপ) ডি-৬০১১১৩

✱ মা অধ্যাপক (ডা.), পিতা ফার্মাসিস্ট, ঢাকায় স্থায়ী (৩২-৫'-২"), ইংল্যান্ডে রেজিস্টার্ড ডাক্তার হিসাবে পোর্টস মাউথ হসপিটালে (সরকারি হাসপাতাল) কর্মরত সুন্দরী, ফর্সা, ব্রাহ্মণ পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। তবে অসমবর্ণে আপত্তি নেই। বাবা-০১৭১১৪৭৭১২৬। টিবু-৬০১৩৪১

✱ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দু রায় পরিবারের সুশ্রী সুন্দরী এমবিবিএস ডাক্তার (এসএসসি-২০০৮ইং) বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত পাত্রীর জন্য হিন্দু ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র চাই। সরাসরি যোগাযোগ করুন: ০১৮৮৬-৩০১৪৪১। সি-৬০১২২৯

✱ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার (এসএসসি-২০০৯-৫'-৪") ঢাকায় বেসরকারি ব্যাংকে চাকরিরত হিন্দু কায়স্থ সুশ্রী পাত্রীর জন্য বিসিএস, ক্যাডার, ব্যাংকার, সরকারি/বেসরকারি/মাল্টিন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত উপযুক্ত কায়স্থ পাত্র চাই। সরাসরি-০১৭৫৩১৯৭১০১। ডি-৬০১২৯৭

✱ এমবিবিএস ডাক্তার (২৮+৫'-২") ঢাকায় সেটেল্ড সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। বয়স অনূর্ধ্ব-৩৮ পাত্র, sensiblematch.com # ০১৭৫৩৮৩৬৮১১। ডি-৬০১২৬৩

✱ সরকারি মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক পিতা-মাতার হিন্দু ব্রাহ্মণ পাত্রী লাইফ সাইন্সের অষ্টম সেমিস্টার এর জন্য ব্রাহ্মণ বা অসমবর্ণের ডাক্তার / ইঞ্জিনিয়ার/ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা (২৫-২৬ বছর) আবশ্যক। যোগাযোগ: ০১৭৭০০১৬০৪৯/ ০১৩০৪১১৮২৯৯। সি-৬০১২৪৮

পাত্র-পাত্রী চাই

✱ প্রাইভেসি রক্ষা করে দেশে-বিদেশে উচ্চশিক্ষিত পাত্র-পাত্রী সন্ধানের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান "বিবাহবন্ধন" ম্যারেজ মিডিয়া। বিস্তারিত-www.bibahabondhon.com বাড়ি-৩১৩/এ, রোড-২১, ডিওএইচএস মহাখালী। ০১৭৯১৬৪৮৫৬৮। ডি-৬০১৩০৮

✱ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডার সকল ধরনের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ম্যাট্রিমনি-বাংলাদেশ-উত্তরা-হোম সার্ভিস। ০১৩১৫১৩১৩৫৭। ডি-৬০১৩৬৭

✱ আমেরিকার ডাক্তার, মেজর, ম্যাজিস্ট্রেট, মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ডাক্তার, শিল্পপতি ও এমবিএ সুন্দরীসহ সকল পাত্র-পাত্রীর প্রতিষ্ঠান। মোস্তফা স্যার-হোম সার্ভিস # ০১৭৭৭-৬৫৯৯০০। ডি-৬০১৪৪৭

হিন্দু পাত্রী চাই

✱ বিএসসি ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট। উচ্চশিক্ষিত পরিবার/পিএইচডিধারী ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া। আমেরিকায় কর্মরত গ্রীনকার্ডধারী (৩৩-৫'-৯") পাত্রের পাত্রী। ০১৭৩৫৪০৫৮৬৫। ডি-৬০১৩০৫

✱ হিন্দু কায়স্থ ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য কায়স্থ, অধ্যয়নরত/ চাকরিরত পাত্রী আবশ্যক। পাত্রের পিতা উচ্চপদস্থ ব্যাংক কর্মকতা ছিলেন। যোগাযোগ: ০১৭৭০০১৬০৪৯/০১৪০৪১১৮২৯৯। সি-৬০১২৪৯

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ সিদ্ধেশ্বরীতে ১৪৫৫ ব.ফু. নির্মাণাধীন, ১২৯৫-২৪১৪ ব.ফু. কমার্শিয়াল স্পেস, মালিবাগে ১২৪৯ ব.ফু. ও মগবাজার হাতিরঝীলমুখী ১২৮৭ ব.ফু. ফ্ল্যাট। ০১৭০৮১৪৬৩৭৬, ০১৭০৮১৪৬৩৭৭। ডি-৬০১৪০৩

✱ বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে জাতিসংঘ সড়কে মনোরম পরিবেশে তিন বেডের ৪৩৮১ ব.ফু. আকর্ষণীয় ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ: ০১৮৪৪৬০০৩৫৩,০১৮৪৪৬০০৩৫১। সি-৬০১৩২১

✱ ধানমন্ডিতে ৭/এ নং রোডে ২ পার্কিংসহ ২৮২০ ব.ফু. স্বল্প ব্যবহৃত ও ৬নং রোডে এ্যাসেটের ১২০০ বর্গফুট ৩ বেড ব্যবহৃত ফ্ল্যাট। ০১৭৯৩-৩১১৭৬১। ডি-৬০১৩৫৩

✱ মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন বাঁশবাড়ি মেইন রোড ও মোহাম্মদীয়া হাউজিং লিমিটেড, নির্মাণাধীন প্রায় রেডি ৩/৪ বেডের ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৩০-৪৬৪৩৩১। ডি-৬০১৩৪৮

✱ হাতিরঝিল লেক ড্রাইভ রোডে ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। মোবা: ০১৩০২৫৩৫৫২২। সি-৬০১৩১৫

✱ ডেভেলপারকে দেওয়ার মতো ৮.৫০ লক্ষ টাকায় জমির শেয়ার কিনে বিনা খরচে ১২০০ স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাটের মালিক হন। স্থান-বনগ্রাম (স্টেডিয়ামের পাশে), তেঘুরিয়া, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭১২৯৫৩৫৪৯। সি-৬০১০৯৩

✱ রাজউক পূর্বাচল সেক্টর-১০-১১-১৮-২৩-এ ৫, ৩, ৭.৫, ১০ কাঠা দক্ষিণমুখী বড় রোডে প্লট বিক্রয় হবে। মোবাইল: ০১৭৩৪২২৪৩০৭। ডি-৬০১০৯৪

✱ উত্তরা দক্ষিণমুখী ডুপ্লেক্স রেডি ফ্ল্যাট দ্রুত বিক্রয়। যোগাযোগ-০১৬১৬৯৯৯২১০। সি-৬০১০৭৮

✱ ৫ বিঘা জমিসহ ফার্নিচার/ইলেকট্রনিকস ফ্যাক্টরি করার মতো বিল্ডিং দ্রুত বিক্রয়। যোগাযোগ-০১৭৭৭৭৩৪৭১৪। সি-৬০১০৭৯

আবশ্যক

✱ দারোয়ান ও কাজের ছেলে আবশ্যক। বাসার জন্য দারোয়ান ও কাজের ছেলে আবশ্যক। সিকিউরিটি গার্ড কোম্পানি থেকেও যোগাযোগ করতে পারেন। যোগাযোগের ঠিকানা: ৮৬, নয়াপল্টন। ঢাকা-১০০০। # ০১৭১৫০০৭৩৯১। সি-৬০০৯৫২

✱ ড্রাইভার আবশ্যক। কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞ, অষ্টম শ্রেণি পাস, বাসায় থাকতে হবে, বয়স: কমবেশি ৩৫ বছর, বায়োডাটা ও ছবিসহ ২.০০টা-৪.০০টার মধ্যে যোগাযোগ করুন: লিটন, রোড-১১, বাড়ি-৫, ১৩তম তলা, ব্লক-জি, বনানী, ঢাকা। # ০১৭১১৪৩৫৬৩৭,০১৭২৯০৯৪৬৭৪। ডি-৬০১৪১৯

✱ এ লেভেলসের ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি পড়ানোর জন্য ম্যাপেললিফ, একাডেমিয়া, মাস্টারমাইন্ডের টিচার আবশ্যক। # ০১৭৫৫৬১৭৭৯৯, ০১৭১৫০৪২৬২৬। বাড়ি-৪৮, রোড-৩, জিগাতলা। ডি-৬০১৪২৯

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ উত্তরা ৪ নং সেক্টরে ১৬০৯, ১৮২৩, ২৭৮৫, ৩০১০ ব.ফু. নির্মাণাধীন ও উত্তরা ৩ নং সেক্টরে ৩১৭৫, ৪৩৯৩, ২১৭১, ৪৩৩৪, ৫৫৯৯ ব.ফু. কমার্শিয়াল স্পেস। ০১৭০৮১৪৬৩৭৭, ০১৭০৮১৪৬৩৭৮। ডি-৬০১৪০৪

✱ ধানমন্ডি ৫নং সড়কে ৩০০০, ২৩২৮ বর্গফুট এবং ১২ এ সড়কে ২২০০, ৪৪০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৮৪৪৬০০৩৫১; ০১৮৪৪৬০০৩৫৩। সি-৬০১৩২২

✱ ধানমন্ডি ১৬৩৫ বর্গফুট ৩ বেডের প্রাইম লোকেশনে পার্কিং গ্যাস সুবিধাসহ ব্যবহৃত ফ্ল্যাট জরুরি বিক্রয়। # ০১৭১৩৭৩১২০৯, ০১৭১৩৩৫৮৮৯১। ডি-৬০১০৩৩

✱ মোহাম্মদপুর থেকে মাত্র ৩.২ কিলোমিটার দূরত্বে ফ্ল্যাট শেয়ার কিনুন মাত্র ১৪ লক্ষ টাকায়। যোগাযোগ: ০১৭৯১০৪৮১২২। মহাবু-৬০১৪০৯

✱ বারিধারা ডিওএইচএস এ ১৩০০ এসএফটি ও ২৬০০ এসএফটি ২টি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। শুধুমাত্র ক্রেতাগণ যোগাযোগ করবেন। ০১৩১৮২৩৪৬৭৪। ডি-৬০১৪২৬

✱ মহাখালী ডিওএইচএস লেক ফেসিং লাক্সারিয়াস ২৮৮৯ বর্গফুট ও লেক রোডে ৩০২৫ বর্গফুট ও মহাখালী আরজত পাড়ায় পার্কিংসহ ৮২০ বর্গফুট ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৯৫৫১৫৩৭৫, ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬। ডি-৬০১৩৭৫

জমি বিক্রয়

✱ বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া থানাধীন ফুল্লশ্রী মৌজায় ৮০ শতাংশ উঁচু ভিটা বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: ০১৯৪০৩৮৪৬১৬। সি-৫৯৯২৬০

✱ জমির শেয়ার: উত্তরা ৫নং সেক্টরে ব্যাংকারদের সাথে ২০৫০ স্কয়ারফুট ফ্ল্যাটের জমির শেয়ার। ০১৭১১৯৭৫০৩৭, ০১৯১৪৩৩১৭২৪। ডি-৬০১৪৬৩

✱ ইষ্টার্ন হাউজিং এর আফতাবনগরে এম-ব্লকে ৩ কাঠা জমি বিক্রয়। যোগাযোগ: ০১৯১৭০২১৭৮৩। ডি-৬০১৩১১

✱ ঢাকা উত্তরখানের (ময়নারটেক) ২০ ফিট রাস্তার পাশে ৫.৫ কাঠা নিষ্কণ্টক জমি বিক্রয় হবে। ফাইন হোমস্ লি.; ০১৭১১৩২১০৫৭, ০১৭০৬৩১৪১০১। ডি-৬০১৩৪৯

বিবিধ

✱ **রিসোর্ট শেয়ার:** ঢাকার হেমায়েতপুর থেকে ৬ কিমি ভিতরে পানিশাইল সিংগাইর আলোকিত জহির রিসোর্ট শেয়ারে ১০ লাখ টাকায় ২ শতক জমির মালিকানায় মাসে ১২ হাজার টাকা লভাংশ পরের মাস থেকেই। ১৬ বছরের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান আলোকিত শিশু। ০১৭০৬০৩৫২৩৩। টিবু-৬০১৩৫৭

✱ **আবশ্যক:** ধনুক গ্রুপের অফিস পরিচালনায় ব্যবসায়িক সহযোগী প্রয়োজন। অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ী অগ্রাধিকার। ১৯/১০, হাতিরপুল, ঢাকা। # ০১৭৫৪১৯৪১৫৮। ই-মেইল: dhonuk1120@gmail.com। ডি-৬০১২৮৫

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ মহাখালী বা/এতে ৪২৪৪ ব.ফু., মিরপুর ভাসানটেকে ১২০ ফুট মেইনরোডে ৩৬০৯ ব.ফু. রেডি কমার্শিয়াল স্পেস ও পূর্ব রাজাবাজারে ১১৭৬-১৪০৩ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল: ০১৭০৮১৪৬৩৭৮, ০১৭০৮১৪৬৩৮০। ডি-৬০১৪০৫

✱ মিরপুর-১ শাহআলীবাগে প্রায় রেডি ১২৩০ ব.ফু. ৩ বেড, ৩ বাথের সকল অত্যাধুনিক সুবিধাসহ ফ্ল্যাট লোনসুবিধায় আকর্ষণীয় মূল্যে বিক্রয়। মোবা: ০১৮১১৪৮৫৪৭৯, ০১৮১১৪৮৫৪৮০। সি-৬০১০৫৯

✱ বসুন্ধরা আ/এ সি-ব্লকে ০৪ বেডের নতুন ২১৫০ ও ২১৮৫ বর্গফুট ও ডি-ব্লকে সিঙ্গেল ইউনিটের ২৯০০ বর্গফুট ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল: ০১৭৯৫৫১৫৩৭৫, ০১৮১২৩৮৪৩৫৫। ডি-৬০১৩৭৬

✱ সেন্ট্রাল রোডে ১৫ তলা ভবনের ১২ ও ১৪ তলায় ব্র্যান্ডনিউ ৩ বেডের ১৫৬৫ বর্গফুট ও ২০৭০ বর্গফুটের খোলামেলা নতুন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬, ০১৭৭১২৫১৫৪১। ডি-৬০১৩৭৭

✱ বসুন্ধরা আ/এতে সি এবং ডি ব্লক প্রাইম লোকেশনে ২৫০০ বর্গফুট-চার বেডরুমের অত্যাধুনিক ব্র্যান্ডনিউ ৩টি রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৫১১-৫০৫৫০৬। মহাবু-৬০১২৬০

বিবিধ বিক্রয়

✱ **ফিশারিজ:** ১৭টি পুকুর ৩৬ বিঘা জমিসহ ফিসারী বিক্রি হবে। সমাজ শৈলদহ ইউনিয়ন, মোহনগঞ্জ। মালিক # ০১৫১৭২৬৩৩০৪। ডি-৬০১০৫২

✱ দোকান ও শোরুম: উত্তরা ও মেট্রোরেল লাইন ৬ এক্সটেনশনের সন্নিকটে, টঙ্গীর বাণিজ্যিক এলাকায় সম্পূর্ণ এসি মার্কেটে সাফ কবলায় মালিকানাসহ দোকান ও শোরুম। এখানে রয়েছে একাধিক লিফট, আধুনিক এস্কেলেটর এবং পর্যাপ্ত গাড়ি পার্কিংয়ের সুব্যবস্থা। ০১৮১৯৮১৫৯৩৭, ০১৩৩২৮০৭০৯৪। সি-৬০১০৮৩

✱ **দোকান:** ঢাকা নিউমার্কেটে একটি দোকান বিক্রি হবে। হোয়াটসঅ্যাপ-০১৮৮২১৬১৬৪০। ডি-৬০১৪২০

✱ **বাণিজ্যিক স্পেস:** ধানমন্ডি ২৭নং রোডে ব্র্যান্ডনিউ ৭টি কারপার্কিংসহ ১০৮৫০ বর্গফুট ও ধানমন্ডি সাতমসজিদ রোডে রেস্টুরেন্ট অনুমোদনসহ ৩৫০০-১০৩৭৫ বর্গফুট বাণিজ্যিক স্পেস বিক্রয়। ০১৮১২৩৮৪৩৫৫, ০১৭৯৫৫১৫৩৭৫। ডি-৬০১৩৮০

বাড়ি বিক্রয়

✱ মিরপুর কাজীপাড়ায় ৫ কাঠা জমির ওপর ৩ ইউনিটের ৬ তলা বাড়ি বিক্রয় হবে। শুধুমাত্র প্রকৃত ক্রেতাগণ সরাসরি: ০১৪০৪০৪২০৯০। ডি-৬০১৩৮২

✱ পূর্বাচল ৩০০ফিট সংলগ্ন পিংকসিটি আ/এ ৫ কাঠা ও ৬.৫০ কাঠা জমির ওপর ২টি ডুপলেক্স বাড়ি ও পূর্ব শেওড়াপাড়ায় ৩.৩২ কাঠায় ৪ তলা বাড়ি বিক্রয়। ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬, ০১৭৭১২৫১৫৪১। ডি-৬০১৩৭৯

শ্রেণীভুক্ত বিজ্ঞাপনের বাকি অংশ পরের পাতায়

Government of the People's Republic of Bangladesh
Road Transport and Highways Division
Ministry of Road Transport and Bridges
MRT Section
Bangladesh Secretariat, Dhaka

No.35.00.0000.065.19.032.17-297 Date: 09.10.2024

Recruitment Notice

The Government of Bangladesh is seeking to hire a qualified individual with appropriate academic qualifications and professional experience to serve as the Managing Director at Dhaka Mass Rapid Transit Company Ltd (DMTCL). Applications from candidates who meet the specified criteria are invited.

1. **Company Profile**
   The Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) is a fully Government-owned Company that was incorporated under the Companies Act of 1994 on 3 June 2013. Its purpose is to establish, operate and maintain including the planning, surveying, designing and financing of a state-of-the-art Mass Rapid Transit (MRT) or Metro Rail Network in Dhaka.

2. **Job Description and Responsibilities**
   As the Chief Executive Officer, the Managing Director (MD) will lead the planning, development, and execution of Dhaka Mass Transit System projects. He will also ensure smooth and efficient operation of the line(s) that provide service.

3. **Minimum Educational, Professional Qualifications and Experience**
   3.1 Education
   - The applicant is to be an engineering graduate, preferably in civil, electrical or mechanical engineering, with a strong academic record.
   - Post-graduate qualifications in project management, business administration or transport management will be an added advantage.
   - Having a professional membership (Chartered/Professional Engineer) is desirable.

   3.2 Experience
   - Significant experience in planning, development and execution of major rail-based mass transit systems or projects is required.
   - The candidate should demonstrate the ability to lead and oversee management teams for major transport infrastructure projects, with a comprehensive understanding of industry standards and international best practices.
   - Strong commercial acumen and experience in tendering and negotiating contracts of varying complexities are essential.
   - The candidate should have significant senior-level management experience in a reputable large organization.
   - The candidate should have at least 20 years of service, with at least 3 years in a senior leadership role such as CEO, Director, Project Director or higher Executive Level.
   - Preference will be given to candidates with experience in mass transit systems or metro outside Bangladesh, including Non-resident Bangladeshis with such experience.

4. **Submission of Applications**
   Details Recruitment notice is be available at the websites of DMTCL (https://dmtcl.gov.bd), Road Transport and Highways Division (https://rthd.gov.bd), and DTCA (https://dtca.portal.gov.bd). Prospective candidates shall send their applications to the Company Secretary of DMTCL through Email (companysecretary@dmtcl.gov.bd) by 14 November 2024. A CV listing academic attainment, key positions held and achievements and providing other associated information, along with academic and experience certifications, documentation of nationality, and aphotograph will accompany the application. The application needs to mention the postal address, email and mobile number. Short-listed candidates may be called for an interview.

5. The authority reserves the right to cancel or amend the recruitment notice at any time.

Saran Kumar Barua
Senior Assistant Secretary
Phone-55100805
e-mail-mrt1.sec@rthd.gov.bd

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ জমির শেয়ার বিক্রয় : মেট্রোরেলের সেন্টারপয়েন্ট থেকে ১০ টাকা অটোভাড়ায় পূর্ব দিকে প্রিয়াংকা রানওয়েসিটি, উত্তরা ১০তলা প্ল্যান পাস করা, ৫ কাঠা জমির শেয়ার বিক্রয়, ৩ বেড, ৩ বাথ, ২ বারান্দা ড্রইং-ডাইনিং, কিচেন, লিফট-জেনারেটরসহ ১৪৫০ বর্গফুট ফ্ল্যাট। ০১৮১১৩৩৫৫৬৫। সি-৬০১৩০৩

✱ মিরপুর-১১ ও কাজীপাড়া মেট্রোরেল স্টেশনসংলগ্ন তিতাস গ্যাসসহ ১৪৮০, ১১০০, ১২৫০, ১৩৪৮ বর্গফুট ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮৩৩১০১৪৬৪, ০১৯১১২৩২৭৪৩। ডি-৬০১৪১০

পাত্রী চাই

✱ সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার পুত্র বিবিএ, এমবিএ (৫´-৮´´) ৩২ সুদর্শন পেশাজীবী পাত্রের উপযুক্ত পাত্রী চাই। ০১৬২৭-২২২-১১১। farizrohaan760@gmail.com সি-৬০০৮৮৮

✱ পাত্র আমেরিকান ইমিগ্র্যান্ট ৩৩-৫´-৭´´ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, অ্যামাজন। বিএসসি বুয়েট, পিএইচডি আমেরিকা। ঢাকায় স্থায়ী শিক্ষিত পরিবার। হোয়াটসঅ্যাপ : +১২০৬৫৫২০২১৩। ডি-৬০১০৯৭

✱ সরকারি সংস্থার ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা ডিভোর্স (৩৮-৫´-৪´´) ঢাকাস্থ পাত্রের সুশ্রী নম্র ভদ্র উপযুক্ত পাত্রী। ০১৯১৯১২৭৬৭৪, mainulrpgcl@gmail.com ডি-৬০১০৮০

✱ অভিজাত ঢাকায় স্থায়ী ৫৮ বছরের ডিভোর্সী ডাক্তার পাত্রের জন্য ইস্যুবিহীন ঢাকা/গ্রামের সম্ভ্রান্ত সাংসারিক পছন্দসই পাত্রী। ০১৯৮০-৪৮৫০০৭। ডি-৬০১৩৪৫

✱ কানাডার পিএইচডিধারী (৪০-৫´-৭´´) আমেরিকার অ্যামাজনে কর্মরত (৩৪-৫´-৮´´) ডাক্তার (৩৫-৫´-৮´´) শিল্পপতি (৪০-৫´-৮´´) ডিভোর্স পাত্রদের। নাহার আপা-মহাখালী-ডিওএইচএস # ০১৭২০-৮২০৬১৮। ডি-৬০১৩১২

✱ আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ার (৩২-৫´-৮´´) লন্ডনের ডাক্তার (৩৩-৫´-১১´´) আর্মির ক্যাপ্টেন (২৯-৫´-৬´´) ম্যাজিস্ট্রেট (২৯-৫´-৬´´) বুয়েট (পিডিবি) (৩১-৫´-৭´´) পাত্রদের। নাহার আপা-মহাখালী-ডিওএইচএস # ০১৭২০-৮২০৬১৮। ডি-৬০১৩১৪

✱ অভিজাতে স্থায়ী গভঃ উচ্চপদস্থ পিতার পুত্র বিএসসি/এমএসসি (কম্পি. সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার) (বুয়েট) আমেরিকায় পিএইচডি/অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইউএসএ (৩১+৫´-৯´´) সুদর্শনের আর্জেন্ট। # ০১৬০৩৭৯৫৯৯৫। ডি-৬০১২৯৯

✱ এমবিবিএস স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ। বিসিএস ৩৯তম (ঢাকায় পোস্টিং)। এফসিপিএস পার্ট-১ মেডিসিন/ঢাকায় বসবাসরত সুপ্রতিষ্ঠিত (৩১-৫´-১০´´) পাত্রের পাত্রী। ০১৭৩০২১৫৯২৮। ডি-৬০১২৯৩

✱ সপরিবারে আমেরিকান সিটিজেন, সিনিয়র আইটি ইঞ্জিনিয়ার (নিউইয়র্ক) বিএসসি এমএসসি ইঞ্জিনিয়ার (৩০-৫´-১০´´) সুদর্শন পাত্রের জন্য পাত্রী প্রয়োজন। আগ্রহী অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন : ০১৭৩২২৩১৩০৭। ডি-৬০১৩০৯

✱ ঢাকায় বসবাসরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রদের জন্য উচ্চ শিক্ষিতা ধার্মিক পাত্রী চাই। (৬´-০´´+৩৪) বারএটল (ইউকে) ও পাত্র (৬´-২´´+৩০) এমবিএ (ইউএসএ)। যোগাযোগ : ০১৭১১৬৪০২৭৭; E-mail :kabirrn@fargroupbd.com টিবু-৬০১১৪৮

✱ ঢাকায় সুপ্রতিষ্ঠিত (নির্মাণাধীন ক্লিনিক মালিক) পরিবারের অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক বিশ্বব্যাংকের ইঞ্জিনিয়ারের সমমানের (২৬) ঢাকার পাত্রী। নো-মিডিয়া। ০১৭২৭-৭৯২১৯৭। ডি-৬০১৩৩৮

✱ ঢাকায় স্থায়ী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এমবিএ (৪০+৫´-৭´´) সুদর্শন পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। পাত্র সরাসরি : ০১৬৭৫-২৬৬৯২৪। ডি-৬০১৩৫৫

✱ স্বনামধন্য পরিবারের ঢাকাই সেটেল মাস্টার সুদর্শন (৫´-১০´´+৪৫) পাত্রের সুন্দরী পাত্রী চাই (ডিভোর্সী-বিধবা ও বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য) ০১৮১৫৭৭৭৮৮০। সি-৬০১৩৩২

✱ চাকরিজীবী বয়স ৪৬, স্ত্রী মৃত সন্তান নেই যেকোন জেলার পাত্রীগণ সরাসরি যোগাযোগ করুন। ইস্যু গ্রহণযোগ্য। ০১৯৮১-২৯৭৫৪৫। সি-৬০১২২৪

✱ শর্ট ভিজিটে বাংলাদেশে আমেরিকার সিটিজেন পরিবারের একমাত্র সন্তান আমেরিকাতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী স্ত্রী মৃত (৫´-৮´´-৪৮) ভালো মনের রুচিশীল জীবনসঙ্গী চাই। সন্তানে অনাপত্তি পাত্র সরাসরি : ০১৭৬৭-২৬১৯৮৫। সি-৬০১২২৫

✱ সরকারি চাকরিজীবী, মাস্টার্স (ডিভোর্স), ঢাকায় স্থায়ীর জন্য শিক্ষিতা, ধার্মিক আগ্রহী শুধুমাত্র পাত্রীগণ যোগাযোগ করুন। পাত্র : ০১৯০৯-২৮৫৫৪০। সি-৬০১২২৬

✱ সপরিবারে আমেরিকার সিটিজেন বিএসসি+ এমএসসি ইঞ্জিনিয়ার আমেরিকা থেকে সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার নিউইয়র্কে (৩১-৫´-৯´´) সুদর্শন পাত্রের (আর্জেন্ট) # ০১৭২৬-৩০৫২৯৬। সি-৬০১২২৭

✱ সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলী (৬০), বিপত্নীক, ঢাকায় সেটেল্ড ধার্মিক পাত্রের নামাজী পর্দানশীল নির্ঝঞ্ঝাট, ধার্মিক (৪৫-৫০) পাত্রী চাই। ০১৯৩৩৮৩৫২৯৮। ডি-৬০১২৬৪

✱ ঢাকায় স্থায়ী সরকারি চাকরিজীবী পিতা-মাতার পুত্র অ্যাডমিন ক্যাডার (৫´-১১´´-৩১) ৪১ বিসিএস (অনার্স+মাস্টার্স, ঢাবি) পাত্রী চাই। অভিভাবক যোগাযোগ : ০১৭৫৪২৭৬২৩০। ডি-৬০১৪২২

✱ উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবার আমেরিকার সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার পিএইচডি (৫´-১০´´-৩২) পাত্রের পাত্রী। অভিভাবক যোগাযোগ করুন। ০১৭৪২৩৯৬৭৪২। bananidhaka2009@gmail.com ডি-৬০১৪২৪

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় বসুন্ধরা জে-ব্লকে ১২০০ বর্গফুটের দক্ষিণমুখী, আফতাবনগর বি-ব্লকে মেইন রোড ২২০০ বর্গফুট। সরাসরি : ০১৭৫৩৮৮৯১৯১। টিবু-৬০১১১৫

✱ বেইলি রোডে ৩০০০ বর্গফুটের লাক্সারিয়াস রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৬৮২৮৩৮০৩৩। ডি-৬০১৪০৮

পাত্রী চাই

✱ সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট সচিব ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। মোবাইল : ০১৭১১১১০১৭৭, ০১৭৭৭৩৬৬৮১১। খিলবু-৬০১৪১৫

✱ আমেরিকায় মাস্টার্স করে ওখানে ভালো চাকরিরত পাত্রের জন্য কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা করা, সুশ্রী (২৪-২৮, ৫´-২´´-৫´-৪´´) উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী পাত্রী আবশ্যক। সরাসরি যোগাযোগ : ০১৮১৭১২৯৪৩৯। ডি-৬০১৩৯৫

✱ সম্ভ্রান্ত পরিবারের ভদ্র, সুদর্শন (৫´-৯´´) কানাডায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। ০১৩০৮৯৫৭০৮১, aymhaque@yahoo.com ডি-৬০১৩৯৬

✱ সরকারি প্রকৌশল বিশ্ববি. সুদর্শন সহ-অধ্যাপক (৫´-৮´´-২৯), সরকারি বিশ্ববি./কলেজ প্রভাষক/ সহজজ/ ইঞ্জি./ বিসিএস ক্যাডার সমমান কর্মরত। সরকারি বিশ্ববি. থেকে সদ্য গ্র্যাজুয়েট (১ম বিভাগে ১-১০ এর মধ্যে) লম্বা সুন্দর সুদর্শনা পাত্রীর অভিভাবকগণ যোগাযোগ : ০১৭১২৪৩৬০৮২ (বাবা) নো-মিডিয়া। ডি-৬০১৩৯৭

✱ ঢাকায় স্থায়ী ১ম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা (ইঞ্জিনিয়ার) পাত্রের জন্য সুন্দরী, সাংসারিক পাত্রী চাই। যোগাযোগ (অভিভাবক) : ০১৯৭৫৮১৭৩৮৮। ডি-৬০১৪১১

✱ পররাষ্ট্র (৩৩+৫´-১১´´) ঢাকা ইউনিভার্সিটি লেকচারার (৩৪+৫´-৮´´) বুয়েট লেকচারার (৩০+৫´-১০´´) ম্যাজিস্ট্রেট (৩১+৫´-৯´´) সুদর্শন পাত্রদের তাসলিমা ম্যারেজ মিডিয়া হোম সার্ভিস। # ০১৯৭২০০৬৬৯৬। ডি-৬০১৩৯০

✱ এমবিবিএস স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ। বিসিএস ৪২তম। পোস্টিং ঢাকাতে। বাবা-মা সরকারি কর্মকর্তা। ঢাকায় বসবাসরত সুদর্শন (২৯+৫´-১০´´) পাত্রের। অভিভাবক- ০১৭৩১৩৫১৮৮৩। ডি-৬০১৩৯১

✱ বুয়েট লেকচারার। বিএসসি-এমএসসি বুয়েট। বাবা সরকারি কর্মকর্তা। ঢাকায় বসবাসরত সম্ভ্রান্ত পরিবারে সুদর্শন (২৯+৫´-৮´´) পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৬০৫৫৫০৯১৮। ডি-৬০১৩৯৩

✱ বিএসসি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বুয়েট। পিএইচডিধারী টেক্সাস আরলিংটন। আমেরিকায় মাইক্রোন টেকনোলজিতে কর্মরত গ্রিনকার্ডধারী (৩৩+৫´-১০´´) পাত্রের পাত্রী চাই। # ০১৭৮৭৫১১৭১৭। ডি-৬০১৩৮৫

✱ পিএইচডি আমেরিকা (৩৪+৫´-১০´´) পিএইচডি অস্ট্রেলিয়া (৩২+৫´-৮´´) পিএইচডি কানাডা (৩১+৫´-১১´´) ইউকে (৩২+৫´-৮´´) সুদর্শন পাত্রদের ম্যাট্রিমনি বাংলাদেশ হোমসার্ভিস। ০১৮৯৬২২৪৫৬৫। ডি-৬০১৩৮৪

✱ বিএসসি (ইইই) কুয়েট এমবিএ আইবিএ থেকে পিএইচডি কমপ্লিট আমেরিকা সিটিজেন সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত পরিবার (৩৮+৫´-১০´´) ঢাকা বসবাসরত সুদর্শন পাত্রের। # ০১৮৯৬২২৪৫৫৮। ডি-৬০১৩৮৩

✱ লন্ডনের ডাক্তার (৩২+৫´-১১´´) কানাডার ইইই ইঞ্জিনিয়ার (৩১+৫´-১১´´) আমেরিকায় পিএইচডিরত (২৮+৫´-১০´´) শিক্ষিত পরিবারের সুদর্শন পাত্রদের- ০১৮৯৬২২৪৫৬৭। ডি-৬০১৩৭৩

✱ ঢাকায় সেটেল্ড সরকারি উচ্চপদস্থ পিতার পুত্র বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার আর্কিটেকচার মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কর্মরত (৩৩+৫´-১১´´) সুদর্শন ও নামাজী পাত্রের পাত্রী। ০১৯১৫৫৬৭৩৫৪। ডি-৬০১৩৭২

✱ সম্ভ্রান্ত ফ্যামিলির সরকারি কর্মকর্তার পিতার পুত্র আর্মির ক্যাপ্টেন (ডক্টর) এমবিবিএস আর্মফোর্সড মেডিকেল কলেজ (২৮+৫´-৯´´) সুদর্শন পাত্রের- ০১৯০২০৮৭০৯৫। ডি-৬০১৩৭০

✱ মেজর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী লংকোর্স, বিএসসি বিইউপি (৩১+৫´-৯´´) ঢাকায় সেটেল্ড সুদর্শন পাত্রের পাত্রী আর্জেন্ট। # ০১৩২৩৪৯৫৩২০। যাবু-৬০১৩৫৯

✱ প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত বয়স ৪৫ বছর, ৫´-৫´´ পাত্রের জন্য সুন্দরী শিক্ষিত পাত্রী চাই। ঢাকায় অবস্থান করা অগ্রাধিকার। মোবাইল : ০১৭১৫০৩১৮২১। ডি-৬০১৩৬৪

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ ঢাকার বিভিন্ন আকর্ষণীয় লোকেশনে ইকবাল রোড, ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী, বসুন্ধরা, বারিধারা, ডিপ্লোমেটিক জোনে স্বনামধন্য ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন সাইজের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৭০০৭৬৪৭৩০, ০১৭৩০৩৫৬৬৬৪। সি-৬০১০৫৬

✱ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় ৩৪০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট ২টি পার্কিং ও অন্যান্য সুবিধাসহ বিক্রি হবে। যোগাযোগ : ০১৯৯২৭০৫৪৭৫, ০১৮৪৫৬৯০০৩০। ডি-৬০১৩৬৯

পাত্রী চাই

✱ ঢাকায় স্থায়ী ও চাকরিরত বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার (ইইই) (৩০+৫´-৫´´) পাত্রের ডাক্তার, সিএসই, এমবিএ মাস্টার্স পাত্রী। সরাসরি বাবা-০১৭১৫১৯৯৩২৬। সি-৬০০৮৮২

✱ ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৪০ বছর বয়স সুদর্শন ব্যবসায়ী ৫´-৯´´ উচ্চতা ডিভোর্স পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। # ০১৭১৫০০৭৩৯১ (হোয়াটসঅ্যাপ) Ishambil96@gmail.com সি-৬০০৯৫৩

✱ টাঙ্গাইলের, কর্মস্থল ঢাকা, ধূমপানমুক্ত, নামাজি (৫´-১১´´+ ৩৭+ডিগ্রি) রেন্ট এ কার ব্যবসা পাত্রের জন্য ধার্মিক পাত্রী চাই। অভিভাবক-০১৭১৮৫১৪০৮১। ডি-৬০১৪১৪

✱ মধ্যবিত্ত পরিবারের সুন্দরী পাত্রী। ৫´-৩´´ এসএসসি ২০১২, সিএসসিতে ইঞ্জিনিয়ার, মাল্টিন্যাশনালে চাকরিরত পাত্রীর জন্য নামাজি, দেশে (ঢাকার মধ্যে)-বিদেশে চাকরিজীবী পাত্র চাই। শুধুমাত্র অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন। হোয়াটসঅ্যাপ : +৮৮০১৮৮৬০০৯৯৭১। ডি-৬০১৩৯৯

✱ ঢাকায় সেটেল ইঞ্জিনিয়ার সেপারেটেড পাত্রের (৫´-৬´´+৩১) শিক্ষিতা, সংসারী, ধার্মিক, সুন্দরী পাত্রী চাই। বেবি নাই ডিভোর্সড/বিধবা গ্রহণযোগ্য। ০১৭১২৯৫৬৭১৭, fxdoha@gmail.com মহাবু-৬০১২৬১

✱ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার এন্ড এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ৩৮তম বিসিএস, বিএসসি বুয়েট, ৩১-৫´-৯´´ ঢাকায় সেটেল্ড সুদর্শন পাত্রের পাত্রী। # ০১৭৫৯৫৩৬৪৭০। যাবু-৬০১২৪৬

✱ ইংল্যান্ডের সিটিজেন ও/এ বিএসসি, এমএসসি, ইংল্যান্ড, চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট, ইকোনমিক অভিজাত এলাকায় সেটেল্ড (৩৩+৫´-৯´´) পাত্র ঢাকায় দেশের/সিটিজেন পাত্রী আর্জেন্ট # ০১৯৩৯৫০০৭০৯। যাবু-৬০১২৪৫

✱ আমেরিকার সিটিজেন, বিএসসি কম্পিউটার আমেরিকার হেলথকেয়ার কোম্পানির সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার (২৯-৫´-১০´´) সুদর্শন পাত্রের সুন্দরী পাত্রী চাই। আর্জেন্ট সরাসরি : ০১৯৬৮০৪০৩০৬। যাবু-৬০১২৪০

✱ বিসিএস ৪২তম। ঢাকার কাছে পোস্টিং। ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুদর্শন ডাক্তার (৩০-৫´-৮´´) পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৭৪১৩০০০৫৮। ডি-৬০১৪৪৮

✱ ইউকে ব্যাংকে কর্মরত বিবিএ, ঢাবি, এমএসসি-জার্মান (৩১-৫´-৭´´) ছোট পরিবার, ঢাকায় সেটেল্ড, সুদর্শন ও নামাজি পাত্রের। অভিভাবকগণ : ০১৭০৬৫৮৮০০৩, kannakumari.m3158@gmail.com ডি-৬০১৪৪৯

✱ আমেরিকার ডাক্তার (৩০-৫´-১০´´) এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল ইউএসএমএলইএ কমপ্লিট বাবা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ঢাকায় সেটেল্ড সুদর্শন পাত্রের # ০১৭৫৬-৪১৪৯৪৯। ডি-৬০১৪৪২

✱ বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার। বিসিএস ৩৭তম। রোডস এন্ড হাইওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত (৩৩-৫´-৭´´) বাবা সরকারী চাকরীজীবী ঢাকায় সেটেল্ড পাত্রের। মোবাইল : ০১৭৩০-৯৯০৯৭২। ডি-৬০১৪৪৩

✱ ঢাকায় সেটেল্ড ইউনেস্কোতে কর্মরত (৩২+৫´+৭´´) ও বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত (২৯+৫´+৮´´) পাত্রদ্বয়ের আর্জেন্ট পাত্রী চাই। মোবাইল : ০১৮৪১-৫২৭৯০৩। ডি-৬০১৪৪৪

✱ আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা। বিএসসি-ঢা.বি., এমএস-ইউএস, পিএইচডি-ইউএস। ঢাকায় বসবাসরত প্রফেসর পিতার সুদর্শন পুত্র (৩৬-৫´-৮´´)। মোবা : ০১৭১৯-৮০৩৪৮৪। ডি-৬০১৪৪৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

BRIDE & GROOM

তারুণ্যের বিয়ে!

প্রেম-বিয়ে-পরিবার

বিয়ে কী? কেন?

ম্যারেজ সলিউশন বিডি

Contact Us
01720-504504
www.marriagesolutionbd.com

MARRIAGE Solution Bd

Head Office :	Corporate Office :	Chattogram Brunch :
Road:5, Block: E, Opposite (Lalmatia Govt. Mohila College) Lalmatia, Dhaka -1207 01745-573349	Century Park Tower House-36, Road-117, (3rd floor) Suite-3, Gulshan 1, Dhaka -1212 01907-550361	Zakir Hossain Society House 13/A, Road, 3 S Khulshi Chittagong-2017, Bangladesh 01970-504504

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ বসুন্ধরায় ভিকারুননেসা স্কুল সংলগ্ন ২০৯৬ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৮৪৪০৫০৯১৫, ০১৮৪৪০৫০৯১৪। ডি-৬০১১৫৬

✱ মোহাম্মদপুর বায়তুল আমান হাউজিং-এ ১২৩৫ ও ১১৫৩ বর্গফুট ও জিগাতলা মেইন রোড সংলগ্ন ১২২১ বর্গফুটের ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৭১২৫১৫৪১, ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬। ডি-৬০১৩৭৮

প্লট বিক্রয়

✱ রাজউক পূর্বাচলে ১৫নং সেক্টরে ৫ কাঠা প্লট বিক্রি করব। সম্মানিত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। ০১৭১৮-০০৯১৪৬। সি-৬০১২৩৬

✱ ঢাকা-মাওয়া হাইওয়ে-সংলগ্ন আমিন মোহাম্মদ সিটি প্রকল্পে এখনই বাড়ি নির্মাণ উপযোগী। রেজিস্ট্রিকৃত ও নামজারীকৃত আকর্ষণীয় ১নং সেক্টরে ৪.৯৭ শতাংশ (৩.০১ কাঠা) কর্ণার প্লট বিক্রয়। ০১৯১৪-৯০৭৩৯৩। ডি-৬০১৩৪৭

✱ বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পে চমৎকার লোকেশনে এন-ব্লকে ৪ কাঠা দক্ষিণমুখী ও ১০ কাঠা দক্ষিণমুখী উক্ত প্লট দুটি জরুরি কম দামে বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৭৩৮৯৯৯১১১। ডি-৬০১৩৮৭

✱ রাজউক পূর্বাচল ২২ নাম্বার সেক্টরে ১টি ৫ কাঠা প্লট বিক্রি লেকের পাড় ও ১৬ নাম্বার সেক্টরে ১টি প্লট বিক্রি করা হবে। ০১৭৫২-৯৯৬২৬৬। সি-৬০১২৩২

✱ জাপান ইকোনমিক জোনের পাশে বাংলাদেশের সবচেয়ে নান্দনিক লোকেশনে যদি হয় আপনার বসবাস, সাথে আপনার বিনিয়োগ হবে স্বল্পসময়ে কয়েক গুণ। উন্নয়নকাজ দেখে আজই বুকিং করুন। # ০১৪০১১৪৪১৫৩। ডি-৬০১২৯৬

✱ ঢাকা মোহাম্মদপুর নবোদয় হাউজিং সি-ব্লকে ৪ কাঠা কর্নার প্লট রানিং মার্কেটসহ বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৭১১৮৬৪১৭৪। ডি-৬০১২৭৬

✱ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এল-ব্লকে ৫ ও ৩ কাঠা দক্ষিণমুখী প্লট, এম-ব্লকে ৪ ও ৫ কাঠা দক্ষিণমুখী প্লট ও এন-ব্লকে ৬ ও ৫ কাঠা প্লটগুলো বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ : ০১৫১৬৭৩৫৬৯৯, ০১৭৮৯৭৬৩১৭৮। ডি-৬০১২৬৭

✱ বসুন্ধরা (ঢাকা) আবাসিক এলাকার এন-ব্লকে প্রশস্ত রাস্তার সাথে বাউন্ডারি করা ১টি আকর্ষণীয় কর্নার প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৭১২৮৯৯৩২৬, ০১৬১৩৫১২২৯৯। খিলবু-৬০১৪১৬

✱ আর্মি হাউজিং/১২০ মাদানী অ্যাভিনিউ/ আফতাবনগর, বনশ্রী সংলগ্ন বালি ভরাটকৃত প্লট, কাঠা ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। ০১৩২২-৮৩৯৬৯১। ডি-৬০১৩৯৪

✱ রাজউক পূর্বাচল সেক্টর-২৫, রোড-৪১৫, আয়তন ৭.৫ কাঠা ৪০৩০ কর্ণার প্লটটি বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ : ০১৯২০-৭১৫৭৯২ (হোয়াটসঅ্যাপ) টিবু-৬০১৩০০

✱ পূর্বাচল সংলগ্ন ও আর্মি হাউজিং (জলসিঁড়ি) প্রকল্পের গাঁ ঘেঁষেই ১০০% রেডি প্লট কাঠা নিম্ন ৫ লক্ষ টাকা। ০১৮৯৪৮৪১৭৩৮। টিবু-৬০১২৮২

✱ ঢাকা-মাওয়া ৪০০´ ফিট এক্সপ্রেসওয়ে-সংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত হস্তান্তরযোগ্য রেডি প্লট বিক্রয় চলছে। ০১৮৯৪৯৩৯২৪০। টিবু-৬০১২৮৪

✱ উত্তরা ১৭নং সেক্টরে ৬০ ফিট রাস্তার ওপর ৩ কাঠার আকর্ষণীয় প্লট বিক্রি করা হবে। ০১৬০১২০০৭৭৭। ডি-৬০১৪০১

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ বনানী ডি-ব্লকে মনোরম পরিবেশে পার্কসংলগ্ন ২৯৮৯ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৮৪৪০৫০৯১৪, ০১৮৪৪০৫০৯১৫। ডি-৬০১১৫৯

✱ ধানমন্ডি ৯/এ ৪ বেডরুমের ২৭৮০ বর্গফুট ও ফুল ফার্নিশড ২০০০ বর্গফুট ও ৬নং রোডে ২৫৬০, ২৭১০ বর্গফুট ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭৭১২৫১৫৪১, ০১৮১২৩৮৪৩৫৫। ডি-৬০১৩৭৪

প্লট বিক্রয়

✱ উত্তরা থার্ডফেস ১৫ নম্বর সেক্টর ব্লক-এ, ৬০/৩০ ফিট রাস্তার উপর, খেলার মাঠ এবং স্কুল জোনের কাছাকাছি ০৩ (তিন) কাঠা কর্নার প্লট বিক্রয়। ০১৯৭০৫৫৫৫৪২। টিবু-৬০১১০৯

✱ পূর্বাচল ২৭নং সেক্টরের সাথে বালি ভরাট চলমান, কাঠাপ্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। মোবাইল : ০১৮৪৪-২৪৩৮৯৮। টিবু-৬০১১১৮

✱ পূর্বাচল ৩০০ ফুট রোডে ১০ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় করা হবে। প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন : ০১৭১২০২১০৭২। ডি-৬০১৩৫৪

✱ বসুন্ধরা এন-ব্লকে ৩ কাঠা জমি বিক্রয়। সরাসরি মালিক : ০১৩০১-৪৯৪৩৬৩। সি-৬০১২৯৫

✱ বসুন্ধরায় সুসজ্জিত পি-ব্লকে ৫০´ রাস্তার সাথে ৫ কাঠা ও ৬ কাঠার দক্ষিণমুখী প্লট ও এল-ব্লকে ১৩০´ রোডের সাথে ৪ কাঠার প্লট বিক্রয় হবে। মোবা : ০১৯৭৮১৬৭১৬৮, ০১৭৮৯৯০২৮১০। ডি-৬০১৪২১

✱ উত্তরা রাজউক তৃতীয় প্রকল্পের ১৬ নং সেক্টরে ৩ কাঠার একটা প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৬৮২৮৩৮০৩৩। ডি-৬০১৪১২

✱ পূর্বাচল ২৫ নং সেক্টরে পূর্বমুখী ৭.৫ কাঠার একটি ব্যবসায়িক ক্যাটাগরির প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৮৬৪৯৯৮৮৪৯। ডি-৬০১৪৩৪

✱ ইষ্টার্ণ হাউজিং আফতাবনগর এল-ব্লকে ১০ কাঠা প্লট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ : ০১৬০৯৭৩৬২৭৯। ডি-৬০১৪৩৫

✱ রাজউক পূর্বাচল ৯নং সেক্টর ও ২৫নং সেক্টরে ৩ কাঠা দক্ষিণমুখী ১০নং সেক্টর ও ২২নং সেক্টরে দক্ষিণমুখী ৫ কাঠা প্লট বিক্রি করা হবে। ০১৭১৯১৪৬১০২। ডি-৬০১৩৭১

✱ বসুন্ধরা বারিধারা আবাসিক এলাকায় এম ব্লকে ২০০ ফিট রাস্তা সংলগ্ন দক্ষিণমুখী ৩ কাঠা ও এন ব্লকে দক্ষিণমুখী ৩ কাঠার প্লট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭১০০০৬২৩৮, ০১৬৪৪৯২৮২৭২। যাবু-৬০১৩৬১

প্লট বিক্রয়

✱ বারিধারা বসুন্ধারায় এল-ব্লকের ৩০০´ সন্নিকটে ৫ কাঠার বাউন্ডারীকৃত, জরুরি টাকার প্রয়োজনে কম মূল্যে প্লট বিক্রয়। ০১৭১১৮৫৩৯৪২, ০১৬৭৭৭১৪৩১২। মহাবু-৬০১২৬২

✱ বসুন্ধরা আবাসিকে এল-ব্লকে ৪ কাঠা সামনে ৪০ ফুট রাস্তা ও ৩ কাঠা, পি-ব্লকে ৩ কাঠা দক্ষিণমুখী প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৯১৯৪৯১৪৩৫। যাবু-৬০১২৪৩

✱ বারিধারা বসুন্ধরা পি-এক্সটেনশন ব্লকে প্লট ৩৮৯৫ রেজিস্ট্রেশন মিউটেশন করা ৪ কাঠা দক্ষিণ-পশ্চিম কর্নার। মোবা : ০১৭৩৭৫১২১৪৬, ০১৭১১২২৪১০২। যাবু-৬০১২৪৪

✱ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এন-ব্লকে ৬ কাঠা রেজিস্ট্রেশন মিউটেশন ও বাউন্ডারি করা প্লট জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় হবে। মোবাইল : ০১৭১৩৬১৪৮৯৪, ০১৭১৫৫৯৫০৭৬। যাবু-৬০১২৪১

✱ বারিধারা বসুন্ধরা আবাসিকে আই-ব্লকে ৩ কাঠার একটি প্লট জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় হবে। প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন : ০১৭৭৯২১৪১৩২, ০১৯৭৯২১৪১৩২। যাবু-৬০১২৪২

ভাড়া হবে

✱ **অফিস :** ২৪ গ্রিন রোডে অবস্থিত ২য় ও ৩য় তলায় ১০৫০ বর্গফুট লিফট সুবিধাসহ (বীমা, এনজিও ও কর্পোরেট অফিস) ভাড়া হবে। মোবাইল : ০১৭১৫২৮৪৮৮০। সি-৬০১২৯১

✱ **আবাসিক হোটেল :** বিজয়নগরে অবস্থিত ৭৭টি রুম সম্বলিত লিফট, জেনারেটর ও কারপার্কিংসহ ১টি স্বনামধন্য আধুনিক মানের আবাসিক হোটেল ভাড়া দেওয়া হবে। ০১৭১১৫৪৮৮৩৩, ০১৭১১৬৪০২৭৭। টিবু-৬০১১৬৩

✱ **ফ্লোর :** বসুন্ধরা রোড, রহমান টাওয়ারে (কর্পোরেট অফিস/কনভেনশন হল/বাফেট রেস্টুরেন্ট) ৮০০০ বর্গফুট ফ্লোর ভাড়া। ডাবল বেজমেন্ট কারপার্কিং সুবিধা। যোগাযোগ : ০১৭১১-২২৯০৩৮। এসবি-৬০১৪০৬

✱ **ফ্ল্যাট :** ধানমন্ডি রোড নং-১৩, বাড়ি নং-০৫, ৩ বেড, ৪ বাথ, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, লিভিংরুম, ফ্ল্যাট ৯/এ, ১৯৬০ বর্গফুট। যোগাযোগ : ০১৭১১৬৬৭০৪৩। ডি-৬০১৪০০

✱ **ভাড়া হবে :** ফ্যাক্টরি শেড/গোডাউন, সাভার হেমায়েতপুর ৭৫০০ বর্গফুট আধুনিক সুবিধাসহ শেড তিনদিকে প্রশস্ত রাস্তা সার্বক্ষণিক আনসার দ্বারা সুরক্ষিত। ০১৭৯৯৬৬৯৪৪৭। ডি-৬০১৩৬২

Dhaka South City Corporation
Engineering Department
Electrical Circle
Tender Notice

Memo No-46.207.007.09.22.02.2024 — Date-09/10/2024

Re-Tender Notice is invited through e-GP Portal (https://www.eprocure.gov.bd) by Executive Engineer, Electrical Circle, Dhaka South Corporation for the Procurement of following packages :-

Sl No	Tender ID	Description of Work	Last Selling (Date & time)	Closing (Date & time)
1	1006820	Supply, Fitting & Fixing of Light Fitting, Fan, Air-Cooler and other Electrical Equipments for Renovation Works at Jamal Sorder Community Center under Zone-3 of DSCC	30-Oct-2024 12.00 PM	30-Oct-2024 02.30 PM

This is online Tender, where only e-Tender will be accepted in the National e-GP portal and hard copes/offline will not accepted. To submit e-Tender, registration in the National e-GP System Portal (https://www.eprocure.gov.bd) is required. The fees for downloading the e-Tender Documents from the National e-GP System portal have to be deposited online through any registered Bank Branches.
Further information and guidelines are available in the National e-GP System portal and from e-GP helpdesk (helpdsk@eprocure.gov.bd).
If necessary, information please contact to the PE's Support Desk (02-223386009).

09.10.2024
(Nur Mohammad)
Executive Engineer
Electrical Circle
Dhaka South City Corporation
Phone: 02-223386009

ডিএসসিসি/পিআরডি/৮৩/২০২৪-২০২৫

Office of the Netrokona Pourashava
District : Netrokona

No: Net/Pou/Eng/2024/1372 — Date : 09-10-2024

e-Tender Notice: 01/2024-2025 (Re-Tender)

(Open Tendering Method)

e-Tender is invited in the National e-GP System (http://www.eprocure.gov.bd) from enlisted tenderers of Netrokona Pourashava for

Sl No	Package No	e-Tender ID No	Last Date & Time of Selling Documents	Opening & Closing Date & Time
01	Sta/24-25/01	1015573	Date : 23.10.2024 Time: 16:00 PM	Date : 24.10.2024 Time: 13:00 PM
02	Elec/24-25/02	1015574	Date : 23.10.2024 Time: 16:00 PM	Date : 24.10.2024 Time: 13:00 PM
03	Elec/24-25/03	1015575	Date : 23.10.2024 Time: 16:00 PM	Date : 24.10.2024 Time: 13:00 PM

These are an online tender, where only e-tender will be accepted in the National e-GP Portal and no offline/hard copies will be accepted. To submit e-tender, registration in the National e-GP system portal (http//:www.eprocure.gov.bd) is required.

The fees for downloading the e-tendering documents from the national e-GP Portal have to be deposited online through any registered banks branches up to 23, October 2024 at 4:00 PM.

Further information and guidelines are available in the National e-GP system portal and from e-GP help desk (helpdesk@eprocure.gov.bd).

09.10.24
(Md. Humuyun Kabir)
Executive Engineer
Netrokona Pourashava, Netrokona
E-mail: egp.xen.net.pou@gmail.com
Date : 09-10-2024

The People's Republic of Bangladesh
Bangladesh Food Safety Authority
BSL Office Complex, Bhaban-02 (Level-04, 05, 06)
119, Kazi Nazrul Islam Sarak, Dhaka-1000
www.bfsa.gov.bd

Call for Research Proposal

Bangladesh Food Safety Authority is calling for research proposals addressing current food safety challenges and related issues in Bangladesh. As per BFSA Research Policy, 2024 research grants will be allocated from the revenue budget for selected projects.

Research Area

The research topic should fall within the domain of food safety, addressing issues within the following areas:

1. Food Microbiology; 2. Food Chemistry; 3. Genetically Modified(GM) or Engineered Food; 4. Food Quality Assurance & Risk Management; 5. Food Toxicology 6. Food Preservation, Packaging & Storage; 7. Labelling & Allergen Analysis; 8. Food Handling & Processing; 9. Prevention & Control of Food Contamination; 10. Statistical Analysis in Food Safety; 11. Food Export & Import; 12. Emerging technologies in food safety; 13. Health Hazards from Food; and 14. Waste management in food industry

*** For more details follow the schedule-1 of BFSA Research Policy, 2024**

Application procedure

Application on prescribed template along with required documents must be submitted to Additional Director (R&D), BFSA, BSL office complex (Bhaban-2), 119, Kazi Nazrul Islam Sarak, Dhaka-1000. Research proposal guidance documents are available on: https://www.bfsa.gov.bd/Call for Research Proposal 2024-25. For any query, Please email to- sm.shipon@bfsa.gov.bd

Deadline

Application must reach BFSA within November 14, 2024.

BFSA shall retain the right to accept or reject any or all the research proposals or projects.

স্যাট একাডেমি

সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর | বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

তারিখ: 10-10-2024

DAILY UPDATE GK

✍️ **২০২৪ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর নাম কী?**

উত্তরঃ হ্যান কাং। (দক্ষিণ কোরিয়া)

✍️ **প্রধান বিচারপতির বাসভবনকে কীরূপে সংরক্ষনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে?**

উত্তরঃ পুরাকীর্তি হিসেবে।

✍️ **বিশ্বে জিডিপিতে শীর্ষ কোন দেশ?**

উত্তরঃ যুক্তরাষ্ট্র।

✍️ **অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নতুন মন্ত্রিপরিষদ সচিব কে?**

উত্তরঃ শেখ আব্দুর রশিদ।

✍️ **আইএমএফ এর তথ্যনুযায়ী, ২০২৪ সালে বিশ্বের শীর্ষ ধনী দেশ কোনটি?**

উত্তরঃ লুক্সেমবার্গ।

✍️ **বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার কত?**

উত্তরঃ ৪ শতাংশ।

✍️ **'মিল্টন' কী?**

উত্তরঃ তীব্র শক্তির হ্যারিকেনের নাম। (সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার টাম্পা বে এলাকায় আঘাত হেনেছে)

✍️ **বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছেন-**

উত্তরঃ মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ।

আজকের

সংবাদপত্র থেকে MCQ

১. দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত কোনটি?

ক. তৈরি পোশাক
খ. পাটজাত শিল্প
গ. প্রকৌশল শিল্প
ঘ. চামড়া ও চামড়াজাত শিল্প

২. বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)-এর সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ কতজন হতে পারবে?

ক. এগারো
খ. একুশ
গ. পনেরো
ঘ. ছয়

৩. ভারতীয় উপমহাদেশে 'পাবলিক সার্ভিস কমিশন' প্রথম কখন গঠিত হয়?

ক. ১৯৭৭ সালে
খ. ১৯২৬ সালে
গ. ১৯৪৮ সালে
ঘ. ১৯১৯ সালে

৪. টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক রানের অধিকারী ব্যাটসম্যান কে?

ক. ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান
খ. সুনীল গাভাস্কার
গ. জো রুট
ঘ. শচীন টেন্ডুলকার

৫. PSC-এর পূর্ণরূপ কী?

ক. Public Service Commission
খ. Private Service Commission
গ. Public School Certificate
ঘ. Public Social Commission

৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত উপন্যাস 'লালসালু'-এর ইংরেজি অনুবাদের নাম কী?

ক. The Ugly Asian
খ. Tree without Roots
গ. The Field of the Embroidered Quilt
ঘ. A Modest Proposal

৭. নিচের কোনজন ২০২৪ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী?

ক. ডেমিস হাসাবিস
খ. জন জাম্পার
গ. ডেভিড বেকার
ঘ. যৌথভাবে সবাই

৮. 'টাটা মোটরস' কোন দেশভিত্তিক অটোমোবাইল কোম্পানি?

ক. জাপান
খ. ভারত
গ. ইরান
ঘ. যুক্তরাজ্য

৯. 'নয়নচারা' কার রচিত গল্পগ্রন্থ?

ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
ঘ. মাহমুদুল হক

১০. চিনি রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?

ক. থাইল্যান্ড
খ. রাশিয়া
গ. ইউক্রেন
ঘ. ব্রাজিল

BCS & Other
-Job Preparation-
আমাদের চ্যানেল খুজে পেতেটেলিগ্রামে সার্চ করুন
BCS_47th লিখে
টেলিগ্রাম লিংকঃ https://telegram.me/bcs_47th

সঠিক উত্তর:

১. ঘ	২. গ	৩. খ	৪. ঘ	৫. ক	৬. খ	৭. ঘ	৮. খ	৯. গ	১০. ঘ

এশিয়ার ১ম নারী হিসেবে সাহিত্যে নোবেল জয়ী
দক্ষিণ কোরিয়ার হান ক্যাং।

নোবেল বিজয়ী ২০২৪
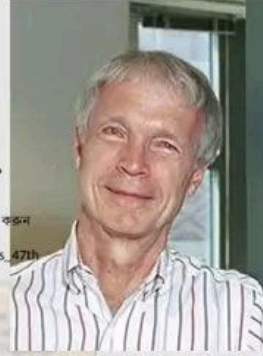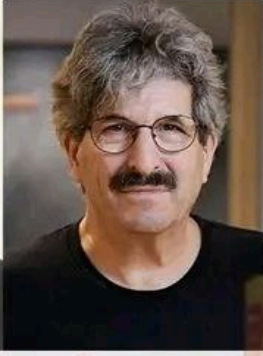
ভিক্টর অ্যামব্রোস গ্যারি রুভকুন

সময়ঃ ৮ অক্টোবর,২০২৪

বিষয়ঃ চিকিৎসাক্ষেত্রে

(মাইক্রোআরএনএ আবিষ্কার ও জিন নিয়ন্ত্রণে ট্রান্সক্রিপশন পরবর্তী ভূমিকাবিষয়ক গবেষণার জন্য তাদের এ পুরস্কার দেয়া হয়)

জাতীয়তাঃ যুক্তরাষ্ট্র

জন হোপফিল্ড জিওফ্রে হিন্টন

সময়ঃ ৯ অক্টোবর,২০২৪

বিষয়ঃ পদার্থবিজ্ঞানে

(কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের সাহায্যে 'মেশিন লার্নিং' কে সক্ষম করার জন্য তাদের এ পুরস্কার দেয়া হয়)

জাতীয়তাঃ যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ডেভিড বেকার ডেমিস হ্যাসাবিস জন এম জাম্পার

সময়ঃ ১০ অক্টোবর,২০২৪

বিষয়ঃ রসায়নে

(কম্পিউটেশনাল প্রোটিন ডিজাইন ও প্রোটিনেরগঠন অনুমানের জ্য তাদের এ পুরস্কার দেয়া হয়)

জাতীয়তাঃ আমেরিকা, ব্রিটিস ও আমেরিকা

হান কাং

সময়ঃ ১০ অক্টোবর,২০২৪

বিষয়ঃ সাহিত্যে

(গভীর কাব্যিক গদ্যে ভূমিকার জন্য এ পুরস্কার দেয়া হয়)

জাতীয়তাঃ দক্ষিণ কোরিয়া

নোবেল ২০২৪ আপডেট

ক্রঃ নং	বিষয়	পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	দেশ	অবদান	ঘোষণার তারিখ	ঘোষণাকারী প্রতিষ্ঠান
১	পদার্থবিজ্ঞান	জন হোপফিল্ড	যুক্তরাষ্ট্র	কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কসহ মেশিন লার্নিংয়ের মৌলিক আবিষ্কারের জন্য জন হোপফিল্ড ও জিওফ্রে হিন্টনকে এ বছর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তাদের গবেষণা মেশিন লার্নিং ও এআই, তথা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নে এ বছরের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।	৮ অক্টোবর	সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স
		জিওফ্রে হিন্টন।	কানাডা			
২	রসায়ন	বিজ্ঞানী ডেভিড বেকার	যুক্তরাষ্ট্র	' প্রোটিন গঠনের পূর্বাভাসের জন্য' পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়।	৯ অক্টোবর	সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স
		ডেমিস হাসাবিস	যুক্তরাজ্য			
		জন এম জাম্পার।				
৩	চিকিৎসা শাস্ত্র	ভিক্টর অ্যামব্রোস এবং গ্যারি রুভকুন।	যুক্তরাষ্ট্র	মাইক্রো আরএনএ আবিষ্কার এবং পোস্ট ট্রান্সক্রিপশন জিন নিয়ন্ত্রণ-এ অবদান রাখায় তাদের এ পুরস্কার দেওয়া হয়।	৭ অক্টোবর	ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট, সুইডেন
৪	সাহিত্য				১০ অক্টোবর	
৫	শান্তি				১১ অক্টোবর	